বিজ্ঞাপন।

ইদানীং যেরূপ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখা যায় তাহাতে প্রায়ই সহসা আকৃষ্টচিত্ত বা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িবারই কথা বটে; তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এক্ষণে অনেকেই তাহার গূঢ়রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন; তথাপি কোন কোন সরলমতি পাঠক বিস্তীর্ণ বিজ্ঞপ্তির কুহকজালে পড়িয়া সময়ে সময়ে প্রতারিতও হইয়া থাকেন, সেই জন্য আমরা ঘোর অনিষ্টজনক অন্তঃসারশূন্য প্রলোভনাদি আড়ম্বরে বিরত হইয়া কেবল এই শনৈশ্চর-সিন্ধুরাজচরিত গ্রন্থে কি কি বিষয় আছে তাহাই হৃদয়বান্ পাঠক মহোদয়-দিগের হৃদ্‌বোধ করাইবার নিমিত্ত বিবৃতি করিলাম। ফলকথা আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা মাত্রেই জানেন যে গ্রহকোপে পড়িলে মনুষ্য কিরূপ শারীরিক বা মানসিক প্রভৃতি সংসার-যাতনা অনুভব করিয়া থাকে; সাধারণ-মানবের কথা দূরে থাকুক্ গ্রহপ্রপীড়নে ভূরি ভূরি ব্রহ্মর্ষি বা রাজর্ষিবর্গও অশেষ ক্লেশসাগরে পতিত হইয়া সুচিরকাল হাবুডুবু খাইয়াছেন; তাহার মধ্যে গ্রহরাজ সূর্য্যকুমার শনির ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ হয়েন নাই এমন জীবই ভূমণ্ডলে বিরল। অধিক কি সূর্য্যকুলচূড়ামণি রাজর্ষি মহাত্মা শ্রীবৎস ও দশরথ প্রভৃতিও এই গ্রহ-বাগুরায় পড়িয়া বিপুল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতএব আমরা বহুতর মুন্যাদিপ্রণীত প্রত্নসংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া এই 'শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিত' গ্রন্থখানি অনুবাদ সমেত প্রচার করিলাম। ইহার প্রথমে সুরাচার্য্য অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া শনি-গ্রহের বেদাচার্য্য হইয়াও কিরূপে অশেষ যাতনাজালে জড়িত হইয়া পরে বিমুক্তি লাভ করেন পরে প্রবলপ্রতাপ সিন্ধুসৌবীরেশ্বর বীরসেন প্রথমে রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সময়ে কিরূপে স্বপদে উন্নত হইয়াছিলেন এবং এতদনুষঙ্গী পাঞ্চাল ও কিরাতেশ্বর প্রভৃতি ভূপালবর্গের এবং মহাশক্তির অংশরূপা বীর্য্যবতী বীরার বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বিবৃত হইয়াছে; পরিশেষে শনৈশ্চরের প্রসাদে সিন্ধুরাজ বীরসেন যেরূপে সমস্ত শত্রু স্ববশে আনিয়া আসমুদ্রসাম্রাজ্যলাভ করিয়া কুলাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মুখে যোগতত্ত্ব শ্রবণে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন তাহাও

বর্ণনা পূর্ব্বক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করা হইয়াছে [illegible]ণে বিদ্যোৎসাহী পরহিতৈষী পাঠক মহোদয়গণ কৃপা করিয়া ইহার অ[illegible]স্ত পাঠে পরিতৃপ্ত হইলে আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিব এবং ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে যত্নবান্ হইব। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে বলিতেছি আমার পরমসুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র হাজরা ভক্তিপরতন্ত্র হইয়া এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণাদি সমস্ত ব্যয়ভার নিজ মস্তকে বহন করিয়া অবর্ণনীয় কীর্ত্তি বা পুণ্য ভাজন হইয়াছেন। অলমতি পল্লবিতেনেতি।

শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মা।

শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতম্।

ওঁ গণেশায় নমঃ।

"ওঁ গণানাং গণপতিং ত্বা ২ হবামহে"

যমাহুর্বিঘ্নহন্তারং গণানামধিপং বিভুম্।
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্ববন্দ্যং পাতারমচ্যুতং শিবম্॥
চিদানন্দময়ীং দুর্গাং সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণীম্।
কেচিদাহুস্তথা সূর্য্যং যং কঞ্চিৎ পুরুষোত্তমম্॥
সত্যকামং সত্যময়ং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্বরূপকম্।
জ্ঞানরূপং তথা হ্যেকে প্রকৃতিং পুরুষং তথা॥
উভাভ্যাং বর্জ্জিতং নিত্যং সর্ব্বাত্মানং সনাতনম্।
নিত্যানন্দময়ং দেবং নমস্তস্মৈ পরাত্মনে॥

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে যৎপৃষ্টোঽহমিহানঘাঃ।
প্রবক্ষ্যামি চ তৎসর্ব্বং যদ্‌যদ্‌গুরুমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ১॥
পিতৈব পুত্ররূপেণ জায়তে বদতি শ্রুতিঃ।
অতশ্ছায়াসুতো জ্ঞেয়ঃ স্বয়মেব দিবাকরঃ॥ ২॥
একদা পিতরং দৃষ্ট্বা বিবিক্তাসীনমীশ্বরম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা পৃষ্টবান্ স শনৈশ্চরঃ॥ ৩॥
দেব দেব! জগদ্‌যোনে! জগৎসাক্ষিঞ্জগৎপ্রভো!।
ব্রূহি তাত! লোকচক্ষুরস্তি চেত্তে কৃপা ময়ি।
বরয়িত্বা কমাচার্য্যং বেদবিদ্যাবিশারদম্।
শাস্ত্রাণাং পারদৃশ্বাহং ভবেয়ং সর্ব্বতঃ কিল॥ ৪॥

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সূরঃ প্রীতমনাঃ প্রভুঃ!
উবাচ শ্লক্ষয়া বাচা পুত্রস্নেহপরিপ্লুতঃ॥ ৫॥
শ্রূয়তাং বৎস! বক্ষ্যামি শনৈশ্চর মহামতে।
বিদিত্বা মদ্বচস্তাত! শ্রেয়ো যত্নে বিধীয়তাম্॥৬॥
কেনাপি কারণেনাস্মাৎ সুরাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
স্বর্গান্মহিতলে গত্বা জাতো বিপ্রকুলে ধ্রুবং॥ ৭॥
মর্ত্ত্যলোকমপি প্রাপ্তং গুরুন্তং সুরসম্মতম্।
নিগমাদীনি সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি সম্প্রপেদিরে॥ ৮॥
পূর্ব্বযোগবলেনৈব হ্যাত্মবিদ্যাবিশারদম্।
ন তত্যজুঃ কলাঃ সর্ব্বাশ্চান্দ্র্যশ্চন্দ্রমসং যথা॥ ৯॥
স ইদানীং তপস্তেজাঃ প্রভুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ শিষ্যাংস্তাংস্তানুপাগতান্॥ ১০॥
অন্নদানাদিভিশ্চৈব সম্পোষ্যাযুতসঙ্খ্যকান্।
মিশ্রো বাচস্পতির্নাম পৃথিব্যাং সমুদাহৃতঃ॥ ১১॥
তমেব যাহি বৎস! ত্বং বেদাদিগ্রহণায় চ।
তেনৈব মঙ্গলং সর্ব্বমবশ্যং সমবাপ্স্যসি॥ ১২॥
বিশষতোঽসৌ ভক্তো মে তথৈব তব চ প্রভো!।
নিগমাদীনি শাস্ত্রাণি অধীষ্ব তৎসকাশতঃ॥ ১৩॥
গৃহীত্বা সর্ব্বশাস্ত্রাণি ব্রহ্মবিদ্যাস্তথৈব চ।
বৰ্দ্ধয়িত্বা তু তং লোকে স্বং মহত্ত্বং প্রদর্শয়॥ ১৪॥
এবমুক্তঃ শনিঃ সৌরিঃ সূর্য্যেণ লোকচক্ষুষা।
আজগাম মর্ত্ত্যলোকং পিতৃবাক্যমনুস্মরন্॥ ১৫॥
গণ্ডকীতটমাসাদ্য কল্যাণনগরান্তিকে।
পৃষ্টবান্ পথিকান্ সৌরির্বিপ্ররূপধরস্ততঃ॥ ১৬॥

বিপ্রো বাচস্পতির্যোঽসৌ পণ্ডিতপ্রবরো মহান্।
অধ্যাপকস্তু শিষ্যাণাং কুত্র ভো ব্রূত তত্ত্বতঃ॥ ১৭॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ পান্থা দেবোপমমহাদ্যুতেঃ।
ছাত্রবেশধরস্যাস্য দদৃশুস্তে কলেবরম্॥ ১৮॥
ততঃ প্রোচুর্ম্মিথঃ সর্ব্বে পান্থাঃ পৌরাশ্চ বিহ্বলাঃ।
দৃষ্ট্বা তং চারুসর্ব্বাঙ্গং মানুষং বপুরাশ্রিতং॥ ১৯॥
কোঽয়ং বা কুত আয়াতস্তপ্তহেমকলেবরঃ।
বিপ্ররূপধরঃ শ্রীমান্ সাক্ষাৎ সুরসুতোপমঃ॥ ২০॥
ততস্তে পরয়া ভক্ত্যা বিনয়ানতকন্ধরাঃ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ পৌরাঃ প্রণম্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২১॥
নগরী মঙ্গলা নাম সেয়ং মুনিবরাত্মজ!।
ইমাঞ্চাধিবসেৎ সোঽয়মধ্যাপয়তি নিত্যশঃ।
শিষ্যান্ বাচস্পতির্ধীরস্ত্বয়া পৃষ্টস্তু যঃ প্রভো!॥ ২২॥
আকর্ণ্য বচনন্তেষাং সূর্য্যপুত্রো মহাযশাঃ।
যযৌ হৃষ্টমনাস্তত্র যত্রাসৌ বসতিঃ কবেঃ॥ ২৩॥
দূরতস্তং সমীক্ষ্যৈব সোঽয়মিত্যবধারয়ন্।
পতিতঃ পাদয়োস্তস্য হ্যন্তিকে প্রণনাম হ॥ ২৪॥
দৃষ্ট্বা দিব্যং বপুস্তস্য তপ্তপুরটসন্নিভম্।
ক্ষণং নিষ্টব্ধতাং যাতঃ কোঽয়মিতি বিচিন্তয়ন্।
সশিষ্যোঽসৌ মহাপ্রাজ্ঞো বেদবিদ্যাবিশারদঃ॥ ২৫॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দৃষ্ট্বা তৎ সুভগং রূপং মিশ্রো বাচস্পতির্দ্বিজঃ।
পপ্রচ্ছ সাদরং তস্মৈ কো ভবান্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
কস্য ত্বং কুত আয়াতঃ কিন্নামাসি দ্বিজোত্তম ! ॥ ১ ॥
দিব্যেন বপুষানেন নররূপধরোঽপিচ।
দেবপুত্র ইবাভাসি সত্যং বৎস ! বদাম্যহম্ ॥ ২ ॥
কিমিচ্ছন্নাগতো হ্যত্র কিন্তে মনসি বর্ত্ততে।
নির্ব্যাজেনোচ্যতাং সৌম্য ! মহানসি মতো মম ॥ ৩ ॥
এবমাশ্বাসিতঃ সৌরির্গুরুণা চারুণা ততঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভক্ত্যা নম্রশিরোধরঃ ॥ ৪ ॥
শরণাগতশিষ্যোঽয়ং কাশ্যপ ইতি চ প্রভো !।
ভগবৎপাদসেবার্থী ব্রহ্মচর্য্যং সমাশ্রিতঃ ॥ ৫ ॥
এবং জানাতু মে ব্রহ্মন্ ! মনোঽভীষ্টং শ্রিতং হি যৎ॥৬॥
কিয়ন্তং কালমাশ্রিত্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতঃ।
গুরুসেবাং করোম্যদ্য তদ্ভবাননুমন্যতাম্ ॥ ৭ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মিশ্রো বাচস্পতিঃ কবিঃ।
ওমিত্যুক্ত্বা প্রীতমনাঃ পাঠয়ামাস তং প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
কালেন কিয়তা চৈব গ্রহরাজঃ শনৈশ্চরঃ।
সাঙ্গবেদান্ গৃহীত্বৈবমুপবেদাংশ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৯ ॥
পুরাণসংহিতাদীনাং গান্ধর্ব্বাণাস্তথৈব চ।
লব্ধবান্ সূক্ষ্মমেবার্থং সর্ব্বেষাং তত্ত্ববিদ্ বিভুঃ ॥ ১০ ॥

সমুপেত্য ততঃ কালে প্রাপ্তবিদ্যঃ শনিঃ কিল।
গুরুং বাচস্পতিং বৃদ্ধং বিনয়ানতকন্ধরঃ।
গিরা মধুরয়োবাচ কৃতাঞ্জলিপুরঃসরম্ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বথা পূর্ণকামোঽস্মি গুরোস্তেঽদ্য প্রসাদতঃ।
দক্ষিণাং কিং প্রদাস্যামি কুতস্তেঽপচিতির্ভবেৎ ॥ ১২ ॥
স্বচ্ছন্দং ব্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
অবশ্যমেব দাতব্যং সুদুর্ল্লভমপি দ্বিজ ! ॥ ১৩ ॥
ভবান্ মে পূজনীয়োহি সুরাচার্য্য ইবাপরঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাপরো নিত্যং লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥ ১৪ ॥
বিশেষতো ভবান্ সাক্ষাদ্গুরুত্বেন বৃতো ময়া।
অতোঽহং যদ্বদাম্যদ্য শ্রুত্বা কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ১৫ ॥
প্রস্থাস্যমানঃ পরিবন্দ্য ভক্ত্যা
প্রশান্তমূর্ত্তিন্তমগাধবোধম্।
সমীড্য বাক্যৈর্ব্বিবুধাং বরেণ্যম্
বিশুদ্ধসত্ত্বং বিররাম সৌরিঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

যদাখ্যাতং মহাভাগ ! ভবতা লৌমহর্ষণে !।
আশ্চর্য্যমিদমাভাতি সূর্য্যাঙ্গজকথামৃতম্ ॥ ১ ॥
পীযূষমিব চৈতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিহরং পরম্।
পিবতাং কর্ণরন্ধ্রেণ সদ্যঃ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ২ ॥

দুর্ভিক্ষদুঃখদমনং ভবদাবহুতাশনম্।
শোকমোহহরং পুংসামায়ুঃকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্॥ ৩॥
সূর্য্যো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো নৃণাং।
তত্ত্বজ্ঞৈর্মুনিভিস্তাত! বেদবেদান্তপারগৈঃ॥ ৪॥
নির্ম্মথ্যাশেষশাস্ত্রাণি নিশ্চিত্য পরিকীর্ত্ত্যতে।
স বিভুঃ পুত্রতামাপ স্বয়মেব দিবাকরঃ॥ ৫॥
আবিরাসীন্ মহানাত্মা জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ।
কেনাপি কারণেনাত্র গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ॥ ৬॥
অতস্তচ্চরিতং বৎস! বদ নো বদতাংবর!।
দিবাকরসুতস্যাদ্য মহতাং পাবনং মহৎ॥ ৭॥
শ্রুত্বৈতদ্‌বচনন্তেষাং মুনীনাং রৌমহর্ষণিঃ।
সংস্মৃত্য মনসা ব্রহ্ম পরাৎপরগুরুং হরিম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ৮॥

সূত উবাচ।

শ্রূয়তামৃষয়ঃ সর্ব্বে লোকপাবনপাবনাঃ।
চিত্তপূতকরং দিব্যং শনের্ম্মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৯॥
সূর্য্যো ব্রহ্মা সূর্য্যো বিষ্ণুঃ সূর্য্য এব মহেশ্বরঃ।
ইতি বেদবিদো নিত্যং বদন্তি সাদরং যতঃ॥ ১০॥
ততস্তস্মৈ দিনেশায় নমস্কৃত্যাতিভক্তিতঃ।
ব্রবীমি মুনয়শ্চাদ্য দেবগুহ্যমসংশয়ম্॥ ১১॥
সোঽসৌ বাচস্পতির্বিপ্রঃ শ্রুত্বা শিষ্যবচোঽদ্ভুতম্।
নিষ্টব্ধো বাগ্‌বিরহিতঃ ক্ষণং তূষ্ণীংবভূব হ॥ ১২॥
ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো বৃদ্ধো বাচস্পতির্গুরুঃ।
প্রোবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা শিষ্যমধ্যে বিচক্ষণঃ॥ ১৩॥

বৎস ! ত্বদ্‌বচসাদ্যাহং পূজিতোঽস্মি যথাবিধি।
গচ্ছ সৌম্য ! যথাকামং সিদ্ধির্ভবতু সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
কিন্তু ত্বদ্বচসা মেঽদ্য জাতং কৌতূহলং মহৎ।
অতস্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি ছদ্মরূপধরং দ্বিজম্।
কস্ত্বং কস্য কুতো বৎস ! আয়াতং ভবতানঘ ! ॥ ১৫ ॥
অপিস্বিদ্ দেবপুত্রোঽসি ? ছদ্মরূপধরো দ্বিজঃ।
তথাপি তত্ত্বতো ব্রূহি মা মৃষা গুরু গৌরবাৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যসৌ গুরুণা পৃষ্টঃ সৌরিস্তং প্রত্যভাষত।

শনিরুবাচ ॥ ১ ॥

গুরুত্বেন বৃতো যত্তদ্‌ভবান্ মেঽদ্য সুনিশ্চিতম্।
নির্ব্ব্যাজং শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ ! কথং মিথ্যা বদাম্যহম্ ॥২॥
যোঽসৌ ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুঃ সূর্য্যো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
মুনিভির্ব্বেদবিদ্বদ্ভির্ব্বেদেষু পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৩ ॥
কীর্ত্ত্যতে জগতাং বীজং দিবাকর ইতীরিতম্।
তস্যাত্মজং হি মাং বিদ্ধি ছায়াগর্ভসমুদ্ভবম্ ॥ ৪ ॥
পিত্রাজ্ঞাং শিরসাধায় মর্ত্ত্যলোকং সমাগতঃ।
গ্রহীতুকামো বেদান্ বৈ ভবতস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫ ॥
পূর্ণমনোরথোঽস্ম্যদ্য প্রসাদাত্তে দ্বিজোত্তম ! ।
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ ! গুরো ! গন্তুং দিবং পুনঃ।
চিরকালাদ্‌বিরহিতং পিতৃদর্শনলালসম্ ॥ ৬ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দ্বিজো বাচস্পতিঃ প্রভো!।
আনন্দসাধ্বসাভ্যাঞ্চ হৃষ্টরোমা বভূব হ ॥ ৭ ॥
মুহূর্ত্তমিব সংস্থায় প্রোবাচ বদতাংবরঃ।
পুরৈব বিদিতস্তাত! ময়া ত্বং গুণযোগতঃ ॥ ৮ ॥
মেধাং প্রবেশিকাঞ্চৈব তথৈব সূক্ষ্মদর্শিনীম্।
সেমুষীং সততং সৌম্য! দৃষ্ট্বা শক্তিমলৌকিকীম্ ॥ ৯ ॥
পুরা যঃ সংশয়োঽভূন্মে স সমন্তান্নিরাকৃতঃ।
স্বরূপবিজ্ঞানাত্তেঽদ্য কৃতার্থোঽস্মি গ্রহেশ্বর! ॥ ১০ ॥
দক্ষিণাং দাতুমিচ্ছা চেদাচার্য্যপরিতুষ্টয়ে।
দীয়তাং মে বরো দেব! যোঽয়ং মনসি বাঞ্ছিতঃ ॥ ১১ ॥
ভবতো ভোগকালেঽহং কুদৃষ্ট্যা ন কচিৎ প্রভো!।
দৃষ্টোঽস্মি মানুষে লোকে যাবদ্দেহং বহাম্যহম্ ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ।

সমাকর্ণ্য তদা সৌরিগু্ রোর্বচনমদ্ভুতম্।
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ক্ষণং নোবাচ কিঞ্চন।
বিচিন্ত্য বহুধা সৌরিরাচার্য্যমব্রবীত্ততঃ ॥ ১৩ ॥

শনৈশ্চর উবাচ।

ভবতঃ প্রার্থনেয়ং যা ন সম্যক্ প্রতিভাতি মে।
নিয়ত্যা সংনিরুদ্ধা হি বয়ং সর্ব্বে দ্বিজাত্মজ! ॥ ১৪ ॥
তথাপি যদ্ দদাম্যদ্য শ্রূয়তাং গুরুগৌরবাৎ ॥ ১৫ ॥
মদ্ভোগবিষয়েষ্বেব চৈকস্মিন্ দিবসে কিল।
পতিষ্যসি মহাঘোরে চরমে ত্ববধারয় ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা রবিনন্দনস্ততঃ
প্রণম্য ভক্ত্যা গুরুদেবমগ্রতঃ।
অন্তর্দ্দধে ভাস্পতিপাদদর্শন-
মুদ্দিশ্য হর্ষাদ্দিবমার্গমাদধে ॥ ১৭ ॥

ততো বাচস্পতির্ব্বিপ্রশ্চিন্তাকুলিতমানসঃ।
দিনানি গণয়ন্নিত্যং শিষ্যমধ্যেঽবসৎ কিল ॥ ১৮ ॥
এবং গচ্ছতি কালে চ কদাচিৎ স দ্বিজোত্তমঃ।
সহসা প্রাতরুত্থায় চিন্তয়ন্ মনসা তদা।
বুবুধে তদ্দিনং ঘোরং যদেব সৌরিণা খলু।
নির্দ্দিষ্টং চরমং তচ্চ সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্ ॥ ১৯ ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ বিপ্রঃ প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ।
মনসা সংস্মরন্ দেবং সর্ব্ববিঘ্নহরং প্রভুম্ ॥ ২০ ॥
সনাতনং পরংব্রহ্ম হরিং পুরুষমব্যয়ম্।
শনৈশ্চরস্তথা সৌরিং স্বগৃহান্নির্যযৌ সুধীঃ ॥ ২১ ॥
সমাদায়াকুলাত্মাসৌ শনৈঃ পুষ্পকরণ্ডিকাম্।
লঙ্ঘয়ন্ কিয়দধ্বানমুপেত্যোপত্যকাং শুভাম্।
সম্পশ্যন্ কাননং তত্র পুংস্কোকিলরুতাকুলম্ ॥ ২২ ॥
গুঞ্জদ্ভ্রমরযূথৈশ্চ ভ্রমদ্ভিঃ সততং মুদা।
দাত্যূহকলবিঙ্কাদ্যৈঃ কাকলীকলনাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥
আরূঢ়সহকারৈশ্চ কোলাহলময়ং সদা।
পদ্মকুমুদকহ্লারৈর্গিরিনির্ঝরসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪ ॥
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈর্জ্জলকল্লোলসঙ্কুলম্।
নানাপ্রসূনগন্ধাঢ্যং দক্ষিণানিলচঞ্চলম্ ॥ ২৫ ॥

ফলভারাণতৈঃ শশ্বৎ পাদপৈর্দ্দিব্যগন্ধিভিঃ।
শোভিস্তস্তত্রতত্রত্যৈশ্চন্দনাদ্যৈর্নিরন্তরম্।
আম্রাম্রাতকজম্বীরৈর্ভল্লাতকবিভীতকৈঃ ॥ ২৬ ॥
দাড়িমৈর্বীজপূরাদ্যৈর্ব্বটৈঃ শাকটকৈস্তথা।
মল্লিকামালতীজাতীযূথীশেফালিকাযুতৈঃ ॥ ২৭ ॥
বাসকাদ্যৈশ্চ বকুলৈর্বকৈঃ কুরুবকৈস্তথা।
ইত্যাদিভিশ্চ কুসুমৈঃ শশ্বৎ সুরভিসঙ্কুলম্ ॥ ২৮ ॥
বিদ্যাধরাপ্সরোভিশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
সেবিতং সততং ভূরি গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ২৯ ॥
এবং মনোহরং দিব্যং প্রবিশ্য দ্বিজপুঙ্গবঃ।
উদ্যানশোভামাপশ্যন্ নির্ঝরিণ্যাস্তটে স্থিতঃ।
ভাবয়ন্ ভাবিভাব্যন্তৎ পুষ্পাণ্যথ সমাচিনোৎ ॥ ৩০ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু বীরবাহোঃ সুতঃ শিশুঃ।
রাজ্ঞস্তদ্দেশপালস্য হৃতঃ ক্রীড়ন্নলক্ষতঃ ॥ ৩১ ॥
জাতঃ কোলাহলস্তত্র পৌরাণাং সহসা তদা।
অন্তঃপুরচরীণাঞ্চ হাহেতি তুমুলোঽভবৎ ॥ ৩২ ॥
কৌমারাপহৃতিং জ্ঞাত্বা ততো রাজা প্রতাপবান্।
ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ামাস কোপেন স্ফুরিতাধরঃ ॥ ৩৩ ॥
সেনাসেনাপতীংশ্চৈব পুরুষানাধিকারিকান্।
কুমারস্যানুসন্ধানে ক্রোধশোকবিমোহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
আজ্ঞপ্তাস্তু ততো ভৃত্যাঃ পুরুষা রক্ষিণস্তদা।
অনুসন্দধতে সর্ব্বে ভয়বিহ্বলচেতসঃ ॥ ৩৫ ॥
নাপুর্যদা কুমারন্তং কুত্রাপি রাজকিঙ্করাঃ।
সমন্তাদনুসন্ধায় মুমুহুঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

কুর্ব্বন্তশ্চার্ত্তনাদন্তে রুরুদুঃ প্রাণশঙ্কিতাঃ।
রাজদণ্ডভয়ান্মূঢ়া নিতরামনুজীবিনঃ॥ ৩৭॥
সংপশ্যন্তো মুখং ব্রহ্মন্নন্যোঽন্যন্তে মুহুর্ম্মুহুঃ।
হতাশাঃ সংন্যবর্ত্তন্ত রক্ষিণঃ শুষ্কতালবঃ॥ ৩৮॥
নিবৃত্তাংস্তাংস্ততো দৃষ্ট্বা রক্ষিণোঽকৃতকর্ম্মণঃ।
সংরক্তনয়নো ভূপশ্চোবাচ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৩৯॥
অন্বিষ্যতাং রাজপুত্রো বর্ব্বরা ব্যর্থজীবিনঃ।
নদীপুলিনক্ষেত্রঞ্চ খেটখর্ব্বটপর্ব্বতান্॥ ৪০॥
দরীমুখং নিকুঞ্জঞ্চ মুনীনামাশ্রমন্তথা।
সমন্তাদনুসন্ধায় পুত্রো মেঽদ্য প্রদীয়তাম্॥ ৪১॥
অথবা বহুনোক্তেন কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনম্।
শ্রূয়তাং রে মহামূঢ়া যদিদানীং ব্রবীমি বঃ॥ ৪২॥
অনানীয় কুমারং মে যে পুনঃ প্রতিবর্ত্তিনঃ।
ভবেয়ুস্তান্ হনিষ্যামি কৃতঘ্নান্ সুদুরাত্মনঃ॥ ৪৩॥
ইত্যাদিশ্য নৃপো ভূয়ঃ স্বকান্ সর্ব্বান্ ব্যসর্জ্জয়ৎ।
অন্বেষণার্থং পুত্রস্য শোকোপহতচেতনঃ॥ ৪৪॥
রাজ্ঞা চৈবং বিসৃষ্টাস্তু ভটাঃ ক্ষুভিতচেতসঃ।
অনুসন্দধিরে ভূয়ঃ সমেতা রাজকিঙ্করাঃ॥ ৪৫॥
গ্রামারণ্যনিকুঞ্জানি নদীনির্ঝরকন্দরম্।
নিরীক্ষমাণা ঘোরাস্তে বিচরন্তস্ততস্ততঃ।
উপত্যকায়ামাক্রীড়ং যদৃচ্ছয়া চ পর্য্যগুঃ॥ ৪৬॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো বাচস্পতিরুদারধীঃ।
করণ্ডিকাং সমাদায় পুষ্পাণামতিদুর্ম্মনাঃ।
উদ্যানান্নির্যযাবাশু স্বাং দশামনুচিন্তয়ন্॥ ৪৭॥

পুষ্পকরণ্ডিকায়াশ্চ দুর্দ্দৈববশতস্তদা।
রক্তবিন্দুঃ পতত্যস্য ক্রমশঃ পথি গচ্ছতঃ॥ ৪৮॥
তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে ভটা রাজ্ঞো বিশঙ্কিতাঃ।
সমাগম্য ততো বিপ্রং সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্॥ ৪৯॥
কৃতাঞ্জলিপুটাস্তে চ প্রশ্রয়াবণতাস্তথা।
পৃষ্টবন্তঃ শুষ্কমুখাঃ শাপভীত্যতিকাতরাঃ।
নিরীক্ষ্য তন্মুখং শশ্বৎ প্রজ্জ্বলদ্ ব্রহ্মতেজসা॥ ৫০॥

রাজভৃত্যা ঊচুঃ।

ভগবন্! ব্রূহি নঃ সত্যং কৃপয়া নৃপকিঙ্করান্।
ক্ষরত্যস্মাৎ কথং রক্তং করস্থাৎ পুষ্পভাজনাৎ॥ ৫১॥
ক্ষম্যতামপরাধোঽয়ং মুনেঽস্মাকং ত্বয়ানঘ!।
অনুসন্দধতাং পুত্রং রাজ্ঞশ্চৈবানুজীবিনাম্॥ ৫২॥

সূত উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাম্ভটানাঞ্চকিতো মুনিঃ।
পুষ্পকরণ্ডিকাং ধীর ঈক্ষাঞ্চক্রে স শঙ্কিতঃ॥ ৫৩॥
শোণিতস্রাবমালোক্য সহসা হতচেতনঃ।
সঞ্চিতং পুষ্পরাশিঞ্চ রুধিরেণ পরিপ্লুতম্।
পপাত ভূতলে বিপ্রো বাতেন কদলী যথা॥ ৫৪॥
মূর্চ্ছাং গতে দ্বিজে তস্মিন্ পতিতে ধরণীতলে।
উৎক্ষিপ্তং প্রাপতত্তস্য করস্থং পুষ্পভাজনম্॥ ৫৫॥
প্রোৎক্ষিপ্তে ভাজনে তত্র তদৈব কিল ভার্গব!।
ছিন্নং শিরো রাজসূনো রুধিরাক্তং ব্যদৃশ্যত॥ ৫৬॥
আভরণানি তস্যৈব মণিমাণিক্যমৌক্তিকৈঃ।
মণ্ডিতানি চ সর্ব্বাণি বিক্ষিপ্তানি ততস্ততঃ॥ ৫৭॥

তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং সর্ব্বে রাজভটাস্তদা।
অবাপুর্ব্বিস্ময়ং ঘোরং কিমেতদিতি চাব্রবন্॥ ৫৮॥
ততো বিপ্রং সমাদায় শিরশ্চাভরণানি চ।
কুমারস্য সমাজগ্মুঃ কিঙ্করা ভয়বিহ্বলাঃ॥ ৫৯॥
সর্ব্বং নিবেদয়ামাসূ রাজ্ঞে তে ত্রস্তমানসাঃ।
যদ্দৃষ্টং পথি বিপ্রেন্দ্রপ্রসূনভাজনে তদা॥ ৬০॥
শ্রুত্বা তদ্‌বচনস্তেষামদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
পপ্রচ্ছ নৃপতিঃ সর্ব্বান্ সদস্যান্ মন্ত্রিণস্তথা॥ ৬১॥

রাজোবাচ।

শ্রুতং যৎ কিঙ্করৈরুক্তং ভবদ্ভির্ব্বদ্ধিমত্তরৈঃ।
কর্ত্তুং যৎ সাম্প্রতঞ্চাত্র সমন্ত্রেণ বিধীয়তাম্॥ ৬২॥
রাজাদেশং সমাকর্ণ্য মন্ত্রিণস্তে বিচক্ষণাঃ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়শ্চৈব সদস্যাঃ শুদ্ধচেতসঃ॥ ৬৩॥
রাজন্! ন বিদ্মহে চৈতন্মহস্মদ্‌বুদ্ধিগোচরম্।
যদনেন কুমারস্তে বৃদ্ধেনৈব তপস্বিনা।
নিহতোঽয়ং মহবাহো! বিপ্রেণ শান্তচেতসা॥ ৬৪॥
লোকপূজ্যেন গুরুণা বাচস্পতিসমেন চ।
অস্ত্যত্র কারণং কিঞ্চিদ্ধ্রুবং মন্যামহে প্রভো!॥ ৬৫॥

সূত উবাচ।

এবং সংবদতাস্তেষাং সংসদ্যাং রাজবেশ্মনি।
অবাপ সংজ্ঞাং বিপ্রোঽসৌ প্রকৃতিশ্চৈব শৌনক!॥৬৬॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টিস্ততঃ কৃত্বা বদ্ধা ভ্রুকুটিমাত্মবান্।
মনসা চিন্তয়ামাস শনৈশ্চরবচো মহৎ॥ ৬৭॥

তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং নৃপতির্মন্ত্রিণস্তথা।
বিরেমুর্ব্বাক্যতঃ সর্ব্বে ক্ষণং তূষ্ণীং সমাদধুঃ ॥ ৬৮ ॥
নিষ্টব্ধে চ জনে তস্মিন্ বাচস্পতিরুদারধীঃ।
সমাধায় মনঃ সৌরিং স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৬৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নমস্তে সূর্য্যপুত্রায় মহাগ্রহ! নমোঽস্তু তে।
কৃপয়া ত্রাহি মাং দেব! গ্রহরাজ! নমোঽস্তু তে ॥ ৭০ ॥
বিশ্বেষাং জ্যোতিষাং যস্তু ভূমিরূপো মহান্ বিভুঃ।
কালশক্তিস্বরূপো যঃ কালরূপেণ বর্ত্ততে ॥ ৭১ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুময়ো যশ্চ সর্ব্বদেবময়ো বিভুঃ।
নারায়ণঃ পরাত্মা চ জগতাং পরিপালকঃ ॥ ৭২ ॥
জীবানামন্তরাত্মা চ স্বপ্রকাশস্বরূপকঃ।
স্বতেজসা ধ্বান্তহারী নাম্নাতো যস্তমোনুদঃ ॥ ৭৩ ॥
বিভাকরঃ স এবাসৌ শনিরূপধরোঽপরঃ।
আত্মানং প্রাপয়ামাস পুত্রত্বং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
ছায়াগর্ভসমুদ্ভূতো গ্রহরূপিজনার্দ্দনঃ।
স ত্বং সৌরেঽমোঘবীর্য্য! চাপ্রতীমপরাক্রম! ॥ ৭৫ ॥
পাহি মাং সঙ্কটাদ্ঘোরাৎ সত্যবাগ্ভব সুব্রত!।
সুদৃষ্ট্যা ভগবন্! দীনং ত্বদ্দৃষ্ট্যা কলুষীকৃতম্ ॥ ৭৬ ॥
যদা যস্মিন্ প্রসন্নস্ত্বং গ্রহরাজসুতাসিত!।
সএব ভাগ্যবান্ বিদ্বান্ পূজনীয়ো নরাধিপঃ ॥ ৭৭ ॥
নিবসন্ মর্ত্ত্যলোকেঽপি শতক্রতুরিবাপরঃ।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতরাজ্যৈশ্বর্য্যপ্রতাপবান্ ॥ ৭৮ ॥

ভবেদ্বীরো মহাযোগী মূঢ়োঽপি মতিমান্ নরঃ।
সুদীনোঽপি মহাত্মংস্ত্বাং বন্দেঽহং সংপুটাঞ্জলিঃ ॥৭৯॥
ত্বৎকোপদৃষ্টিবহ্নৌ যঃ পতেদ্দুর্ভাগ্যতো যদা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিভ্রষ্টঃ স তদা যাতি শোচ্যতাম্ ॥ ৮০ ॥
দেবো বা দানবো বাপি যক্ষো বা কিন্নরস্তথা।
গন্ধর্ব্বঃ সিদ্ধসংঘো বা বিদ্যাধরবরোঽপি চ।
ব্রজেয়ুর্যাতনাং ঘোরাং রৌরবীং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮১ ॥
সদ্য এব মহাযোগিন্! কিন্তত্র মানবাঃ কিল।
জীবন্তশ্চৈব সর্ব্বে তে মৃতাঃ খলু বিমোহিতাঃ ॥ ৮২ ॥
অতস্ত্বাং প্রণমাম্যদ্য পাতু মাং দুঃখসাগরাৎ।
সূর্য্যাঙ্গজ নিত্যযোগিন্! গ্রহরূপিজনার্দ্দন!।
প্রসীদতাং মে ভগবন্! ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীশনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং পরিষ্টুতঃ সৌরির্গুরুণা ব্যোমমার্গতঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস প্রসন্নো হৃষ্টমানসঃ ॥ ১ ॥
প্রোবাচ শৃণ্বতাং তেষাং মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
সদস্যমন্ত্রিণাঞ্চৈব ভূপতেরপি ভার্গব!॥ ২ ॥
গুরো বাচস্পতে! বিদ্বন্! মাভৈ রাজভয়াদ্দ্বিজ।
যদ্ব্রতং ভবতা পূর্ব্বং মত্তস্তৎ স্মর্য্যতাং প্রভো!।
ভুক্তং ফলমিদানীং ভো ইতঃ সুখমবাপ্স্যতে ॥ ৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা তং দ্বিজবরং শনিঃ সূর্য্যাত্মজো মহান্।
প্রোবাচ নৃপতিস্তত্র মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ৪ ॥

শনৈশ্চর উবাচ।

ভো ভো নরপতে ধীমন্! শ্রুত্বা মদ্বচনং ধ্রুবম্।
মন্ত্রিভিঃ সহ সংমন্ত্র্য কর্ত্তব্যং যদনন্তরম্ ॥ ৫ ॥
এষ দ্বিজবরো ধীর আচার্য্যস্তত্ত্বতো মম।
বাচস্পতির্মহাপ্রাজ্ঞো বাচস্পতিরিবাপরঃ ॥ ৬ ॥
সমাপ্তব্রহ্মচর্য্যাব্ধি মত্তোঽহয়ং মুনিপুঙ্গবঃ ॥
দুঃখভোগো ন মে ভূয়াৎ ত্বত্তঃ খলু কদাচন ॥ ৭ ॥
ইত্যেতাং কাতরো বব্রে সর্ব্বথা গুণদক্ষিণাম্।
তথেত্যস্মৈ বরোদত্তো দিনমেকমৃতে প্রভো! ॥ ৮ ॥
তদেতদ্বিদ্ধি রাজেন্দ্র! দিনং ফলভোগানুগম্।
ভুক্তং তচ্চ ফলং সর্ব্বং দিনেনৈকেন মারিষ।
অনেন দ্বিজমুখ্যেন মন্যেথা মাবচো মৃষা! ॥ ৯ ॥
কুমারস্তে মহারাজ! সুখং স্বপিতি নির্জ্জনে।
রত্নাগারে ক্ষণং ক্রীড়ন্ শ্রান্তশ্চাসৌ ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
মন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ভবন্তশ্চ সকিঙ্করাঃ।
ছিন্নশিরঃ কুমারস্য দৃষ্টবন্তো ন চান্যথা ॥ ১১ ॥
মায়ামৃতে নৃপশ্রেষ্ঠ! পূজ্যতাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
বস্ত্রালঙ্কাররত্নাদ্যৈঃ শ্রেয়শ্চেন্মন্যতে ভবান্।
নান্যথা তে মহারাজ! শিবং পশ্যামি কিঞ্চন ॥ ১২ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য গ্রহরাজস্য শঙ্কিতঃ।
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রশ্রয়াবণতো নৃপঃ ॥ ১৩ ॥

রাজোবাচ।

কো ভবান্ দেবপুত্রঃ কিং যক্ষো বা কিন্নরস্তথা।
বিদ্যাধরো বা সিদ্ধো বা গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ ॥ ১৪ ॥
আহোস্বিৎ প্রবরঃ কশ্চিদ্ দেবানামপি সুব্রত!।
হব্যবাট্ কিং সমাগত্য জ্বলন্নিব স্বতেজসা।
দিশো বিতিমিরীকুর্ব্বন্ ভগবান্ ভাসতে কিল ? ॥ ১৫ ॥
মূঢ়া বয়ং ন জানীমো ব্রবীতু কৃপয়া প্রভো! ॥ ১৬ ॥
শ্রুত্বৈতদ্‌বচনং রাজ্ঞো ভক্তিপূর্ণং মহাগ্রহঃ।
সূর্য্যসূনুরুবাচেদং প্রসন্নঃ পরমস্তদা ॥ ১৭ ॥

শনৈশ্চর উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ! কল্যাণং ত্বমবাপ্স্যসি।
মদাজ্ঞাং পালয়ন্ বীর! নাবসীদতি কশ্চন ॥ ১৮ ॥
দিবাকরস্যাঙ্গভুবং ছায়াগর্ভসমুদ্ভবম্।
বিদ্ধি মাং নৃপশার্দ্দূল! সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্।
শনৈশ্চরশ্চ লোকেঽস্মিন্ গ্রহেষ্বপি সুবিশ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ।

নৃপং স তুষ্টঃ পরিবারবর্গৈঃ
সংবেষ্টিতস্তং গতসাধ্বসঙ্ক।
সমাশ্রিতঃ সন্ চরণং চ বিষ্ণো
রেতাবদুক্ত্বা বিররাম সৌরিঃ ॥ ২০ ॥
ততস্তু ভূপতিঃ শ্রুত্বা বীরবাহুঃ প্রতাপবান্।
সাক্ষাচ্ছনৈশ্চরস্যাজ্ঞাং হৃষ্টরোমা বভূব হ ॥ ২১ ॥
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ছায়াসূনুং মহাগ্রহম্।
তুষ্টাবোর্দ্ধমুখীভূয় বেদবাক্যৈঃ সমস্ততঃ ॥ ২২ ॥

পতিত্বা পাদয়োস্তস্য দ্বিজস্য চ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষমাপয়ন্ মহাভাগং কৃতাঞ্জলিরুবাচ চ ॥ ২৩ ॥
প্রশ্রয়াবনতো বীরস্তদৈব তু তপস্বিনম্।
ভীতঃ শাপভয়াচ্ছশ্বৎ বৃদ্ধং বাচস্পতিং গুরুম্ ॥ ২৪ ॥

রাজোবাচ।

প্রসীদ ভগবন্নদ্য মাকার্ষীঃ কোপমচ্যুত!।
পূজ্যোঽসি মে মহাভাগ! ত্যজ মন্যুমজানতঃ ॥ ২৫ ॥
মহিমানমজানদ্ভির্ভবতঃ কিঙ্করৈর্ম্মম।
যদ্‌যদাচরিতং বিদ্বন্! তৎ সর্ব্বং ক্ষম্যতাং প্রভো!।
স্বৌদার্য্যগুণতো ব্রহ্মন্ সংসারমূঢ়চেতসঃ ॥ ২৬ ॥
এবং সন্তোষ্য মধুরৈর্বাক্যৈর্বিপ্রং ততো নৃপঃ।
প্রাদাদ্‌গবাং সহস্রাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
বিশুদ্ধমানসো রাজা তস্মৈ সংশুদ্ধচেতসে ॥ ২৭ ॥
বিসর্জ্জিতস্ততস্তেন বিপ্রো বাচস্পতির্ম্মহান্।
পূজয়িত্বা বিধানেন রাজ্ঞা চৈবং মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥
ভৃশং হৃষ্টমনা ধীরঃ স্বাশ্রমং প্রাপিতঃ ক্ষণাৎ।
বেষ্টিতো বিপ্রবর্গৈশ্চ রথেন দ্রুতগামিনা ॥ ২৯ ॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।

শ্রোতুকামা বয়ং সূত! ভূয়ো মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
শনৈশ্চরস্য মতিমন্! সৌরের্গ্রহবরস্য চ ॥ ১ ॥

ন তৃপ্যামো বয়ং তাত! নিপীয়েদং সুধাধিকম্।
নিঃসৃতং ত্বন্মুখাম্ভোজাচ্ছ্রুতিপাত্রৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২॥
পুনঃ কস্মৈ মহাযোগিন্! যোগীশোঽসৌ শনৈশ্চরঃ।
অনুজগ্রাহ তেজস্বী প্রসন্নাত্মা মহাত্মনে॥ ৩॥
তস্য বা প্রীতয়ে লোকে কিং কর্ত্তব্যং শুভার্থিভিঃ।
ব্রবীতু ব্রহ্মনিষ্ঠৈশ্চ ব্যাসশিষ্যো ভবান্ কিল॥ ৪॥
কেন বা বিধিনা সৌরিঃ পূজিতঃ শুদ্ধচেতসা।
প্রদদৌ বরদো দেবো বরং তস্মৈ শুভাত্মনে॥ ৫॥
শ্রুত্বেদং বচনন্তেষাং সাদরং রৌমহর্ষণিঃ।
সংস্মৃত্য পরমাত্মানং প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ৬॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে শনের্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
দিবাকরসুতস্যৈব ঘোরমূর্ত্তের্মহাত্মনঃ॥ ৭॥
যথা ভূয়োঽনুজগ্রাহ পীড়য়ন্ নৃপসত্তমম্।
সিন্ধুদেশাধিপং সৌরির্বীরসেনং স্বভোগতঃ॥ ৮॥
ক্ষত্রিয়ো বীর্য্যবান্ ধীমান্ রাজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি স্থিতঃ কিল।
সম্রাড়সৌ বীরসেনঃ কুলধুর্য্যঃ প্রতাপবান্॥ ৯॥
গুরূণাং কুলবৃদ্ধানাং বিপ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মর্য্যাদাংস্থাপয়ন্নিত্যং পূজকশ্চ যথাবিধি।
সতাং তত্ত্ববিদাঞ্চৈব ধর্ম্মজ্ঞো মতিমান্নৃপঃ॥ ১০॥
গচ্ছন্তং যন্তু রাজেন্দ্রমনুজগ্মুর্ধরন্ধরাঃ।
রাজানঃ শতশো ধীরাঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ॥ ১১॥
সর্ব্বদা যস্য শূরস্য পুরোগাঃ সঙ্গরে কিল।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতা হ্যসঙ্খ্যা ভূরিতেজসঃ॥ ১২॥

বক্তব্যং কিং তদৈশ্বর্য্যং বীরসেননৃপস্য ভোঃ।
একচ্ছত্রীকৃতা যেন মেদিনী সাগরাম্বরা ॥ ১৩ ॥
শিরস্যাজ্ঞাবহা যস্য ক্ষত্রিয়া দাসবৎ সদা।
মূর্দ্ধাভিষিক্তা যে শূরা ধনুর্বেদবিশারদাঃ ॥ ১৪ ॥
স কদাচিৎ মহাবীরো বীরসেনঃ প্রতাপবান্।
পপাত শনিকোপাগ্নৌ দুর্দ্দৈববশগো নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্যভ্রষ্টঃ সহসা শত্রুভিস্তাড়িতো ভৃশম্।
কায়মাত্রং সমাদায় যযৌ সখ্যুর্গৃহং সুধীঃ ॥ ১৬ ॥
আসীৎ কিলৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ পাঞ্চালাধিপতির্মহান্।
সখা তস্য মহাপ্রাজ্ঞো বীরসেনস্য ধীমতঃ ॥ ১৭ ॥
তদন্তিকং সমায়াতো জীবনেপ্সুঃ সুদুঃখিতঃ।
হীনো রাজশ্রিয়া দীনো বীরসেনোঽপি কালতঃ ॥ ১৮
তং দৃষ্ট্বা স চিরাদ্রাজা চ্যুতরাজ্যং মহাবলঃ।
স এষ কিং সখায়ং ? মে শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ১৮ ॥
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ প্রজানাং পালকঃ সদা।
পুত্রনির্ব্বিশেষেণৈব চেদানীং দুর্গতং গতঃ ॥ ১৯ ॥
এবং স চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি পার্থিবঃ।
সুচিরং চিন্তয়ন্ ধীরঃ পাঞ্চালেশঃ প্রতাপবান্।
পপ্রচ্ছ কুশলং তস্মৈ সখা সখ্যে বিধানতঃ ॥ ২০ ॥

পাঞ্চালপতিরুবাচ।

সখে ! কিং লক্ষ্যসে ত্বং ভো ময়াদ্য সৈন্ধবেশ্বর !।
সুদীন ইব রাজেন্দ্র ! হতশ্রীকোঽতিদুঃখিতঃ ॥ ২১ ॥
কেনেদৃশীং দশাং বীর ! প্রাপিতস্ত্বং মহাবলঃ।
ইন্দ্রকল্পঃ সদা শূরো ধনুর্বেদবিশারদঃ ॥ ২২ ॥

পুরা যো হরিবর্গাণাং মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠংস্তু লীলয়া।
কেন বা শক্রমুখ্যেন স ত্বং যাতোঽধুনা দশাম্।
শোচ্যাং বৈ মিত্রবর্গৈশ্চ শত্রূণাং নন্দিবর্দ্ধনঃ॥ ২৩॥
এবং পৃষ্টো বীরসেনঃ পাঞ্চালেনাতিদুঃখিতঃ।
সখ্যা প্রণয়তো ধীরো রুরোদ কলনিস্বনৈঃ॥ ২৪॥
রমণীব রুদন্ শূরঃ ক্ষণং স সৈন্ধবেশ্বরঃ।
কৃচ্ছ্রেণ ধারয়ন্ চিত্তং শোকাশ্রূণি প্রমার্জ্জয়ন্।
আরেভে দুঃখবৃত্তান্তং প্রবক্তুঞ্চ তদা কিল॥ ২৫॥

সিন্ধুরাজোবাচ।

তেন বৈ ভ্রংশিতো রাজ্যাৎ দুর্দ্দৈবেন মহানপি।
সখে! কিং সংব্রবীম্যদ্য ভাগ্যবৈগুণ্যতঃ খলু।
ভ্রষ্টো রাজশ্রিয়েদানীং মিত্রাণাং শোচ্যতাং গতঃ॥২৬॥
দুরাত্মমন্ত্রিবর্গৈশ্চ বন্ধাখ্যৈঃ শক্রভির্ভৃশম্।
ছদ্মভিশ্চ্যাবিতো রাজ্যাৎ কৃতঘ্নৈশ্চ দুরাসদৈঃ॥ ২৭॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনন্তস্য দারুণং লোমহর্ষণম্।
মুহুর্বিনিশ্বসন্ ঘোরং দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ দুঃখিতঃ।
আশ্বাসয়ামাস বীরঃ সখায়ং সৈন্ধবেশ্বরম্॥ ২৮॥
পাঞ্চালেশো মহেষ্বাসঃ কারুণ্যাৎ প্ররুদংস্তদা॥ ২৯॥

পাঞ্চাল উবাচ।

সখে! কালমপেক্ষস্ব কিয়ন্তং মদ্গৃহে বসন্।
আয়াস্যতি স তে কালো যেনৈশ্বর্য্যমবাপ্স্যসি॥ ৩১॥
এবমাশ্বাসিতো বীরো বীরসেনঃ সুধার্ম্মিকঃ।
পাঞ্চালপতিনা ধীরো যথোক্তং তত্তদাকরোৎ॥ ৩২॥

শৌনক উবাচ।

সূত সূত ! মহাভাগ ! কথয়স্ব তপোনিধে ! ।
তত্রৈব বসতস্তস্য বীরসেনস্য ধীমতঃ।
সৌরিকোপাভিতপ্তস্য সঞ্জাতং কিং ততঃপরম্ ॥ ৩৩ ॥
অমৃতাধিকমাখ্যানং সৌরিমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
বিশেষতস্তু তে বিদ্বন্ ! মুখাম্ভোজচ্যুতং মহৎ।
ন তৃপ্যামো বয়ং তাত ! পীত্বাপীদং পুনঃ পুনঃ।
কর্ণরাসায়নং গূঢ়ং পাপানাং পাবনং ভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥
শ্রুত্বৈতৎ সাদরং সূত ঋষি মধ্যে মনোরমম্।
বচঃ শ্লক্ষ্ণং শৌনকস্য বহ্বৃচস্য তপোধনঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা হরিং নিত্যনিরঞ্জনম্।
অনাদিনিধনং দেবং তত্ত্ববিদ্রোমহর্ষণিঃ।
মুনীংস্তত্ত্ববিদশ্চৈব প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩৬ ॥

সূত উবাচ।

শ্রূয়তাং মুনয়ঃ সর্ব্বে যদ্‌ভূতং সৈন্ধবে পুরা।
পীড়িতে গ্রহরাজেন সৌরিণা কালতঃ কিল ॥ ৩৭ ॥
যোগেশ্বরেণ মুনিনা কৃষ্ণেনৈব মহাত্মনা।
উক্তং জৈমিনয়ে যচ্চ বেদব্যাসেন ধীমতা ॥ ৩৮ ॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে গুরুণা মুনিমণ্ডলে।
তৎ সর্ব্বং কথয়াম্যদ্য রহস্যমতিমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥
সমাধায় মনো ধীরা ধার্য্যতাং মে বচোঽনঘাঃ ॥ ৪০ ॥
কালেন গচ্ছতা তস্য পাঞ্চালে বসতঃ সদা।
ঘোরা দুর্ঘটনা নীতা বীরসেনস্য ভাগ্যতঃ ॥ ৪১ ॥

একদা স্বর্ণকারেণ রাজাদিষ্টেন সাদরম্।
সমানীতঃ কণ্ঠহারঃ কারুকার্য্যসমাযুতঃ।
মূল্যবদ্ভিশ্চ বিবিধৈর্মহামণিভিরাচিতঃ॥ ৪২॥
মহিষ্যাস্তুষ্টয়ে রাজা কারয়ামাস ভূষণম্।
মনোহরং হেমময়ং সর্ব্বতশ্চোত্তমোত্তমম্॥ ৪৩॥
তং দৃষ্ট্বা ভূষণশ্রেষ্ঠং কণ্ঠহারমনুত্তমম্।
স্বর্গীয়মিব লোকেঽস্মিন্ চকিতাশ্চ সভাসদঃ।
মন্ত্রিণঃ পার্ষদাশ্চৈব প্রশশংসুস্তদা মুহুঃ॥ ৪৪॥
সংপশ্যন্ বীরসেনোঽপি দিব্যমদ্ভুতভূষণম্।
স্মারং স্মারং দশাং পৌর্ব্বীং দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বসন্।
ধিক্ কুর্ব্বন্ মুহুরাত্মানমীক্ষাঞ্চক্রে সুদূরতঃ॥ ৪৫॥
যঃ পুরা সর্ব্বলোকানাং পালকঃ সত্যবিক্রমঃ।
শাসিতা চৈব রাজ্ঞাং যঃ সৈন্ধবানাং ধুরন্ধরঃ॥ ৪৬॥
মার্ত্তণ্ড ইব মধ্যাহ্নে শুচৌ সংপ্রখরঃ কিল।
যঃ পুরাসীচ্চ দুর্দ্ধর্ষো লোকে সত্যপরাক্রমঃ॥ ৪৭॥
অহো কালবশাৎ সোঽপি সুদীনাত্মা নরেশ্বরঃ।
প্রাকৃত ইব সংভাতি ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ॥ ৪৮॥
তস্য ভাবং সমাজ্ঞায় পাঞ্চালেশোঽমিতদ্যুতিঃ।
মুখঞ্চ গ্লানিমাপন্নং দৃষ্ট্বা সখ্যুঃ সুদুঃখিতঃ॥ ৪৯॥
রাজাসনাৎ সমুত্তস্থে যযৌ চ তৎসমীপতঃ।
সম্ভাষ্য মধুরৈর্বাক্যৈঃ করৌ ধৃত্বাতিসাদরম্॥ ৫০॥
সমুত্থাপ্য সৈন্ধবেশং সখায়মতিযত্নতঃ।
সভামধ্যে মহাশূরঃ পাঞ্চালেশো মহাযশাঃ।
ভূষয়ামাস তৎকণ্ঠং হারৈর্দিব্যৈর্মনোহরৈঃ॥ ৫১॥

ঈদৃশং তস্য তৎ কার্য্যং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ সভাসদঃ।
মন্ত্রিণঃ পৌরবর্গাশ্চ হৃষ্টসর্ব্বতনূরুহাঃ॥ ৫২॥
অহো সখ্যমহো সখ্যং কিমেতৎ কৃতবান্ নৃপঃ।
মহার্হভূষণঞ্চৈতন্মহিষ্যাশ্চ বিশেষতঃ।
রাজার্হ মর্পয়ামাস দীনায়াস্মৈ দুরাত্মনে॥ ৫৩॥
হিংসাপ্রকৃতয়ঃ ক্ষুদ্রা লুব্ধাঃ স্বার্থপরাঃ শঠাঃ।
ইতি সঞ্চুক্রুশুঃ ক্রোধাৎ লোভাদ্দ্বেষাচ্চ কেচন॥ ৫৪॥
সাধবস্ত্বপরে তুষ্টাঃ সাধুবাদান্ সদাশয়াঃ।
দদুঃ পুনঃ পুনা রাজ্ঞে প্রীতিং দৃষ্ট্বা হ্যকৃত্রিমাম্।
দয়াবন্তো মহাত্মানঃ পরদুঃখাতিকাতরাঃ॥ ৫৫॥
ততো রাজা মহাক্রুদ্ধঃ পাঞ্চালানামধীশ্বরঃ।
দৃষ্টিং নিক্ষিপ্তবান্ তেষু দুর্ব্বৃত্তেষু সদাত্মবান্।
বিদ্যুৎকল্পাং মহাঘোরাং দন্তান্ কটকটায্য চ॥ ৫৬॥
তদ্দৃষ্ট্বা নৃপতেস্তে চ পরশ্রীকাতরা নরাঃ।
কিঙ্করা ঘোরসঙ্কাশং স্ফুরদ্বৈদ্যুতসন্নিভম্।
বদনং ক্রোধতাম্রাক্ষং ভীতা বেগাৎ প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৫৭॥
বীরসেনোঽপি মিত্রস্য ভাবং বিজ্ঞায় সর্ব্বতঃ।
সখ্যেনাকৃত্রিমেণৈব হৃষ্টরোমা হ্যভূত্তদা॥ ৫৮॥
লজ্জিতশ্চৈব দানেন মহিষ্যাভরণস্য চ।
সখায়মব্রবীদ্বীরো বিনীতঃ কাতরস্বরঃ॥ ৫৯॥
ক্ষম্যতাং মে মহাবাহো! চাপরাদ্ধং ধ্রুবং ভবেৎ।
দর্শিতা পরমা প্রীতিঃ সখ্যঞ্চাকৃত্রিমং মহৎ॥ ৬০॥
ইদানীং দীয়তাং তস্মৈ কণ্ঠভূষণমুত্তমম্।
মহিষ্যৈ তে প্রিয়ায়ৈচ মম সখ্যৈ বদান্যক!॥ ৬১॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তো বীরসেনেন পাঞ্চালেশঃ প্রতাপবান্।
সম্বোধ্য প্রণয়েনৈব সমাদায় করং ততঃ।
সাদরং স্বকরেণাস্য প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥ ৬২ ॥
সখে! কিং মন্যসে ত্বং মাং দত্তহর্ত্তারমচ্যুত!।
মিত্রপ্রবঞ্চকং ধূর্ত্তং পাঞ্চালকুলপাংসনম্ ॥ ৬৩ ॥
ইদং শরীরং মে রাজ্যং সভৃত্যঞ্চ সদারকম্।
জানীহি ত্বং মহাবাহো! তবৈব নান্যথা কচিৎ ॥ ৬৪ ॥
অসারেণৈব হারেণ খারেণ কা কথা সখে! ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বং তুভ্যং সমর্প্যেদং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ।
গন্তুমুৎসহতেঽদ্যৈব যশ্চায়ং তে সখা কিল ॥ ৬৬ ॥
অথবা বহুনোক্তেন কিন্তে রাজন্! সমীপতঃ।
মজ্জেয়ং সাগরে ঘোরে পতেয়মপি পাবকে।
ভবতানুমতশ্চেদ্ধি সত্যেনৈতচ্ছপাম্যহম্ ॥ ৬৭ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা ক্ষণমাপ তূষ্ণীং
বিসৃজ্য বাষ্পং সুবিচিত্রবীর্য্যঃ।
মিত্রার্ণসিন্ধোঃ পরপারমিচ্ছু-
র্গন্তুং প্রহৃষ্টঃ স উদারকীর্ত্তিঃ ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ।

এবং কথয়তোস্তত্র মিত্রয়োর্নৃপয়োর্দ্বয়োঃ।
ভৃত্যশ্চৈকঃ সমায়াতস্তস্মিন্নেব ক্ষণে দ্রুতম্ ॥ ৬৯ ॥
বীরসেনপ্রিয়ো নিত্যং সিন্ধুদেশসমুদ্ভবঃ।
শান্তো দান্তঃ কৃতজ্ঞশ্চ প্রভুসেবাপরায়ণঃ ॥ ৭০ ॥

যোঽম্বগাৎ সৈন্ধবং পূর্ব্বং বীরসেনং প্রিয়ংবদঃ।
ভ্রষ্টরাজ্যং সিন্ধুদেশাচ্ছত্রুভিশ্চ নিরাকৃতম্।
পলায়নপরং দীনং জীবনেপ্সুং নিরাশ্রয়ম্॥ ৭১॥
স এব কাতরীভূতঃ সঞ্জয়ো নাম নামতঃ।
দেবেত্যদূরতশ্চোক্ত্বা রুদ্ধকণ্ঠো হ্যবাঙ্মুখঃ।
বাষ্পবিন্দূন্ বিমুঞ্চন্ বৈ সমাতস্থে যথা জড়ঃ॥ ৭২॥
তাদৃশং সঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা ভয়বিহ্বলচেতসম্।
সন্তিষ্ঠমানং জড়বদ্বীরসেনস্তু সৈন্ধবঃ॥ ৭৩॥
পাঞ্চালোঽথ মহাতেজাঃ প্রোচতুর্যুগপত্তদা॥ ৭৪॥
কিমেতদ্ব্রূহি রে বৎস! ব্যামোহঃ কঃ প্রকাশ্যতাম্॥৭৫॥
দৃষ্টং কিং বা শ্রুতং কিঞ্চিদনিষ্টং পৌরমণ্ডলে ?।
কেনাপি শত্রুণা বা ত্বং পীড়িতোঽসি গদেন বা।
ব্রূহি স্পষ্টাক্ষরং সত্যং ভয়েনালং কুতোঽপি বা॥ ৭৬॥
শারীরং মানসং বাপি যজ্জাতং সর্ব্বথা কিল।
সর্ব্বং প্রকাশ্যতাং সত্যং মাভৈস্ত্বং সঞ্জয়াধুনা॥ ৭৭॥
এবমাশ্বাসিতস্তাভ্যাং নৃপাভ্যাং সঞ্জয়স্তদা।
কৃচ্ছ্রাৎ প্রকৃতিমাপন্নঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ৭৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

অনর্ঘ্যো রত্নহারশ্চ যোঽসাবতীবনির্ম্মলঃ।
রক্ষার্থং ভবতা দত্তঃ স তু দৈবেন নাশিতঃ॥ ৭৯॥
মুহূর্ত্তমাত্রং হারোঽসৌ গজদন্তেঽতিনির্ম্মলে।
ভিত্তৌ সংরক্ষিতো দেব ময়ৈব হতবুদ্ধিনা॥ ৮০॥
কেকী ভিত্তিগতো যোঽসৌ চিত্রিতশ্চিত্রকারিণা।
তেনৈব গিলিতো হারস্তব দুর্দ্দৈবমূর্ত্তিনা॥ ৮১॥

ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কাপি কিমহো কষ্টমদ্ভুতম্।
চৈতন্যবর্জ্জিতেনাত্র চিত্রিতেনাপি কেকিনা।
সংগ্রস্তো রত্নহারো যৎ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥ ৮২ ॥
সহসাসৌ সমুত্থায় ময়ূরঃ প্রকৃতো যথা।
তথা সচেতনঃ শীঘ্রং হারং চঞ্চুপুটেন চ ॥ ৮৩ ॥
সংগৃহ্যৈব পুনস্তত্র পশ্যতো মে ব্যলীয়ত।
ঐন্দ্রজালিকবৎ সর্ব্বং ক্ষণেন ঘটিতং প্রভো! ॥ ৮৪ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্যৈব দৃষ্টমেতৎ স্বচক্ষুষা ॥ ৮৫ ॥
চরণৌ তব সংস্পৃশ্য শিরসা মনুজাধিপ!।
শপেঽহং পরমার্থেন সত্যেনৈব বিশাম্পতে! ॥ ৮৬ ॥
আবাল্যাম্মে ভবান্ দেব! জানীতে চরিতং যথা।
ভক্তিং কৃতজ্ঞতাং বাপি সত্যনিষ্ঠাং তথা প্রভো! ॥ ৮৭ ॥

সূত উবাচ।

এবং সংবাদিনং তস্য পাঞ্চালানামধীশ্বরঃ।
মুখং মুহুর্নিরীক্ষ্যাস্য বীরসেনং সমব্রবীৎ ॥ ৮৮ ॥
সখে! কিং মন্যসেঽত্রাদ্য বিচার্য্য জ্ঞানচক্ষুষা।
ভবান্ বৈ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠো ধনুর্ব্বেদবিদাংবরঃ ॥ ৮৯ ॥
বরেণ্যো বিদুষাঞ্চৈব সর্ব্বতত্ত্ববিচক্ষণঃ।
রথাতিরথসঙ্খ্যানে ত্বঞ্চৈবাতিরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৯০ ॥
জানে ত্বাং পুরুষশ্রেষ্ঠ! মা খিদ্যস্ব নরাধিপ!।
সত্যঞ্চেন্মন্যসে বাক্যং সঞ্জয়স্য বিশাম্পতে।
ত্যজ্যতাং মানসী শঙ্কা ত্বলং তে চিন্তয়াধুনা ॥ ৯১ ॥
বিশীর্ণবদনস্ত্বং হি দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥ ৯২ ॥

কথং বাত্র মহারাজ ! সদ্যো বিকৃতিমাপ্তবান্।
দৌর্ম্মনস্যং বিহায়েদং ব্রীড়াং ক্লেশকরীস্তথা।
প্রজ্ঞাযোগবলেনাদ্য প্রকৃতিং স্বাং সমাশ্রয় ॥ ৯৩ ॥
এবমাশ্বাসিতঃ সখ্যা পাঞ্চালেন তু সৈন্ধবঃ ॥ ৯৪ ॥
মার্জ্জয়ন্নশ্রুবিন্দূংশ্চ কৃচ্ছ্রেণ স্তম্ভয়ন্ মনঃ।
বভাষে বচনং বীরো বীরসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯৫ ॥
ন ভৃত্যদোষং পশ্যামি কঞ্চিদপি নরাধিপ !।
মম ভাগ্যবশাৎ সর্ব্বং সংবৃত্তং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥
যেনাহং চ্যাবিতো রাজ্যাৎ দৈবেন শত্রুরূপিণা।
তেনাদ্য গিলিতো রাজন্ ! হারোঽসৌ কালশত্রুণা ॥৯৭॥
ভৃত্যোঽয়ং ন মৃষাবাদী ন লোভী ন চ তস্করঃ।
বিশুদ্ধচরিতো নিত্যং কার্য্যদক্ষঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥ ৯৮ ॥
কৃতজ্ঞঃ সত্যবাগ্‌ধীরো ভক্তিমাননসূয়কঃ।
বিবেকী ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ কুলেজাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রভুসেবাপরো নিত্যং সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ৯৯ ॥
আবাল্যাচ্চরিতং তস্য জানামি নৃপকুঞ্জর !।
মমৈব ভাগ্যতো বীর ! সংজাতাদ্য বিশৃঙ্খলা ॥ ১০০ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যেবং বিলপন্তং তং বীরসেনং মহারথম্।
প্রোবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং পাঞ্চালঃ পরবীরহা ॥ ১০১ ॥

পাঞ্চালোবাচ।

ত্যজ দুঃখং মহাবীর ! শ্রূয়তাং মদ্বচোঽধুনা।
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে যে চ শস্ত্রভৃতাংবরাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ সত্যনিষ্ঠাশ্চ প্রতিজ্ঞাবচনং মম ॥১০২ ॥

যৈর্মু´দৈঃ সহসোদ্দমাদপহৃতং রাজ্যাদিকং দুর্ম্মদৈ-
স্তে পশ্যন্তু বলাৎ পুনঃ পুনরিতো হস্ত্যাদিকৈরুৎকটৈঃ।
পাদাতৈরপি গর্জ্জিতৈরনিমিষং মিত্রাশ্রিতৈর্মন্তুটৈ-
রানীতাঃ পররাষ্ট্রজাঃ প্রিয়তমা রাজ্যাকরৈরদ্ভুতাঃ॥ ১০৩॥

ইত্যেবং বাদিনি প্রাজ্ঞে পাঞ্চালে রাজকুঞ্জরে।
সহসা খাদভূদ্বাণী শরীররহিতা তদা।
শময়ন্নিব সংক্লেশং মিত্রয়ো রাজসিংহয়োঃ॥ ১০৪॥
"ভো ভোঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠ! পাঞ্চালানাং ধুরন্ধর!।
মা খিদ্যস্ব মহাবীর! মিত্রার্থে কুলবর্দ্ধন!॥ ১০৫॥
যাহি সখ্যা সমং বীর! সমন্ত্রিবলবাহনঃ।
কল্যমুত্থায় রাজেন্দ্র! মৃগয়ায়ৈ সুদংশিতঃ॥ ১০৬॥
সখা তে দয়িতো রাজন্! সৈন্ধবঃ পরবীরহা।
ততঃ প্রাপ্স্যতি কল্যাণং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥১০৭॥
ঘোরাং বিন্ধ্যাটবীং গত্বা যথাশাস্ত্রমনুব্রতঃ।
সৌরের্মাহাত্ম্যমাজ্ঞায় কিরাতানাং সকাশতঃ॥ ১০৮॥
পূজয়িত্বা সূর্য্যপুত্রং গ্রহরাজং শনৈশ্চরম্।
বন্যমূলফলাদ্যৈশ্চ ভূয়ো রাজ্যমবাপ্স্যতি॥ ১০৯॥
মহিষীং দয়িতাং চৈব স্বলং খেদেন সৈন্ধবে।
আকাশসম্ভবামেতাং শ্রুত্বা বাণীং নৃপুঙ্গবৌ।
নিরীক্ষ্যমাণাবন্যোন্যং ক্ষণং তূষ্ণীং বভূবতুঃ॥ ১১০॥
ততো বিচারয়ন্ ধীরো বাক্যার্থং মনসা সুধীঃ।
পাঞ্চাল্যঃ পরমস্তুষ্টঃ প্রোবাচ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ১১১॥
অলন্তে চিন্তয়া বীর! বিষাদং ত্যজ হৃদ্গতম্॥ ১১২॥
উত্তিষ্ঠতু ময়াদ্যৈব মা তে কালাত্যয়ো মৃষা॥ ১১৩॥

ইত্যুক্ত্বা পরমোদারঃ পাঞ্চালঃ পরবীরহা।
সিন্ধুসৌবীররাজেন্দ্রং সখায়ন্তং মহারথম্।
সেনাধ্যক্ষং সমাহূয় সন্দিদেশ প্রতাপবান্॥ ১১৪॥

রাজোবাচ।

সঞ্জীভবতু ভদ্রং তে মা চিরং জহি বিদ্বিষঃ।
সখ্যুঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠ! সৈন্ধবস্য মহাত্মনঃ॥ ১১৫॥
রজন্যাঃ শেষযামে ভো যাস্যামঃ সহিতাঃ কিল।
বাজীভরথপাদাতৈর্বিন্ধ্যারণ্যং সুদুর্গমম্॥ ১১৬॥
তথেতি শিরসাধায় রাজাদেশং মহারথঃ।
যযৌ সেনাপতিঃ শীঘ্রমাদিষ্টপালনায় বৈ॥ ১১৭॥
সেনাপতৌ ন্যস্তভারঃ পাঞ্চালেশো মহামনাঃ।
জগামান্তঃপুরং শূরঃ সহ সখ্যা পরন্তপঃ॥ ১১৮॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

২২, ১ ২৭

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শেষযামে ত্রিযামায়া রথোদারঃ পুরঞ্জয়ঃ।
পরেষাং পরমপ্রীতঃ পাঞ্চালানাং ধুরন্ধরঃ॥ ১॥
উদারচরিতেনৈব স মিত্রেণ সমাযুতঃ।
শূরেণ সিন্ধুপতিনা রাজা রাজ্ঞা মহামনাঃ॥ ২॥

হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ স্বপুরান্নিরগাৎ কিল।
কর্ষয়ন্ বাহিনীং ভীমাং চতুরঙ্গবলান্বিতাম্ ॥ ৩ ॥
হ্রেষিতৈর্বল্গিতৈর্বাহৈর্বৃংহিতৈর্মত্তদন্তিভিঃ।
খেড়িতাস্ফোটিতৈর্মল্লৈঃ পাদাতৈরথিভিস্তথা ॥ ৪ ॥
গর্জ্জিতৈর্ঘোরনাদৈশ্চ সম্বর্ত্তাম্ভোধরৈর্যথা।
মহাকিলকিলাশব্দৈরাভূতপ্লবসাগরাম্ ॥ ৫ ॥
চালয়ংস্তাদৃশীং বীরো মিত্রার্থে চতুরঙ্গিণীম্।
সেনাং শত্রুদুরাধর্ষাং মহতীং শ্রোত্রবাধিনীম্।
ঘোরামভিযযৌ তূর্ণমটবীং বিন্ধ্যসংশ্রিতাম্ ॥ ৬ ॥
দিনৈঃ কতিপয়ৈস্তত্র চোপানীয় বলং মহৎ।
দৃষ্টবান্ পার্থিবঃ সদ্যঃ সমিত্রঃ সগণস্ততঃ ॥ ৭ ॥
অটবীং মেঘসঙ্কাশাং সুদুর্দ্দর্শাং দুরাসদাম্।
শ্বাপদৈঃ সঙ্কুলাং নিত্যং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনীম্ ॥ ৮ ॥
ততস্তরঙ্গিণীং দৃষ্ট্বা বিন্ধ্যনির্ঝরনিঃসৃতাম্।
স্বচ্ছতোয়াং সুমধুরাং শুভ্রসৈকতমালিনীম্ ॥ ৯ ॥
দাত্যূহজালপাদৈশ্চ জলকুক্কুটটিট্টিভৈঃ।
ক্রৌঞ্চাদ্যৈঃ পক্ষিভির্নিত্যং কলনাদসুনাদিতাম্ ॥ ১০ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাং মীনকচ্ছপসঙ্কুলাম্।
গুঞ্জন্ মধুকরৈর্নিত্যং পঙ্কজাদ্যৈঃ সুশোভিতাম্ ॥ ১১ ॥
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ পান্থচিত্তপ্রকর্ষিভিঃ।
সুতীর্থাং শীতলাং রম্যাং মন্দমারুতসেবিতাম্ ॥ ১২ ॥
মিত্রেণ সহিতো রাজা মন্ত্রয়ন্ সুবিচক্ষণঃ।
স্কন্ধাবারং সন্নিবেশ্য তত্তীরে সুমনোহরে।
কৃতবান্ শ্রান্তিদূরং স সমিত্রবলবাহনঃ ॥ ১৩ ॥

ক্ষণং বিশ্রাম্য তে সর্ব্বে ক্ষত্রিয়া ভীমবিক্রমাঃ।
নানাপ্রহরণা বীরা বিবিশুঃ কাননং মুদা ॥ ১৪ ॥
নিষাদিসাদিনশ্চৈব পত্তয়ো রথিনস্তথা।
মহাকোলাহলৈঃ শব্দৈঃ সিংহনাদৈস্ততো দ্বিজাঃ।
রোদসীং পূরয়ামাসুঃ খেড়নাস্ফালনৈস্তদা ॥ ১৫ ॥
দৃষ্ট্বা তৎ পার্থিবশ্রেষ্ঠৌ পাঞ্চালঃ সৈন্ধবো মুদা।
বনং বিবিশতুর্ব্বীরৌ দংশিতৌ তৌ মহারথৌ ॥ ১৬ ॥
ক্ষণেন তন্মহাঘোরং কাননং মৃগসঙ্কুলম্।
কম্পিতং ভূরিভারেণ সৈন্যানাঙ্গজবাজিনাম্ ॥ ১৭ ॥
ঘর্ঘরৈরথনির্ঘোষৈর্ব্বৃংহণৈর্হ্রেষণৈস্তথা।
ভীমরাবৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং জাতং তৎ সঙ্কুলং মহৎ ॥ ১৮ ॥
ততস্তে চকিতাঃ সর্ব্বে মৃগা ব্যাকুলচেতসঃ।
বধ্যমানাঃ শরৈঃ খড়্গৈঃ শাণিতৈর্ভূশপীড়িতাঃ ॥
আর্ত্তরবাঃ প্রধাবন্ত ইতশ্চেতো ভয়াকুলাঃ।
নিপেতুঃ সহসা ভূমৌ মৃত্যোরাস্যং প্রজগ্মিরে ॥ ১৯ ॥
বরাহা রুরবশ্চৈব মহিষাঃ খড়্গিনস্তথা।
শার্দ্দূলাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ মৃগাঃশাখামৃগাশ্চ বৈ ॥ ২০ ॥
প্রোদ্গিরৎকবলার্দ্ধাংশাশ্চোর্দ্ধপুচ্ছাঃ ক্বচিৎ দ্বিজাঃ।
নিশিতৈঃ শরসম্পাতৈর্ভল্লৈর্ভল্লাশ্চ কুত্রচিৎ ॥ ২১ ॥
বিদীর্ণহৃদয়াঃ কেচিদ্ বমন্তো রুধিরং মুহুঃ।
পতন্তশ্চোৎপতন্তশ্চ নর্দ্দন্তঃ শ্বাপদাঃ ক্বচিৎ।
শ্বসন্তো ব্যাদিতাস্যাশ্চ প্রয়ন্তি স্বান্তকক্ষয়ম্ ॥ ২২ ॥
এবং সংপীড়য়ন্তস্তে বিন্ধ্যারণ্যং মহাবলাঃ।
মৃগয়াঞ্চক্রিরে বীরাঃ ক্ষত্রিয়া মত্তচেতসঃ ॥ ২৩॥

কুর্ব্বতাং মৃগয়াক্রীড়ামেবন্তেষাং দিনেশ্বরঃ।
সপ্তাশ্বরথসংবেগৈর্ম্মধ্যাকাশং সমাক্রমৎ॥ ২৪॥
তাপয়ন্ ভূতজাতানি তীব্রতাপৈগ্র্হেশ্বরঃ।
ববর্ষানলবদ্রৌদ্রান্রশ্মীন্ মধ্যন্দিনে তদা॥ ২৫॥
দ্ব্যধিকৈর্দ্দশভিঃ কায়ৈঃ সংপূর্ণ ইব বিগ্রহঃ।
দগ্ধুং চরাচরং সর্ব্বং জগদাহূতসংপ্লবে॥ ২৬॥
ববৌ বায়ুঃ খরস্পর্শো মার্ত্তণ্ডতেজসান্বিতঃ।
রজোভিঃ শর্করারাশীন্ প্রাবর্ষচ্চ মুহুস্তদা॥ ২৭॥
অন্ধীভূতৌ চ তৌ তত্র রাজানৌ সহসৈনিকৌ।
স্বেদক্লিন্নৌ সুসন্তপ্তৌ চিন্তয়ন্তৌ ক্ষণং নৃপৌ।
আদেশঞ্চক্রতুঃ সর্ব্বান্ মৃগয়াসন্নিবৃত্তয়ে॥ ২৮॥
তয়োরাজ্ঞাং সমাসাদ্য সৈনিকাঃ ক্ষণমাত্রতঃ।
মৃগয়ায়াঃ সন্নিবৃত্ত্য প্রযযুস্তটিনীতটম্॥ ২৯॥
স্নাত্বা পীত্বা চ তস্যাস্তে বিমলং মধুরং পয়ঃ।
মন্দানিলৈঃ সেব্যমানা মৃগয়াশ্রান্তিশান্তয়ে॥ ৩০॥
স্নিগ্ধচ্ছায়াবটানাস্তু মূলেষু সুষুপুস্তদা॥ ৩১॥
ততো দর্ভাসনে তত্র নরেশৌ চাবিদূরতঃ।
নিষণ্ণপ্রায়কায়ৌ তৌ কথয়াঞ্চক্রতুর্মুদা॥ ৩২॥
এতস্মিন্নেব কালে তু কিরাতানামধীশ্বরঃ।
কতিভিশ্চ চরৈর্ব্বীরস্তত্রৈবাগাৎ প্রসন্নধীঃ।
নানোপহারদ্রব্যাণি ভূরিভারৈরুপানয়ন্॥ ৩৩॥
তয়োরভিমুখীভূয় সিন্ধুপাঞ্চালনাথয়োঃ।
প্রণম্য ভক্তিভাবেন তস্থাবানতকন্ধরঃ।
বীরভদ্রো মহাবাহুর্ভীমকায়োঽমিতদ্যুতিঃ॥ ৩৪॥

সমাগত্য স্বনগর্য্যা বিন্ধ্যস্য দক্ষপার্শ্বতঃ।
সম্বন্ধায়া বিন্দুমত্যাঃ শৌর্য্যশালী মহারথঃ ॥ ৩৫ ॥
তং দৃষ্ট্বা বহ্নিসঙ্কাশং শালপ্রাংশুং মহাভুজম্ ॥ ৩৬ ॥
ভৈরবানুচরৈঃ সার্দ্ধং বিনীতং শুদ্ধচেতসম্।
লক্ষ্মীবন্তং মহাশূরং সুপ্রজ্ঞোৎফুল্লচক্ষুষম্ ॥ ৩৭ ॥
সিন্ধুসৌবীরনাথশ্চ পাঞ্চালেশো মহাবলী।
সস্মিতং স্বাগতং শূরৌ সুস্নিগ্ধমধুরাক্ষরৈঃ।
পৃষ্টবন্তৌ করে ধৃত্বা সব্যে শস্ত্রভৃতাংবরৌ ॥ ৩৭ ॥
তাভ্যাং সংপৃষ্টো বীরঃ স কৈরাতানাং জনেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮ ॥
কুশলং সর্ব্বতো বীরৌ মম ক্ষত্রধুরন্ধরৌ।
ভবৎপ্রসাদতো রাষ্ট্রে সকোষবলবাহনে ॥ ৩৯ ॥

সূত উবাচ।

এবং সংপৃচ্ছতাং তেষাং পরস্পরমনাময়ম্।
সিন্ধুনাথং সন্নিরীক্ষ্য কৈরাতেশানুযায়িনাম্।
পেতুঃ পাদতলে কেচিৎ বাতেন তরবো যথা ॥ ৪০ ॥
হা নাথেতি বদন্তশ্চ রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৪১ ॥
ভৃত্যানস্মান্ পরিত্যজ্য কুতোঽসি নৃপসত্তম!।
সংপালয়ন্ চিরং দেব! পিতেব দুর্ভগাত্মজান্ ॥ ৪২ ॥
দীনাংশ্চানুগতান্ বীর! ত্বয়ি ভক্তিপরান্ সদা।
ত্যক্তুং নার্হসি রাজেন্দ্র! সেবকাংশ্চিরসেবিতঃ ॥ ৪৩
ভবান্ দাতা মহাশূরো বজ্রীব সত্যবিক্রমঃ।
আহর্ত্তা সর্ব্বযজ্ঞানাং সাক্ষাদিব শতক্রতুঃ।
কস্ত্বামুৎসহতে ত্যক্তুং প্রজাপতিমিব প্রজাঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যাদিভিস্তে বহুশো বিলপ্য
পূর্ব্বানুরাগাচ্চ সুরেন্দ্রকল্পম্ ।
সন্নম্য ভূয়ঃ কৃতযুগ্মহস্তাঃ
যযাচিরে তং শরণং নরেন্দ্রম্ ॥ ৪৫ ॥

ততো বিজ্ঞায় তান্ রাজা স্বসামন্তান্ জনেশ্বরঃ ।
সৌবীরসৈন্ধবানাঞ্চ চুক্রোশ প্ররুদন্নিব ॥ ৪৬ ॥

রাজোবাচ ।

কিমিদং মহদাশ্চর্য্যং ন জানে কিমতঃ পরম্ ।
ঘটয়িষ্যতি মে দৈবং দুর্জ্ঞেয়া হি বিধের্গতিঃ ॥ ৪৭ ॥
কুতো বোঽত্র মহাভাগাঃ স্থিতির্যাবন্ময়া চ্যুতাঃ ।
কুত্র তে সৈনিকাঃ সন্তি সেনাধ্যক্ষা মহাবলাঃ ॥ ৪৮ ॥
দৈত্যেন তাড়িতাঃ সর্ব্বে পাষণ্ডেন দুরাত্মনা ।
জীবয়থ স্বকান্ প্রাণান্ কাং বা বৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ ॥৪৯॥
অন্ধকূপে যথা মগ্না যূয়ন্তথা বয়ঞ্চ ভোঃ ।
কূলং ন পরিপশ্যামো দৈবেনৈবাবসাদিতাঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য সবিষাদং নৃপস্য তে ।
সামন্তাঃ ক্লিষ্টহৃদয়াঃ পরিবেষ্ট্য নিজেশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা যথা শক্রং দিবশ্চ্যুতম্ ।
পদভ্রষ্টং প্রভুং দীনাঃ স্বর্গাদেব নিরাকৃতাঃ ॥ ৫২ ॥

সামন্তা ঊচুঃ ।

অয়ং বৈ রাজশার্দ্দূলঃ কিরাতানামধীশ্বরঃ ।
সত্যসন্ধো মহাশূরো নিত্যং পরহিতেরতঃ ॥ ৫৩ ॥
বদান্যঃ সাধুশীলশ্চ দয়াধর্ম্মপরঃ সদা ।
বিশুদ্ধচেতাঃ কার্য্যজ্ঞো নীতিদর্শী বিবেকবান্ ॥ ৫৪ ॥

সতাং সম্মানদো ধীরঃ শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদঃ।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং বিপত্তৌ মধুহা যথা ॥ ৫৫ ॥
যদৈব শক্রুচক্রেণ সমাক্রান্তো ভবান্ কিল।
নিরুদ্দিষ্টো মহারাজ! তদৈব ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৫৬ ॥
বিনা যুদ্ধেন সন্ত্যজ্য সর্ব্বং রাজ্যধনাদিকম্।
দেবপাদান্বেষণার্থং সর্ব্বে সন্তপ্তমানসাঃ ॥ ৫৭ ॥
সিন্ধুদেশাদ্‌বিনির্গত্য নিশীথে চ বিশাম্পতে।
ভ্রান্ত্বা দেশান্ বহূংশ্চৈব নানাজানপদাংস্তথা ॥ ৫৮ ॥
গ্রামান্ খেটান্ খর্ব্বটাংশ্চ পর্ব্বতান্ বিবিধান্ খলু।
বনানি কন্দরাণ্যেব চানুসন্ধায় সর্ব্বশঃ ॥ ৫৯ ॥
যদা তে পদবীং কুত্র নানুপ্রাপ্তা বয়ং বিভো!।
ভ্রামং ভ্রামং পরিশ্রান্তা বিষ্ণোরিব কুযোগিনঃ ॥ ৬০ ॥
বিষণ্ণচেতসঃ সর্ব্বে নিরাশা হতবুদ্ধয়ঃ।
অত্রৈবোপাগতা দেব! সৈন্যেন সহ মারিষ! ॥ ৬১ ॥
নিরীক্ষ্যাস্মান্ পরিক্লিষ্টান্ আশ্রয়েণ বিবর্জ্জিতান্।
সমাশ্বাস্য মহাতেজা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬২ ॥
পুত্রবৎ পালয়ামাস সোঽয়ং সত্যপরাক্রমঃ।
স্বাদ্বন্নৈর্ব্ব্যঞ্জনৈশ্চৈব নিত্যদা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
মহাপ্রাণো মহাসত্ত্বঃ কিরাতানাং জনেশ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥
তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র! ইহৈব বসতিং প্রভো!।
জানীহি নো মহাভাগ! দুর্ভগানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৬৪ ॥
ত্বয়া বিরহিতানান্তু ত্বামেকমনুজীবতাম্ ॥ ৬৫ ॥
শক্রেণেব যথা দেব! বিহীনানাং দিবৌকসাম্।
এতাবন্নস্তথা দুঃখং সঞ্জাতং নৃপসত্তম! ॥ ৬৬ ॥

মহিষী তে মহারাজ! নির্ব্বিঘ্নেন মহাসতী।
অস্মাভিঃ সহ সা দেবী মাতেব প্রিয়পুত্ত্রকৈঃ॥ ৬৭॥
আয়াতা রুদতী দীনা বসত্যত্রৈব চ প্রভো!।
অস্য রাজপ্রবরস্য বীরভদ্রস্য ধীমতঃ॥ ৬৮॥
প্রাসাদাভ্যন্তরে দেবী যত্নেন পরিপালিতা।
জননীব পরা সাধ্বী ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ৬৯॥

সূত উবাচ।

এবং কথয়তান্তেষাং কিরাতানাং জনেশ্বরঃ।
প্রোবাচ শঙ্কয়া বাচা ভক্ত্যা বিনতকন্ধরঃ।
সৈন্ধবেশমতিরথং সমিত্রং বিনয়ান্বিতঃ॥ ৭০॥

কিরাতরাজোবাচ।

পুনাতু মে পুরীং বীর! সমিত্রোঽমিতবিক্রম!।
পাদাব্জরজসা রাজন্! প্রপন্নস্য দয়ানিধে!॥ ৭১॥

সূত উবাচ।

এবং সম্প্রার্থিতস্তেন পাঞ্চালেশ্বরসংযুতঃ॥ ৭২॥
সিন্ধুরাজো যযৌ সদ্যঃ কৈরাতনগরীং তদা।
সসামন্তো মহাশূরো মহিষ্যাঃ সন্দিদৃক্ষয়া॥ ৭৩॥
বাতবেগৈস্তুরঙ্গৈস্তে কুরঙ্গজয়িভির্দ্বিজাঃ।
সমেতাস্তু বিন্দুমত্যাং নগর্য্যামুপতস্থিরে॥ ৭৪॥
ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে পুরীং সংবিবিশুর্মুদা।
বৈজয়ন্তীং সমাসাদ্য যথা বৈ সুরসত্তমাঃ॥ ৭৫॥

বীরভদ্রস্ততো বীরস্তাবানীয় নৃপেশ্বরৌ।
সিন্ধুপাঞ্চালনাথৌ চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ॥ ৭৬॥
পৌরান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় সন্দিদেশ প্রতাপবান্।

বীরভদ্র উবাচ।

ইমৌ নরেশ্বরৌ বিত্ত ক্ষাত্রবংশধুরন্ধরৌ॥ ৭৭॥
পাঞ্চালসৈন্ধবৌ শূরৌ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরৌ।
সজ্জীভবত ভো বীরা এনয়োরর্থসাধনাঃ॥ ৭৮॥
কিরাতাঃ শত্রুদুর্দ্ধর্ষাঃ পরকায়বিদারণাঃ।
অচিরাম্মামকাঃ সর্ব্বে মা বঃ কালাত্যয়োঽভ্যগাৎ॥৭৯॥
পক্ষান্তে হ্যভিযাতব্যং প্রতিরাজ্যাপহারিণম্।
ধূর্ত্তং মায়াবিনং মূঢ়মসুরং যবনাধিপম্।
যেন নিরাকৃতো রাষ্ট্রাচ্ছূরোঽয়ং সৈন্ধবো মহান্॥ ৮০॥
মায়ামাত্রমুপাশ্রিত্য যবনেন দুরাত্মনা।
ঘোরমায়াবিনা যুদ্ধে যবনৈঃ কূটযোধিভিঃ॥ ৮১॥
তস্যাহং বৈ সুদুর্বুদ্ধের্যবনস্য দুরাত্মনঃ।
তাম্রশ্মশ্রুসমাযুক্তং মুক্তকেশং বিভীষণম্॥ ৮২॥
মুণ্ডঞ্চোপাহরিষ্যামি সৈন্ধবায় মহাত্মনে।
রাষ্ট্রহর্ত্তুর্মহাবীর্য্যাঃ সুতরাং বৈরশুদ্ধয়ে॥ ৮৩॥
অতো বঃ সন্দিশাম্যদ্য কৈরাতান্ কূটযোধিনঃ।
সজ্জীভূয় সমায়াত নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮৪॥
তাড্যন্তাং মে মহাভের্য্যো ঘুষ্যন্তাং সর্ব্বতো দিশঃ।
মদাদেশং সমাজ্ঞায় সমেতাঃ সর্ব্বযোধিনঃ।
সমাগত্য বিন্দুমত্যাং যথাকালং প্রতীক্ষ্যতাম্॥ ৮৫॥
অভিযানং বীর্য্যবন্তো মামকাঃ পরঘাতিনঃ॥ ৮৬॥

সূত উবাচ।

এবমাদিশ্য সর্ব্বাংস্তান্ যোধান্ কৈরাতকান্ দ্বিজাঃ।
চীনান্ হূনান্ পারসিকান্ বর্ব্বরাঞ্ছবরাংস্তথা।
বীরভদ্রো মহাবীরো ধীরো বিন্দুমতীশ্বরঃ ॥ ৮৭ ॥
দক্ষিণেন সমাপীড্য দক্ষপাণিং মহাদ্যুতিঃ।
পাণিনা সৈন্ধবেশং তং শুদ্ধান্তং প্রবিবেশ হ ॥ ৮৮ ॥
সমাহূয় ততঃ সর্ব্বাস্ত্বন্তঃপুরবিহারিণীঃ।
তস্তু সন্দর্শয়ামাস সিন্ধুনাথং প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৮৯ ॥
ব্যূঢ়োরস্কং বৃষস্কন্ধং শালপ্রাংশুং মহাভুজম্।
যুবানং চারুসর্ব্বাঙ্গং পদ্মপলাশলোচনম্ ॥ ৯০ ॥
সর্ব্বাস্তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যস্তং নিরীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ।
কন্দর্পশরসংবিদ্ধা মুমুহুর্বৈ পুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯১ ॥
অহোরূপমহো মূর্ত্তির্ধীরগম্ভীরলক্ষণা।
কামদা কামিনীনাঞ্চ পুংসামপি সুখপ্রদা ॥ ৯২ ॥
এবং সংবর্ণয়ন্ত্যস্তাস্ত্বন্যোন্যং পুরযোষিতঃ।
তন্ময়া ভাবসংকৃষ্টা প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯৩ ॥
তাসাং মধ্যে দিব্যরূপা কাচিচ্চৈব বরাঙ্গনা।
ভাসতে নিজরূপেণ চোর্ব্বশ্যপ্সরসাং যথা ॥ ৯৪ ॥
কন্যা কিরাতনাথস্য বভৌ রতিরিবাপরা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কমলেব শুভাননা ॥ ৯৫ ॥
উপমারহিতা বালা মানবানাং মনোরমা।
সিন্ধুনাথং সমালোক্য সহসা বৈকৃতঙ্গতা ॥ ৯৬ ॥
মন্মথাহৃতচিত্তাসৌ বিসস্মার জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৯৭ ॥

ঋতে সিন্ধুপতিং তত্র ন দদর্শ চ কিঞ্চন॥ ৯৮ ॥
তথাপি বিদুষী সা তু স্ববলা চারুহাসিনী।
আধ্যাত্মিকবলেনৈব কামবেগং দধার হ॥ ৯৯ ॥
সংবার্য্যৈব মনোবেগং কিরাতাধিপনন্দিনী।
ঝটিত্যুত্থায় কৃচ্ছ্রেণ ততোঽন্যত্র জগাম সা॥ ১০০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সঙ্গিনীপরিবেষ্টিতা।
সমায়াতা মহাসাধ্বী রাজলক্ষ্মীরিবাপরা॥ ১০১ ॥
মহিষী সিন্ধুনাথস্য দিব্যরূপধরা সতী।
একবেণীধরা নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা।
স্বকান্তবিরহেণৈব বিধুরা চ তপস্বিনী॥ ১০২ ॥
সিন্ধুনাথোঽপি তদ্দৃষ্ট্বা মহিষ্যা ভাবলক্ষণম্।
চিরেণ নৃপতির্ধীরোঽপ্যচলোঽপি চচাল হ॥ ১০৩ ॥
মুঞ্চন্নশ্রূণ্যমেয়াত্মা বিসংজ্ঞো নিপপাত হ।
পৃথিব্যাং স মহাবীরো বীতধৈর্য্যো মহামনাঃ॥ ১০৪ ॥
সুচিরাত্তু সমুত্থায় ক্ষণং তূষ্ণীং সমাশ্রিতঃ।
পপ্রচ্ছ কুশলং সম্রাট্ সম্রাজ্ঞীং শোককর্শিতাম্॥ ১০৫ ॥
ততঃ সা রুদতী বালা প্রণম্য ভক্তিভাবতঃ।
পপাত পাদয়োর্ভর্ত্তুশ্ছিন্নমূলা যথা লতা॥ ১০৬ ॥
পতত্যেব তরোর্ম্মূলে বক্তুং নৈব শশাক হ।
কিঞ্চিন্মাত্রং বরারোহা সিন্ধুনাথপ্রিয়া তদা॥ ১০৭ ॥
রাজা তু তরসা তত্র সমালিঙ্গ্য পুনঃ পুনঃ।
চুচুম্বে পরমপ্রেম্ণা প্রেয়স্যাঃ পঙ্কজাননম্॥ ১০৮ ॥
সমুত্থাপ্য শনৈর্ধীরো মহিষীং তাং শুচিস্মিতাম্।
সাদরং চারুসর্ব্বাঙ্গীং তন্বীং প্রোষিতভর্ত্তৃকাম্॥ ১০৯ ॥

ব্যগ্রঃ সম্ভাষয়ামাস চোৎসঙ্গে স্থাপয়ন্ কিল।
দাম্পত্যপ্রণয়ং তস্য তয়োর্দৃষ্ট্বা শুভাননা॥ ১১০॥
কিরাতনন্দিনী বালা সংহৃষ্টা চারুহাসিনী।
স্বেদস্তম্ভসমাক্রান্তা সাত্ত্বিকং ভাবমাপ সা॥ ১১১॥
দাক্ষিণ্যঞ্চ তথালোচ্য সৈন্ধবস্য মহাত্মনঃ।
মনসা বরয়ামাস তস্য কান্তং নরেশ্বরম্॥ ১১২॥
এতস্মিন্নন্তরে সা চ সৈন্ধবস্য প্রিয়া সতী।
ভর্ত্তারং বোধয়ামাস সৌরের্মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ১১৩॥
যথোপদিষ্টং মুনিনা ভার্গবেণ মহাত্মনা।
তদাকর্ণ্য প্রহৃষ্টাত্মা সৈন্ধবানাং পতির্মহান্॥ ১১৪॥
চক্রে পূজাং বিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যনন্দনবাসরে।
শনৈশ্চরস্য সস্ত্রীকো ভক্তিপূর্ণো যথাবিধি॥ ১১৫॥
পূজান্তে দক্ষিণাং দত্ত্বা হ্যাচার্য্যায় মহারথঃ।
স্তুত্বা কলপদৈ রাজা ভোজয়ামাস স দ্বিজান্।
অন্নৈরুচ্চাবচৈশ্চৈব দধিক্ষীরফলৈস্তথা।
ততঃ প্রসাদমাদায় কৈরাতেভ্যো দদৌ কিল॥ ১১৬॥
সমাপ্য সর্ব্বকার্য্যাণি প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
গ্রহাণাং প্রবরং বীরঃ সূর্য্যাত্মজমতন্দ্রিতঃ।
প্রার্থয়ামাস স্বং রাজ্যং গলদ্‌বাষ্পবিলোচনঃ॥ ১১৭॥
এবং সংপূজিতঃ সৌরিঃ সংস্তুতো বিধিবত্তদা॥
নরেন্দ্রস্য গ্রহেন্দ্রোঽসৌ প্রসন্নোঽভূচ্ছনৈশ্চরঃ।
আবিরভূর্ব তত্রৈব রাজ্ঞঃ সম্মুখবর্ত্মনি॥ ১১৮॥
নভস্যেব সূর্য্যপুত্রঃ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা।
আত্মানং দর্শয়ামাস দিব্যরূপং মহাগ্রহঃ॥ ১১৯॥

তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রূপং সৌরের্মহাত্মনঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ সৈন্ধবেশো মহামনাঃ।
ভক্ত্যা পরময়া ব্রহ্মন্! হৃষ্টরোমা ৰভূব হ ॥ ১২০ ॥
তত উত্থায় রাজেন্দ্রঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত।
প্রসীদ ত্বমলাত্মন্! মে গ্রহরাজ! নমোঽস্তু তে ॥ ১২১ ॥
বিষমে পতিতং দেব! ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাৎ।

সূত উবাচ।

দৃষ্ট্বৈবং ভক্তিভাবন্তং সিন্ধুরাজস্য ধীমতঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সন্তুষ্টঃ সূর্য্যনন্দনঃ॥ ১২২ ॥

শনৈশ্চর উবাচ।

ভো ভো রাজন্ মহাভাগ! তুষ্টোঽস্মি নৃপনন্দন!।
বরং ব্রণু নৃপশ্রেষ্ঠ! ত্যক্ত্বা শোকং সুখী ভব।
বরং দদামি তে সর্ব্বং যথাকামং নৃপাত্মজ! ॥ ২২৩ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং ব্রহ্মন্ সৌরেস্তস্য সুধোপমম্।
বব্রে নিজং হৃতং রাজ্যং হতশত্রুং বলান্নৃপঃ॥ ১২৪ ॥
তথাস্ত্বিতি বরং দত্ত্বা প্রীতস্তস্মৈ শনৈশ্চরঃ।
তেনৈবাভিষ্টুতো রাজ্ঞা তত্রৈবান্তর্দ্দধে প্রভুঃ॥ ১২৫ ॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ততো লব্ধবরো রাজা সৈন্ধবানাম্পতিস্তদা।
সমাহূয়াব্রবীদ্বীরঃ কৈরাতানামধীশ্বরম্॥ ১ ॥

ভবৎ-প্রসাদাদ্ ভো রাজন্! প্রাপ্তকামোঽস্মি সাম্প্রতম্।
বরো মহ্যং প্রসন্নেন দত্তঃ সূর্য্যাঙ্গজেন চ।
গ্রহাণাম্প্রবরেণৈব শনিনা শুভরূপিণা ॥ ২ ॥
অতোঽবধার্য্যতাং বীর! হ্যভিযানে দিনং শুভম্।
সঞ্চীয়তাং ৰলং সর্ব্বং জয়ায় পরিপন্থিনঃ ॥ ৩ ॥
পাঞ্চালস্য ৰলং ঘোরং রাজ্ঞশ্চ মামকং তথা।
ত্বদীয়েন ৰলেনৈব সমবেতং যদা ভবেৎ ॥ ৪ ॥
সাগরৈঃ পর্ব্বতৈর্যুক্তাং সবনাঞ্চ বসুন্ধরাম্।
তদাচিরেণৈব সর্ব্বাং বিজেতুমহমুৎসহে ॥ ৫ ॥
কিমু তত্র মহারাজ! ক্ষুদ্রন্তদ্‌যাবনং ৰলম্ ॥ ৬ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য সৈন্ধবস্য মহাত্মনঃ।
প্রীতিপ্রফুল্লবদনঃ কৈরাতানাং জনেশ্বরঃ।
বীরভদ্রো মহাবীরঃ প্রত্যুবাচামিতপ্রভঃ ॥ ৭ ॥

কিরাতরাজোবাচ।

দিষ্ট্যা লব্ধবরোঽস্যদ্য পূর্ণকামো মহামতে!।
দিষ্ট্যা ত্বং বর্দ্ধসে রাজন্! দুঃখন্তেঽদ্য তিরোহিতম্ ॥৮॥
সাম্রাজ্যং যদিদং বীর! কৈরাতং দীর্ঘমূর্জ্জিতম্।
ভবদীয়ং ভবান্ বেত্তু সকোষৰলবাহনম্ ॥ ৯ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সিন্ধুনাথন্তং বীরভদ্রো মহারথঃ।
দূতং সম্প্রেষয়ামাস সামন্তেষু বিচক্ষণঃ।
করদেষু চ রাজ্যেষু তরসামিতবিক্রমঃ ॥ ১০ ॥
সমাদিশচ্চ বিধিবদ্‌যথা বৈ তে নরেশ্বরাঃ।
সমেষ্যন্তি ৰিন্দুমত্যাং কৈরাত্যাং সৰলা দ্বিজাঃ ॥১১॥

দূতমুখাৎ নিশম্যৈতাং সম্রাড়াজ্ঞাং জনেশ্বরাঃ।
সমাযযুর্ব্বিন্দুমত্যাং সসৈন্যবলবাহনাঃ॥ ১২॥
ততো হলহলাশব্দো বভূব ভৃগুনন্দন!॥ ১৩॥
নিষাদিসাদিনাঞ্চৈব পদাতীনান্তথৈব চ।
রথানাং ঘর্ঘরাঘোষো রথিনাং গর্জ্জনন্তথা॥ ১৪॥
তুরগাণাং হ্রেসানাদো গজানাং বৃংহণন্ততঃ।
একীভূয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৫॥
সমেতান্ সর্ব্বরাজ্ঞশ্চ সসৈন্যান্ স জনাধিপঃ।
শত্রূন্ প্রত্যভিযানায় ততশ্চাজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ॥ ১৬॥
আলোক্যৈতন্মহৎ কার্য্যং কিরাতস্বামিতদ্দ্যুতিঃ।
সিন্ধুরাজো মহাঙ্কূরঃ প্রীতিমান্ কার্য্যতৎপরঃ॥ ১৭॥
সংমন্ত্র্য বন্ধুনা তত্র পাঞ্চালেন প্রতাপবান্।
কিরাতেশ্বরসংযুক্তো মন্ত্রিভিশ্চ তদা দ্বিজাঃ॥ ১৮॥
সমাকর্ষন্ বলং সর্ব্বং নিরগান্নগরাদ্বহিঃ।
সমাজ্ঞপ্তাস্ততঃ সর্ব্বে শূরা যুদ্ধমদোৎকটাঃ॥ ১৯॥
নির্জগ্মুরভিসিন্ধুন্তে যবনৈর্য্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২০॥
সিংহনাদং প্রকুর্ব্বাণাঃ ক্ষ্বেড়নাস্ফালনন্তথা।
গর্জ্জন্তশ্চ মুহুঃ কেচিৎ কুর্ব্বন্তো ভৈরবান্ রবান্॥ ২১॥
বিংশত্যক্ষৌহিণীসেনাং ঘোরাং জলধিসন্নিভাম্।
কর্ষয়ন্ স যযৌ বীরঃ সিন্ধুনাথোঽতিদুর্ভরঃ॥ ২২॥
মাতঙ্গানাং তুরাঙ্গাণাং নরাণাঞ্চ পদোত্থিতৈঃ।
দিশঃ সুতিমিরীকুর্ব্বন্ রজোভিশ্চ তদা দ্বিজাঃ॥ ২৩॥
চমূনাং পতয়ঃ সর্ব্বে বীরদম্ভেন ভার্গব!।
মুহুরুল্লম্ফনেনৈব মেঘগম্ভীরনিস্বনাঃ।

চালয়ন্তো ভুবং শূরাঃ প্রযযুর্যবনং প্রতি ॥ ২৪ ॥
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা মার্গে সর্ব্বে যুযুৎসবঃ।
চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লপক্ষে মার্গশীর্ষে শুভক্ষণে ॥ ২৫ ॥
কৈরাতাঃ সৈন্ধবাশ্চৈব পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ।
শিবিরং স্থাপয়ামাসুঃ সিন্ধোঃ ক্রোশান্তরে দ্বিজাঃ ॥ ২৬ ॥
যবনাশ্চ সমাজ্ঞায় চরৈঃ সুনিপুণৈস্তথা।
প্রবৃত্তিন্তে দুরাত্মানঃ সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥ ২৭ ॥
নিশায়াং নিরগুঃ সর্ব্বে নগরাদ্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥
প্রভাতে বিমলে ব্যোম্নি সুধন্বা সৈন্ধবেশ্বরঃ।
ব্যূঢ়াং সংযোজয়ামাস বাহিনীং বিধিনা সুধীঃ ॥ ২৯ ॥
যবনাশ্চ মহাশূরা দৃষ্ট্বা তৎসাগরোপমম্।
মহাসৈন্যং সৈন্ধবস্য বীরসেনস্য ধীমতঃ।
শকটব্যূহমাস্থায় সমাজগ্মুর্হরীংস্তথা ॥ ৩০ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং সুরাসুরমিবাপরম্।
ঘোরং সিন্ধুপতেস্তত্র যবনানাঞ্চ দারুণম্ ॥ ৩১ ॥
কেচিচ্ছঙ্খান্ প্রদধ্মুশ্চ তূর্য্যরাবং প্রচক্রিরে।
অবাদয়ন্ত পটহান্ কেচিচ্চ গোমুখাংস্তথা ॥ ৩২॥
সমন্তাত্তুমুলো জাতঃ স শব্দঃ খেগতস্তদা ॥ ৩৩ ॥
তত্রৈব সময়ে শূরা যবনা ঘোরদর্শনাঃ।
ক্ষত্রং সন্তাড়য়ামাসুর্নানাশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ ॥ ৩৪ ॥
রথিনশ্চক্রিণশ্চৈব খড়্গিনো গদিনস্তথা।
পাশিনঃ প্রাসিনশ্চৈব শূলিনশ্চ বিশারদাঃ ॥ ৩৫ ॥
যুযুধুঃ সমরে শূরাঃ শরীরনিরপেক্ষকাঃ।
শূলানি চিক্ষিপুঃ কেচিৎ গদাঃ খড়্গাংস্তথাপরে ॥ ৩৬ ॥

কেচিন্নিচিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ প্রাসাংস্তথাপরে।
রথিনশ্চ তথা শূরা যবনা যুদ্ধশালিনঃ।
বাণবর্ষৈস্তথা ঘোরৈর্ভল্লৈরপাহরন্ধিরঃ॥ ৩৭॥
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষমত্যুগ্রং যবনৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
প্রবর্ত্তিতং সিন্ধুরাজঃ সসৈন্যঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ৩৮॥
প্রতিজগ্রাহ দুর্দ্ধর্ষঃ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধরঃ॥ ৩৯॥
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা কৈরাতাঃ সহ সৈন্ধবাঃ।
পাঞ্চালাশ্চ মহাশূরা যুদ্ধায় বিবিশুস্তদা॥ ৪০॥
ততঃ কিলকিলাশব্দশ্চাসীত্তেষাং যুযুৎসতাম্।
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ শূরাণাং যবনানাং তরস্বিনাম্॥ ৪১॥
এবং যুদ্ধে সম্প্রবৃত্তে যবনক্ষত্রয়োস্তথা।
শিরাংসি পেতুরুর্ব্ব্যাং বৈ ছিন্নানি যুদ্ধশালিনাম্॥ ৪২॥
এতস্মিন্নেব কালে তু কৈরাতানাং জনেশ্বরঃ।
কৈরাতং সৈন্যমাদায় বিপক্ষানাবিশদ্বলী॥ ৪৩॥
তদ্দৃষ্ট্বা ক্রূরচেতাঃ স যবনানামধীশ্বরঃ।
প্রতিজগ্রাহ দুর্দ্ধর্ষং কৈরাতেশ্বরমাশুগৈঃ॥ ৪৪॥
বিব্যাধ নিশিতৈস্তস্ত হৃদয়ে যবনেশ্বরম্।
কালায়সৈর্বহ্নিমুখৈর্ভল্লৈঃ স শবরেশ্বরঃ॥ ৪৫॥
উদ্ভ্রাময়ন্ গদাং গুর্ব্বীং যবনোঽপি মহাবলঃ।
চূর্ণয়ামাস তান্ ভল্লানসম্প্রাপ্তানপি দ্বিজাঃ॥ ৪৬॥
দৃষ্ট্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং প্রভাবং রণদুর্ম্মদাঃ।
যবনা যবনেশস্য জগর্জ্জুস্তে মুহুর্মুদা॥ ৪৭॥
অসহমানস্তৎকার্য্যং যবনস্য মহাবলঃ।
উৎপপাত রথাত্তূর্ণং কিরাতানামধীশ্বরঃ॥ ৪৮॥

সংরধ্য ভ্রূকুটিং ঘোরাং কালান্তকযমোপমঃ।
গদামাদায় মহতীং চস্কন্দে যবনং প্রতি ॥ ৪৯ ॥
আপতন্তন্তু তং দৃষ্ট্বা সগদং যবনেশ্বরঃ।
প্রত্যুজ্জগাম দুর্দ্ধর্ষো কৈরাতং স মহামনাঃ ॥ ৫০ ॥
চিক্ষেপ চ মহাশক্তিং জ্বালামালাকুলান্তরাম্।
কালকল্পাং মহাঘোরাং স্বসারমস্তকস্য চ ॥ ৫১ ॥
তত্রৈব সময়ে শূরঃ সৈন্ধবানাং জনেশ্বরঃ।
পাঞ্চালশ্চ মহাবীর্য্যঃ শক্রপ্রতিমবর্চ্চসৌ ॥ ৫২ ॥
আজগ্মতুস্তত্র বীরৌ যতোঽসৌ চণ্ডবিক্রমঃ।
যুযুধে যবনৈর্ঘোরৈরেকাকী শত্রুহা রণে ॥ ৫৩ ॥
যবনাশ্চ সুদুর্দ্ধর্ষাঃ সর্ব্বে সংগ্রামকোবিদাঃ।
সমিযুঃ সমরে শূরাঃ সর্ব্বৈঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবৈঃ ॥ ৫৪ ॥
প্রিয়প্রাণপণান্তে তু পরীপ্সন্তো নিজেশ্বরম্।
নিজঘ্নুঃ ক্ষত্রিয়ান্ ক্রুদ্ধাঃ শূলমুদ্গরপট্টিশৈঃ।
অমিতদ্যুতয়ো ম্লেচ্ছা দারুণা রণমূর্দ্ধণি ॥ ৫৫ ॥
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাশৌর্য্যাস্থার্য্যবীর্য্যসমুদ্ভবাঃ।
ন তান্ সমুদ্ধতান্ ম্লেচ্ছান্ বীরবর্য্যা বিষেহিরে ॥ ৫৬ ॥
শতঘ্নীভিন্দিপালৈশ্চ ভল্লৈশ্চ মুষলৈস্তথা।
আগ্নেয়ৈশ্চ মহাবীর্য্যৈর্জ্বলচ্ছিখিভিরাকুলৈঃ ॥ ৫৭ ॥
তৈর্মুক্তৈর্যবনাঃ পেতুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫৮ ॥
এবং তত্তুমুলং ঘোরমাসীদ্যুদ্ধং যদা কিল।
লোকবিস্মাপনং দিব্যং দারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫৯ ॥
সঞ্জাতং মুনয়স্তত্র সহসাদ্ভুতদর্শনম্।
বিচেরুঃ সমরে বীরাঃ ক্ষত্রিয়া জয়কাশিনঃ।

যস্মিন্নেব ক্ষণে ঘোরং নির্ম্মথ্য ম্লেচ্ছসাগরম্ ॥ ৬০ ॥
তদৈবৈকা দিব্যরূপা সুস্থিরেবাচিরপ্রভা।
সমায়াতা সুসন্নদ্ধা চতুরঙ্গবলান্বিতা ॥ ৬১ ॥
নীলাম্বরধরা বালা ষোড়শী চারুহাসিনী।
মহাস্যন্দনমারূঢ়া স্মেরাননসরোরুহা ॥ ৬২ ॥
নানাভরণশোভাঢ্যা হৈমহারবিভূষিতা ॥ ৬৩ ॥
ইন্দীবরবিশালাক্ষী মুক্তকেশী মনোলোভা।
মুনীনাঞ্চ মহাশৌর্য্যা ঘনগম্ভীরভাষিণী ॥ ৬৪ ॥
যবনানাপপাতাসৌ প্রত্যরীন্ চণ্ডিকা যথা।
দেবৈঃ সম্প্রার্থিতা দেবী দৈত্যদানবমর্দ্দিনী ॥ ৬৫ ॥
সহসা সা মহারৌদ্রী ঘনবদ্ঘোরনাদিনী।
তথা চণ্ডী প্রচণ্ডাসৌ খড়্গখেটকধারিণী ॥ ৬৬ ॥
শূলিনী চাপিনী ঘোরা নৃত্যন্তীব রণাজিরে।
রথোপরি জগাদেদং যবনান্ প্রতি ভার্গব! ॥ ৬৭ ॥

কামিন্যুবাচ।

রে রে মূঢ়া! দুরাত্মানঃ পাপপ্রকৃতিদারুণাঃ।
যবনা বিকৃতাকারাঃ শৃণুতেদং বচো মম ॥ ৬৮ ॥
যো মূঢ়ো বীরসেনস্য সৈন্ধবস্য মহাত্মনঃ।
হৃতবান্ রভসাদ্রাজ্যং নৃপাখ্যো যবনাধমঃ ॥ ৬৯ ॥
তস্যাহং নিশিতৈর্বাণৈঃ পাপিষ্ঠস্য দুরাত্মনঃ।
সমাচ্ছিদ্য শিরো ঘোরং রক্তাক্তং মুক্তমূর্দ্ধজম্ ॥ ৭০ ॥
গৃধ্রেভ্যঃ পিশিতাশিভ্যঃ শিবাভ্যশ্চ সমন্ততঃ।
সদেহং সম্প্রদাস্যামি শ্বভ্যশ্চৈব বিভাগতঃ ॥ ৭১ ॥

পলায়ধ্বং দুরাচারা যদি জীবিতুমিচ্ছথ।
অন্যথা বো হনিষ্যামি পাপিষ্ঠান্ রণমূর্দ্ধনি ॥ ৭২ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যেবংবাদিনী বামা সংপূর্য্য মুখমারুতৈঃ।
দধ্মৌ শঙ্খং মহাঘোরং ঘনঘণ্টানিনাদিনী ॥ ৭৩ ॥
মহিষাসুরসংমর্দ্দে যথা সা জগদম্বিকা।
দিশো ভুজসহস্রেণ সংব্যাপ্য জগতীতলম্ ॥ ৭৪ ॥
সুরারীন্ সংমমর্দ্দাজৌ সাট্টহাসং জহাস হ।
তথাসৌ সহসা রামা প্রহসন্তী মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৫ ॥
বর্ষন্তী বাণজালানি চাপজ্যানিস্বনৈস্তথা।
প্রপীড্য যবনানীকং বিজগাহেঽতিভৈরবী ॥ ৭৬ ॥
খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ শূলৈর্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।
গদাভির্মুদ্গরৈঃ প্রাসৈঃ শতঘ্নীভিশ্চ সা তদা ॥ ৭৭ ॥
শিরাংসি পাতয়ামাস যবনানাং সহস্রশঃ।
যথা ভাদ্রপদে মাসে বায়ুস্তালফলানি বৈ ॥ ৭৮ ॥
হন্যমানা হতাঃ কেচিচ্চেষ্টমানাস্তথাপরে।
বেমুশ্চ রুধিরং ঘোরা যবনা মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৭৯ ॥
নিপেতুঃ সমরে শূরাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
একয়ৈব তয়া ভিন্নাশ্ছিন্নাশ্চ খণ্ডশস্তথা ॥ ৮০ ॥
রৌদ্রাক্রীড়ং যথা পূর্ব্বমাসীচ্ছুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
অন্যেষাঞ্চৈব দৈত্যানাং চণ্ডাদীনাং বধে দ্বিজাঃ ॥ ৮১ ॥
তথা রণাঙ্গনং তচ্চ ভৈরবাদতিভৈরবম্।
সঞ্জাতমদ্ভুতন্তত্র মুহূর্ত্তদ্বয়মাত্রতঃ।
ক্বচিদ্ধুঙ্কারনাদৈশ্চ জ্যাঘোষৈশ্চ তথা ক্বচিৎ ॥ ৮২ ॥

সাট্টহাসং শঙ্খঘোষৈস্তলঘোষৈশ্চ ভার্গব ! ।
রোদসী পূরয়ামাস চৈকা সা রণরঙ্গিণী ॥ ৮৩ ॥
ক্বচিদ্ভল্লান্ ক্বচিৎ খড়্গান্ ক্বচিদ্বাণাঙ্শিলাশিতান্ ॥ঃ
রাজিতান্ গার্দ্ধপত্রৈশ্চ শূলমুষলমুদ্গরান্ ।
বর্ষন্তী রথনীড়ে সা নৃত্যন্তীব রণাজিরে ॥ ৮৫ ॥
বিপক্ষান্ মর্দ্দয়ামাস শস্ত্রাস্ত্রৌঘপ্রবর্ষণৈঃ ।
সম্বর্ত্তকঘনাকারা ঘোরঘণ্টাবিরাবিণী ॥ ৮৬ ॥
কাংশ্চিচ্চ মোহয়ামাস পাটয়ামাস চাপরান্ ।
কাংশ্চিচ্চ চূর্ণয়ামাস ঘনগম্ভীরঘোষিণী ॥ ৮৭ ॥
দৃষ্ট্বৈবং মহদাশ্চর্য্যং যবনক্ষয়মাহবে ।
যবনেশো মহাক্রুদ্ধঃ সন্দিদেশ স্বকান্ প্রতি ।
সেনানেতৄন্ সমাহূয় বিকটাংশ্চ মদোৎকটান্ ॥ ৮৮ ॥

যবনপতিরুবাচ ।

গাহন্তাং যবনা গভীরজলধেস্তুল্যামরের্বাহিনীম্
ভিদ্যন্তাং তরসা বিশালহৃদয়া ভল্লৈর্ভৃশং ক্ষত্রিয়াঃ ।
হন্যন্তাং প্রবরাঃ কিরাতশবরাঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্বর্ব্বরাঃ
তাড্যন্তাং চরণৈর্বিরূপবদনাস্তুণ্ডে মুহুর্দুর্ব্বলাঃ ॥ ৮৯ ॥
ছিদ্যন্তাং রথিনঃ পদাতিমিলিতাস্ত্বশ্বৈস্তথা সাদিনঃ
বধ্যন্তাং দ্বিরদা নিষাদিসহিতা মত্তাঃ সদা হৃঙ্কুশৈঃ ।
পাত্যন্তাং গদয়া পতঙ্গসদৃশা মিত্রৈর্যুতাঃ সৈন্ধবাঃ
গৃহ্যন্তাং রসিকা মৃণালধবলাস্তেষাং পুনর্বল্লভাঃ ॥ ৯০ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য প্রভো রাজ্ঞাং যবনা ঘোরদর্শনাঃ ।
মহাকোলাহলৈঃ শব্দৈর্বিবিশুস্তে রণাজিরম্ ॥ ৯১ ॥

দুরাধর্ষা ভীমবেশা রক্তাক্ষা বিকটাননাঃ।
ববৃষুর্বাণজালানি প্রাবৃষ্যেব যথা ঘনাঃ ॥ ৯২ ॥
যবনান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা যুবত্যা চৈকয়া রণে।
পরিবব্রুর্মহাশূরা রথবংশেন সর্ব্বতঃ ॥ ৯৩ ॥
কৈরাতীং তাং চমূং ভিত্ত্বা কামিনীং সুমনোহরাম্।
সর্ব্বাস্ত্রশোভিতাং বামাং যবনধ্বংসকারিণীম্ ॥ ৯৪ ॥
হুঙ্কারেণ বিশালাক্ষীং তেজোবহ্নিবিভাসিনীম্।
সমন্তাদ্রক্ষিতাং ভীমৈঃ কৈরাতৈঃ কূটযোধিভিঃ ॥ ৯৫ ॥
দূরতঃ সন্নিরীক্ষ্যৈতৎ সিন্ধুনাথো মহাবলঃ।
কৈরাতেশসমাযুক্তস্তত্রৈবাগাত্ততো নৃপঃ ॥ ৯৬ ॥
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং জাতন্তেষাং জয়ৈষিভিঃ।
সিন্ধুপাঞ্চালকৈরাতৈর্যবনানাঞ্চ দারুণম্ ॥ ৯৭ ॥
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নির্ভরং বসুধা তদা।
চচালাঙ্ঘ্রি ভরেণৈব বিচেলুশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৯৮ ॥
জগর্জ্জুর্জলদা ঘোরং সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
যথা যুগক্ষয়ে ব্রহ্মন্! তথাভূত্তদ্রণাঙ্গনে ॥ ৯৯ ॥
যবনেশস্তু তদ্দৃষ্ট্বা ক্রোধরক্তেক্ষণস্তদা।
সংবর্ষন্ শস্ত্রজালানি তত্রৈবায়াৎ সুদুর্ম্মদঃ ॥ ১০০ ॥
নারাচান্ পরিঘান্ ঘোরান্ নিক্ষিপংশ্চ মুহুর্দ্বিজাঃ।
প্রাচ্ছাদয়ৎ সমন্তাৎ স প্রাবৃড়্ঘন ইবাম্বরম্ ॥ ১০১ ॥
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাভাগাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিদাংবরাঃ।
প্রোজ্জ্বলদাগ্নেয়ৈর্ভীমৈর্ভীমকায়াঃ সমন্ততঃ ॥ ১০২ ॥
বাণৈরুদ্দীপয়ামাসুর্দ্বিষট্সূর্য্যা ইব ক্ষয়ে।
তৈরেব বজ্রনির্ঘোষৈর্জ্জ্বালামালৈস্তদা দ্বিজাঃ ॥ ১০৩ ॥

আগ্নেয়ৈর্ঘোরসঙ্কাশৈর্যবনা রণদুর্ম্মদাঃ ।
প্রযযুঃ কোটিশো ব্রহ্মন্ ! ক্ষণাদেব যমক্ষয়ম্ ॥ ১০৪ ॥
যবনাশ্চ সুদুর্দ্ধর্ষা ওজস্তেজোমদোৎকটাঃ ।
ক্ষত্রিয়াংস্তশঃ ক্রুদ্ধাঃ পাতয়ামাসুরাহবে ॥ ১০৫ ॥
এবং তেষাং মহাযুদ্ধে নিঘ্নতামিতরেতরম্ ।
রুধিরপ্রবহা নদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ॥ ১০৬ ॥
চক্ষুশ্চৈব মাংসানি নরকুঞ্জরবাজিনাম্ ।
সঙ্গরে বিষমে তস্মিন্ জন্তবঃ পিশিতাশিনঃ ॥ ১০৭ ॥
তত্রৈব সময়ে শূরো যবনেশো মহাবলী ।
দৃষ্ট্বান্তিকে চ চার্ব্বঙ্গীং শস্ত্রাস্ত্রৈঃ পরিভূষিতাম্ ॥ ১০৮ ॥
শ্যামামিন্দীবরাক্ষীন্তাং শ্যামামিব রণাঙ্গনে ।
সমরোন্মাদিনীং দিব্যাং স্মেরাননশুচিস্মিতাম্ ॥ ১০৯ ॥
নবীনযৌবনাঢ্যাঞ্চ পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
বিদ্যুদ্দামসুগৌরাঙ্গীং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাম্ ॥ ১১০ ॥
পদ্মগন্ধাং বরারোহাং নানারত্নবিভূষিতাম্ ।
কেশরীক্ষীণমধ্যাঞ্চ চারুচিকুরশোভিতাম্ ॥ ১১১ ॥
কন্দর্পকামিনীং সাক্ষান্মুনীনাঞ্চ মনোহরাম্ ।
পশ্যন্ পুনঃ পুনর্মূঢ়ো ম্লেচ্ছরাড্ বিহ্বলস্তদা ॥ ১১২ ॥
প্রহসন্নব্রবীন্মূর্ত্তস্তাং বালাং ম্লেচ্ছমর্দ্দিনীম্ ।
অয়ে বালে ! কুতঃ কা ত্বমায়াতা বরবর্ণিনি ! ॥ ১১৩ ॥
ভীরূণাং ভয়দে ঘোরে বিষমেঽত্র রণাজিরে ।
কস্য বা নন্দিনী কান্তে ! ব্রূহি মে ত্বং শশিপ্রভে ! ॥ ১১৪ ॥
রতিক্রীড়াং বিহায় ত্বং যৌবনাঢ্যে ! সুখোচিতাম্ ।
কাপ্যদৃষ্টচরীং চণ্ডি ! শস্ত্রক্রীড়াবিভীষিকাম্ ॥ ১১৫ ॥

কথং বা ভজসে ক্রূরাং দারুণাত্মা যথা পুমান্।
এহি ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি! সকাশং মে শুচিস্মিতে!॥১১৬॥
সর্ব্বান্তঃপুরিকাভ্যস্ত্বাং প্রথমাং পরিরম্ভিণি!।
শপেয়ং সত্যবাক্যেন মহিষীং করবাণ্যহম্॥ ১১৭ ॥

সূত উবাচ।

বাতোল্বণবিকারেণ মুমূর্ষোরিব বৈকৃতম্।
তথা প্রলপিতস্তস্য লম্পটস্য দুরাত্মনঃ॥ ১১৮ ॥
তাং সাধ্বীম্প্রতি তদ্বাক্যং মুধা কামপ্রপঞ্চকম্।
শ্রুত্বা ন সেহিরে শূরাঃ ক্ষত্রিয়া রণদুর্ম্মদাঃ॥ ১১৯ ॥
ক্রুদ্ধাঃ স্বদষ্টৌষ্ঠপুটাঃ চুক্ষুভুঃ সাগরা যথা।
ভীমবাত্যাবলেনৈব বীতধৈর্য্যা বিচুক্রুশুঃ॥ ১২০ ॥
বাহূংস্তে পরিঘাকারান্ রক্তচন্দনরূষিতান্।
বিধুন্বন্তো ভীমকায়া দিধক্ষন্ত ইবাসুরান্॥ ১২১ ॥
ববর্ষু রুদ্ধতামর্ষাঃ কালানলসমপ্রভান্।
ব্রাহ্মৈন্দ্রাদীন্ দিব্যবাণান্ পরকায়বিদারণান্॥ ১২২ ॥
তৈঃ ক্ষিপ্তান্যস্ত্রজালানি চ্ছাদয়ন্তো দিশো দশ।
অন্ধকারাবৃতাশ্চক্রুর্যথা কল্পক্ষয়ে দ্বিজাঃ॥ ১২৩ ॥
দেবোপসেবনীয়ং যদ্ধবির্দিব্যমিবাধ্বরে।
লিলিক্ষন্তং পুরঃ শ্বানং তদ্দৃষ্ট্বা সৈন্ধবো মহান্॥ ১২৪ ॥
জিঘৃক্ষন্তং দিব্যরূপাং কামার্ত্তং যবনাধমম্।
বীরাং বীর্য্যবতীং পুণ্যাং কৈরাতেশপ্রিয়াঙ্গজাম্॥১২৫॥
জজ্বাল ক্রোধসন্তপ্তো বিধূম ইব পাবকঃ।
দিধক্ষন্নিব দুর্দ্ধর্ষো যবনং রোষচক্ষুষা॥ ১২৬ ॥

"চোদয়াশ্বান্ মহাবাহো ! যতোঽসৌ যবনাধমঃ।
হরিষ্যেঽদ্যাস্য তং দর্পমুদীর্ণস্য সুদুর্ম্মতেঃ॥ ১২৭॥
যেনাবমানিতা কান্তা কৈরাতেশ্বরনন্দিনী।"
ইত্যাদিশ্য মহাবীর্য্যো যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্॥ ১২৮॥
বিলোড্য যবনানীকং তমভিপ্রযযৌ ক্ষণাৎ।
আপতন্তস্তু তং দৃষ্ট্বা সসৈন্যো যবনেশ্বরঃ॥ ১২৯॥
প্রত্যুজ্জগাম দুষ্টাত্মা চামর্ষাপূরিতেক্ষণঃ।
পরিঘং ঘোরসঙ্কাশমাদায় বিপুলন্তদা॥ ১৩০॥
আবিধ্য প্রেরয়ামাস সৈন্ধবায় মহাত্মনে।
যথা বৃত্রাসুরঃ পূর্ব্বং শক্রায়াসুরমর্দ্দিনে॥ ১৩১॥
সিন্ধুনাথস্ততঃ শূরঃ পূর্ণামর্ষো মহারথঃ।
তূর্ণং সঞ্চূর্ণয়ামাস গদয়া পরিঘোত্তমম্॥ ১৩২॥
তদ্দৃষ্ট্বা যবনাঃ সর্ব্বে সমেতাঃ কূটযোধিনঃ।
মায়াজালং সমাস্তীর্য্যারেভিরে রণমদ্ভুতম্॥ ১৩৩॥
শস্ত্রাণি বিষপৃক্তানি পাশান্ নাগাত্মকাংস্তথা।
বায়ব্যাভ্রবারুণানি যন্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ১৩৪॥
গোলকক্ষেপণাদীনি শস্ত্রাস্ত্রৈঃ সহ ভার্গব !।
বহুশো বহ্নিকূটানি নানাদ্রব্যৈর্যুতানি চ॥ ১৩৫॥
এতান্যেব সমাশ্রিত্য দুষ্টা যুদ্ধে মদোৎকটাঃ।
বিবিশুর্ঘোরসঙ্কাশাঃ সাপত্ন্যজয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৩৬॥
সিন্ধুরাজঃ সমালোক্য তেষাং কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
মন্ত্রৈঃ সংমন্ত্রিতং বীরো ব্রাহ্মমস্ত্রমুদৈরয়ৎ॥ ১৩৭॥
উদ্গিরদ্ বহ্নিজালং তদ্দিব্যং দৈত্যনিবর্হণম্।
ব্যধমদ্যাবনীং মায়াং ক্ষণমাত্রেণ ভার্গব !॥ ১৩৮॥

দদাহ যবনাংশ্চৈব বৈদ্যুতাগ্নির্যথা শুচৌ।
দহতি প্রণদন্ ঘোরং নগব্রাতান্ নগোদরে॥ ১৩৯॥
এবং সংক্ষয়মানায্য যবনানাং মহারথঃ।
যবনেশজয়ায়ৈব জবেনাশ্বানচোদয়ৎ॥ ১৪০॥
ততোঽভ্যেত্য সিন্ধুনাথো ম্লেচ্ছানাম্পতিমাহবে।
অব্রবীৎ পরমক্রুদ্ধো মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ১৪১॥

সিন্ধুরাজোবাচ।

কালস্তে বহুবিধরত্নভূষণাঢ্যং
সিন্ধীশঃ সমরগতস্য চোত্তমাঙ্গম্।
ম্লেচ্ছানামপসদ! তপ্তশোণিতাক্তং
আহর্ত্তেব খগপতির্ভুজঙ্গমানাম্॥ ১৪২॥
এষত্বামভিমুখমাপ্তমন্ধদৃষ্টিং
পঞ্চাস্যঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।
সংগ্রামে গুরুতরমত্তবারণেন্দ্রং
দস্যূনাং কুলমপনেতুমুগ্রবীর্য্যঃ॥ ১৪৩॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা স জ্যামাস্ফাল্য মহাবলঃ॥ ১৪৪॥
ঘোরাং ভ্রুকুটিমাবধ্য ত্বধরং প্রদশন্ মুহুঃ।
নিনদন্ সিংহনাদাংশ্চ দন্তান্ কটকটায্য চ॥ ১৪৫॥
যমদণ্ডনিভং বাণং ধনুষ্যযোজয়ত্তদা।
"হতোঽসি রে মহাপাপ! নৈবাতস্ত্বং ভবিষ্যসি॥" ১৪৬॥
ইত্যুক্ত্বা ঘোররূপোঽসৌ সাক্ষাৎ কাল ইবাপরঃ।
কালজ্বলনসঙ্কাশং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্॥ ১৪৭॥

সর্ব্বৈরপ্যনিবার্য্যন্তং বাণং দিব্যং স্বমন্ত্রিতম্।
আকর্ণঞ্চাপমাকৃষ্য যবনম্প্রত্যচোদয়ৎ ॥ ১৪৮ ॥
তত্রৈবাবসরে বীরা কিরাতেশ্বরনন্দিনী।
মহাকোপবতী সাধ্বী কটূক্ত্যা চাবমানিতা ॥ ১৪৯ ॥
প্রৈরয়দ্ভীষণং রৌদ্রমাগ্নেয়ং যবনম্প্রতি।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম কালান্তকযমোপমম্ ॥ ১৫০ ॥
যুগপদ্বীরিতন্তাভ্যামস্ত্রযুগ্মং মহাস্বনম্।
জ্বালামালাকুলং ভীমমুৎপপাত নভস্তলম্ ॥ ১৫১ ॥
কল্পান্তঘনবদ্‌ঘোরং জগর্জ্জ চ তদা দ্বিজাঃ।
ততঃ শ্যেনজবেনৈব স্ফুলিঙ্গান্যুদ্‌গিরন্মুহুঃ ॥ ১৫২ ॥
তথা পপাত তদ্দ্ব্যগ্রং সসৈন্যযবনোপরি।
যথা সচপলং বজ্রং যৌগপদ্যগতিং গতম্ ॥ ১৫৩ ॥
প্রলয়পবনবেগাৎ ক্ষিপ্তমস্ত্রম্প্রচণ্ডম্
বিপুলবিভবগর্ব্বাৎ ফুল্লবক্ত্রোজ্জ্বলন্তম্।
যবনপমপি ঘোরং তস্তু লোকপ্রবাধম্
তরুবরমিব বিদ্যুদ্ ভস্মসাচ্চানয়ত্তৎ ॥ ১৫৪ ॥
অপরে যবনাঃ শূরা যে চ তৎপার্শ্ববর্ত্তিনঃ।
অস্ত্রাগ্নিনা প্রদগ্ধা বৈ যযুঃ সর্ব্বে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৫৫ ॥
কল্পান্তেঽণ্ডকটাহস্য স্ফোটনোদ্ভূতনিস্বনৈঃ।
ভূতসংহারকৈর্ঘোরৈঃ কঠোরৈরিব তৎক্ষণাৎ ॥ ১৫৬ ॥
রৌদ্রাস্ত্রগর্জ্জনৈর্ব্রহ্মন্! বহবো হতচেতনাঃ।
পেতুরুর্ব্ব্যাং যোধবীরা বধিরা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১৫৭ ॥
তেজোজ্বালাভিরালীঢ়া হেকে যানৈর্দুরাসদাঃ।
ভস্মীভূতাশ্চার্দ্ধদগ্ধাঃ কেচনাতিপিপাসবঃ ॥ ১৫৮ ॥

বিচুক্রুশুর্ব্যাদিতাস্যা বারীতি কাতরস্বনাঃ।
পত্তিভী রথিনঃ কেচিদশ্ববারৈর্নিষাদিনঃ ॥ ১৫৯ ॥
ব্যদ্রবন্ ভয়বিভ্রান্তা রৌদ্রাস্ত্রভৈরবৈ রবৈঃ।
শস্ত্রাণ্যাজৌ বিহায়ৈব কেচিৎ প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ১৬০ ॥
বাহনানি চ সর্ব্বাণি দিশো ভেজুর্ভয়াকুলাঃ।
হা! তাতেতি হতাস্মোঽদ্য হা! ভ্রাতঃ কাসি সঙ্কটে।
বিষমে মাং বিহায়াদ্য কুত্র যাসি বিনির্ম্মমঃ ॥ ১৬১ ॥
ইত্যাদীন্যেব তে ভীতা বিমূঢ়া ম্লেচ্ছসৈনিকাঃ।
ক্রন্দন্তো দুদ্রুবুস্তত্র বমন্তো রুধিরং বহু ॥ ১৬২ ॥
যবনেশোঽপি দুর্দ্ধর্ষো দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা।
পশ্যতাং সর্ব্বযোধানাং প্লুষ্টস্থাণুরিবাভবৎ ॥ ১৬৩ ॥
হতশেষং ততস্তস্য মহাসৈন্যং দুরাসদম্।
ছিন্নাভ্রমিব বাতেন দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥ ১৬৪ ॥
তস্মিন্নেব ক্ষণে বিপ্রা যবনেশানুজো বলী।
চতুরঙ্গবলোপেতঃ ক্রুদ্ধঃ কালান্তকোপমঃ।
শূরৈঃ পরিবৃতো ঘোরৈর্যবনৈরশ্বসাধনৈঃ ॥ ১৬৫ ॥
অন্যৈশ্চ ভীমসঙ্কাশৈর্ম্লেচ্ছৈঃ সমুদ্যতায়ুধৈঃ।
সমায়াতো মহাশূরঃ সর্ব্বশক্রজিঘাংসয়া ॥ ১৬৬ ॥
সমবেতাস্ততঃ সর্ব্বে যবনা ঘোরদর্শনাঃ।
ববৃষুঃ শস্ত্রজালানি প্রাবৃষীব মহাঘনাঃ ॥ ১৬৭ ॥
ক্ষাত্ত্রোপরি মহাক্রূরাঃ ক্ষিপ্রহস্তা দুরাসদাঃ!
নিত্যামর্ষা ভীমকায়া ধর্ম্মমর্ম্মবিঘাতকাঃ ॥ ১৬৮ ॥
উদীর্ণং যবনং ভূয় উদ্বেলমিব সাগরম্।
দৃষ্ট্বা চ জজ্বলুঃ সর্ব্বে ক্রোধেন নরপুঙ্গবাঃ।

ক্ষত্রিয়াঃ শক্রদুর্দ্ধর্ষাঃ সমিদ্ধিশ্চ যথাগ্নয়ঃ ॥ ১৬৯ ॥
হন্যতাং হন্যতামেষ পাপঃ প্রকৃতিদারুণঃ।
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষা বিবিশুঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ ॥ ১৭০ ।
যবনানাং চমূং ঘোরাং বিনির্ভিদ্য মহারথাঃ ॥ ১৭১ ॥
দৃষ্ট্বৈতন্মহদৌদ্ধত্যং ক্ষত্রিয়াণাং দুরাসদঃ।
যবনেশানুজঃ শূরো ধর্ম্মমর্দ্দো হসন্নিব ॥ ১৭২ ॥
বিস্মাপয়ন্নিব ক্রোধাল্লোকান্ বীর্য্যমদোৎকটঃ।
ধনুর্জ্যানিস্বনেনৈব বভূবাগ্রগতো মহান্ ॥ ১৭৩ ॥
ঐরাবতনিভং মত্তমাতঙ্গং ঘোরদর্শনম্।
চালয়ন্নঙ্কুশাঘাতৈশ্চলন্তমিব পর্ব্বতম্ ॥ ১৭৪ ॥
সিন্ধুনাথম্প্রতি ক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ ভৈরবং রবম্।
কুর্ব্বন্ কালনিভঃ সাক্ষাৎ বৈরশুদ্ধেশ্চিকীর্ষয়া ॥ ১৭৫ ॥
দৃষ্ট্বাবিদূরতস্তত্তু কিরাতানামধীশ্বরঃ।
আপপাত জবেনাসৌ পরীপ্সন্ ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
বীরসেনং মহাবীর্য্যং স্বগণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৭৬ ॥
আয়ান্তং তং সমালোক্য সেনানীঃ শত্রুমর্দ্দনঃ।
যবনানাং মহাক্রুদ্ধঃ পথি জগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥ ১৭৭ ॥
গদাং গুর্ব্বীং সমাদায় জঘানারেস্তনান্তরে ॥ ১৭৮ ॥
নিক্ষিপ্তাং তাং গদাং বীক্ষ্য কোপেন শবরেশ্বরঃ।
উৎপতন্ ধারয়ামাস করেণৈকেন লীলয়া ॥ ১৭৯ ॥
তয়ৈব চূর্ণয়ামাস ম্লেচ্ছানাং ভটনায়কম্।
গদয়া স মহাবীর্য্যস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৮০ ॥
তস্মিন্নেব ক্ষণে বীরা কোপেন স্ফুরিতাধরা।
উদ্যম্য ত্রিশিখং ঘোরং জ্বলদগ্নিশিখোপমম্ ॥ ১৮১ ॥

প্রাপ্তং যন্তার্গবাৎ পূর্ব্বং সেব্যমানাত্তয়ৈব চ।
মুনের্মহাত্মনস্তস্মাৎ কৈরাতেশাত্মজা দ্বিজাঃ ॥ ১৮২ ॥
রুদ্রাধিদৈবতং সাক্ষাৎ কালকল্পং দুরাসদম্।
ব্যমুঞ্চত্তমহচ্ছূলং যবনেশানুজায় সা ॥ ১৮৩ ॥
ক্ষিপ্তং মহাজবেনৈবং তদ্রৌদ্রং বজ্রনিস্বনম্।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ।
প্রাপতদ্ঘোরশব্দেন যবনস্য ভুজান্তরে ॥ ১৮৪ ॥
অত্যুগ্রেণাহতঃ সোঽপি শূলেন কালমূর্ত্তিনা।
বিদীর্ণোরাশ্চেষ্টমানো ববামাসৃগ্গজে মুহুঃ ॥ ১৮৫ ॥
বীরসেনোঽপি সংক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবানামধীশ্বরঃ।
খড়্গেন শিতধারেণ ব্যচ্ছিনত্তচ্ছিরস্তদা।
সগজং বীরবর্য্যোঽসৌ যবনস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১৮৬ ॥
তত্রৈবাবসরে বীরো বীরভদ্রো মহাবলঃ।
দাবানল ইব গ্রীষ্মে ব্যধাক্ষীত্তান্ দুরাসদঃ ॥ ১৮৭ ॥
হতেশান্ যবনান্ বিপ্রা যে চ তত্র সমীপগাঃ ॥ ১৮৮ ॥
প্রিয়প্রাণপরীপ্সন্তঃ কেচিত্তস্মান্মহাহবাৎ।
ভিন্নব্যূহা মুক্তকেশা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥ ১৮৯ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভির্বিহগৈঃ পিশিতাশিভিঃ।
বেষ্টিতা মাংসলোভেন কেচিত্তত্র গতাসবঃ ॥ ১৯০ ॥
পিশাচা রাক্ষসা ঘোরা বিচরন্তো রণাঙ্গনে।
পপুশ্চ রুধিরন্তেষাং প্রহসন্তোঽতিহর্ষিতাঃ ॥ ১৯১ ॥
মাংসানি হতসৈন্যানাং কৈশ্চিত্তত্র চখাদিরে ॥ ১৯২ ॥
ক্বচিদ্বিবদমানাশ্চ চুকুবু র্বৈ বিহঙ্গমাঃ।
অন্যোন্যং মাংসলুব্ধাশ্চ বিরূপা বিকটস্বনাঃ ॥ ১৯৩ ॥

এবং তস্মিন্ ক্ষণে বিপ্রা ভূতপ্রেতনিশাচরাঃ।
বিচেরুর্বিকৃতাকারা মাংসশোণিতকর্দ্দমে।
ভীরূণাং ভয়দে তত্র ভৈরবে সমরাঙ্গণে ॥ ১৯৪ ॥
এবং বিনিহতে তস্মিন্ সানুজে কুলপাংসনে।
সবলে চ মহাদুষ্টে যবনানামধীশ্বরে।
খাৎ পেতুঃ পুষ্পবর্ষাণি ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৯৫ ॥
নেদুর্দুন্দুভয়স্তত্র গন্ধর্ব্বাঃ প্রজগুর্মুদা ॥ ১৯৬ ॥
দিশশ্চকাশিরে প্রাগ্বজ্জ্যোতীংষ্যেব ৰভাসিরে ॥ ১৯৭ ॥
ববুর্বাতাঃ সুখস্পর্শাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা হব্যং চ জগৃহুর্মুদা ॥ ১৯৮ ॥
সম্পূর্ণাহ্লাদচিত্তঃ সমরবিজয়তঃ সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা
ম্লেচ্ছানাং ভীষণানাং মুখবিবরগতাং পিত্র্যসাম্রাজ্যলক্ষ্মীম্।
প্রত্যাহৃত্যালমদ্য প্রহসিতবদনো মিত্রমালিঙ্গ্য পশ্চাৎ
কৈরাত্যাধীশমগ্রে-স্থতমতিসুভগং নন্দয়ামাস বাক্যৈঃ ॥১৯৯॥
সমূলঘাতং জবধর্ম্মিণঃ কুলম্
প্রচণ্ডবীর্য্যো নৃপবর্গৰন্দিতঃ।
দদাহ তেজোজ্জ্বলনেন বৈরিহা
স শক্রসিন্ধোরুদগাচ্ছ সৈন্ধবঃ ॥ ২০০ ॥
নিজপদে স যদা পদমাদধা-
বতিৰলঃ পুনরেব নৃপাত্মজঃ।
শনিরভূৎ সুমুখঃ প্রভবান্বিতে
সমরতোঽমরতোঽপি হি সৈন্ধবে ॥ ২০১ ॥
পরমুখান্তরগহ্বরসঙ্গতং
সমধিগম্য সদাধিবিবর্জ্জিতঃ।

প্রকৃতিপুঞ্জমধায়ি পুরন্দরঃ
দিবি যথা স সুরারিপুরন্দরঃ ॥ ২০২ ॥
মহীশ্বরো দানবপীড়িতপ্রজা-
স্ততোঽতিহৃষ্টস্তরিবর্গমর্দ্দনঃ।
ধনাদিদানৈর্ব্বিবিধৈবদ্দয়ানিধি-
র্হ্যপালয়চ্ছান্তিগুণৈর্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০৩ ॥
কিরাতনাথঃ সুতরাং দয়াপরঃ
সুতামাসিঞ্চন্নতিশুদ্ধনেত্রজৈঃ।
বরাঙ্গণানাম্প্রবরান্ততোঽমৃতৈ-
র্জগাদ বীরাং কিল চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ২০৪ ॥

কিরাতরাজোবাচ।

বৎসে! তেঽদ্য কৃতং যত্তু যবনানাং নিবর্হণম্।
কর্ম্মাতিমানুষং লোকে ন দৃষ্টং ন শ্রুতং পুরা ॥ ২০৫ ॥
মনুষ্যসম্ভবায়াস্তু কৈশোরে চ বিশেষতঃ।
ঈদৃশং রণনৈপুণ্যং দিব্যমদ্ভুতমেব চ ॥ ২০৬ ॥
নৈব জ্ঞাতমিতঃ প্রাক্ তে শৌর্য্যং চাম্বিকয়া সমম্।
পিত্রাপ্যেতৎ মহাশৌর্য্যে ময়া দিব্যং শুভাননে ॥ ২০৭॥
অনুরক্তাং চ ত্বাং বুদ্ধা সৈন্ধবে সত্যবিক্রমে।
সর্ব্বে সুখার্ণবে চাদ্য ভাসমানা বয়ং কিল ॥ ২০৮ ॥
অদ্যৈব ত্বাং দদাম্যস্মৈ তবাভীষ্টবরায় চ।
সিন্ধুসৌবীরনাথায় নিত্যসত্ত্ববতে শুভে! ॥ ২০৯ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ মহাবীর্য্যঃ কৈরাতেশো মহামতিঃ।
করং গৃহীত্বা বীরায়াশ্চাত্মজায়াঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ২১০ ॥

করেণ বীরসেনস্য সংযোজ্যেদমুবাচ হ।

কিরাতেশ্বর উবাচ।

বীরবর্য্য ! গৃহাণেমাং বীরাং সর্ব্বসুলক্ষণাম্ ॥ ২১১ ॥
ত্বয্যনুরাগিণীং সাধ্বীং শ্যামা মর্হাঙ্গ সর্ব্বথা।
বিদুষীং শ্রীমতীং শান্তাং সুমতিং রণকোবিদাম্ ॥ ২১২ ॥
ত্বদেকচিত্তামন্বর্থাং নাম্না মম প্রিয়াত্মজাম্।
উপহারস্বরূপাং চ ময়া দত্তাং স্মিতাননাম্ ॥ ২১৩ ॥
স্বীকৃত্যেনাং মহাবাহো ! ভার্য্যার্থে পতিমানদাম্।
পূর্ণমনোরথং মাস্তু কর্ত্তুমর্হসি মানদ ! ॥ ২১৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সিন্ধুনাথোঽপি বীরভদ্রেণ ধীমতা।
ওমিত্যুক্ত্বাগ্রহীৎ পাণিং কৈরাত্যা ধর্ম্মনন্দনঃ।
বীরায়া বীরসেনঃ স শ্রিয়ঃ পাণিং যথাচ্যুতঃ ॥ ২১৫ ॥

ইতি শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ।

ততোঽসৌ সিন্ধুসৌবীরাদিদেশানাং ভর্ত্তা মহারাজগুণৈরন্বিতো মহারাজবীরসেনঃ পিতৃপিতামহপরম্পরাধিষ্ঠিতসিংহাসনং কবলীকৃতপ্রায়ং দুরাত্মভির্যবনাসুরৈর্দেবব্রাহ্মণকণ্টকৈঃ পুনরুদ্ধৃত্য তেভ্যো বাহুবলেন মিত্রসম্বন্ধ্যাদিসহায়োঽধ্যতিষ্ঠদভিজিন্মুহূর্ত্তে গুরুজনানুমতঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ পরিবন্দিতো ধর্ম্মাত্মা। তস্মিন্নেবাবসরে যুযুজুরশেষাশিষো দূর্ব্বাক্ষতপাণয়ো বেদবিদঃ সংশিতব্রতা জিতাত্মানো

বিপ্রাঃ সমন্তাৎ পৌরনার্য্যশ্চ ব্যকিরন্ লাজান্ প্রহৃষ্টাঃ। তদৈবার্থিনো দীনাস্তুষ্টুবুস্তং তদীয়পরাক্রমানুগতগুণকীর্ত্তনং বংশাবলিমাহাত্ম্যং চালম্ব্য বহবো বাক্যাবলিরচনাচাতুর্য্য-চতুরাঃ করণপটবোঽশেষমহীপালকুলমস্তকমুকুটোজ্জ্বলমণি-নিচয়স্পর্শপ্রতিবিম্বিতস্বচ্ছশুচিমণিবৎসমুজ্জ্বলনখরমণিশ্রেণী-পরিশোভিতপাদপদ্মমনন্তগুণসিন্ধুং সিন্ধুনাথং বীরসেনং ভার্গব!।

অথৈবং মহাসমৃদ্ধ্যা রাজাসনমধিরূঢ়ঃ স্বজনমিত্রবন্ধুবর্গ-পরিবৃতো মহারাজবীরসেনস্তাং পিতৃদত্তাং রূপযৌবনাঢ্যাং সর্ব্বগুণান্বিতাং বীর্য্যবতীং বীরাং সকললোকপিতামহপুত্রেণ সর্ব্বপ্রজাজনপালকেন ভগবতা স্বায়ম্ভুবমনুনোপহৃতাং দিব্যরূপাং দেবহূতীং মূর্ত্তিমত্তপোভূমিঃ প্রজাপতিঃ কর্দ্দম ইবোদ্বাহবিধিনোপয়েমে বেদোক্তমন্ত্রেণ। তদাপ্রভৃতি স রাজেন্দ্রো বীরসেনঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং সংশিতব্রতং বিদ্বাংসং কুলাচার্য্যমাশ্রিত্য প্রতিশনিবাসরং ভগবতঃ প্রসা-দোন্মুখস্য মহাগ্রহস্য সৌরেঃ পাদপঙ্কজমর্চ্চয়ামাস পরিতুষ্টাব চ তং দেবং বাচস্পতিমিশ্রপ্রোক্তস্তোত্রকলপদৈঃ। এবং সংবৎসরকালমারাধিতস্তেন মহাত্মনা রাজ্ঞা সুপ্রসন্নো ভগ-বান্ সূর্য্যনন্দনো মেঘগম্ভীরস্বরেণ সম্বোধ্য নভোমণ্ডলাৎ প্রোবাচ শনৈশ্চরো গ্রহরাজঃ।

শনৈশ্চর উবাচ।

ভোঃ সৈন্ধবেশ্বর বৎস বীরসেন! ইদানীং নিশাময়েদং মে বচনং যত্তেঽহং ব্রবীম্যনঘ! মৎপ্রসাদাদচিরাত্ত্বং সর্ব্ব-ভূমেরাধিপত্যং লপ্স্যসে কিঞ্চ যাবৎ পৃথিব্যাং বৎস্যসি

তাবৎ সুখদুঃখাদি কিমপি কিল্বিষং নৈব ত্বাং কদাচিৎ স্প্রষ্টুমপি শক্ষ্যতি প্রজাজনশ্চ তে নিরন্তরমাধিব্যাধিদারিদ্র্যাদিকরমুক্তঃ কালমৃত্যুঃ সন্ সুখেন কালং নেষ্যতীতি ধ্রুবং জানীহি। অন্যশ্চ যো মানবস্ত্বমিব সততং মদ্ভক্তিপরায়ণঃ শনিবাসরং প্রাপ্য মাং পূজয়িষ্যতি বাচস্পতিমিশ্রেণ ভবতা চ সহ মচ্চরিতং পঠিষ্যতি শ্রোষ্যতি বা গুরুমুখাৎ তস্মিন্ যুবয়োরিবাহং নিত্যপ্রসন্নো ভবিষ্যামি।

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মহাত্মা সৌরিস্তত্রৈবান্তর্দ্দধে। ততঃ সর্ব্বজনমুখনিঃসৃতঃ সঙ্কুলীভূতো মহান্ জয়শব্দস্তদা দ্যাবাপৃথিব্যৌ পূরয়ামাস শৌনক!। ততঃ কিরাতপঞ্চালেশ্বরৌ নিত্যসহবাসেন ক্রমশো বর্দ্ধিতেন জামাতৃমিত্রপ্রণয়েন প্ররূঢ় সৌহার্দ্দভাবৌ চিরমুষিত্বা সিন্ধুরাজধান্যাং কৃচ্ছ্রেণ বিসর্জ্জিতৌ তৌ সিন্ধুসৌবীরাদিভূপালেন গলদশ্রুলোচনেন মহারাজবীরসেনেন স্বস্বরাজ্যাভিমুখং প্রযযতুঃ।

অথ গচ্ছতি কালে স সত্যপরাক্রমঃ ক্ষত্রিয়র্ষভো বীরসেনঃ সার্ব্বভৌমপদবীং লব্ধুকামো বহ্বীরক্ষৌহিণীঃ সংযোজ্য মিত্রসম্বন্ধ্যাদিসহায়ঃ সর্ব্বতঃ পরিপুষ্টবলো ভূরিভিঃ সাজ্যসমিদ্ভির্বহ্নিপুরোগমান্ সুরান্ পরিতর্প্য তেভ্যো লব্ধাভীষ্টবরো বেদজ্ঞৈঃ প্রাজ্ঞৈর্দ্বিজাতিভিঃ স্বস্তিবচনং বাচয়িত্বোচ্চাবচৈঃ স্বাদ্বন্নব্যঞ্জনৈঃ প্রভূতবস্ত্রালঙ্কারৈশ্চ তান্ পরিতোষ্য সর্ব্বজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিমন্তং ভগবন্তং বাসুদেবং শিবং মনসানুস্মরন্ দিশো বিজেতুমভিযযৌ সুমহতীভিশ্চতুরঙ্গিণীসেনাভিঃ সমুপেতঃ শুভক্ষণে ভার্গব! ততো ভারতহরিকিংপুরুষেলা-

বৃতপ্রভৃতিবর্ষবাসিনোঽরণ্যপার্ব্বত্যাদীংশ্চ দুর্জয়ানপি ভূভৃতঃ প্রজবগত্বরৈশ্চতুরঙ্গবলৈরেকমেব জৈত্রমাস্থায় রথং জিগায় তান্।

কিং বহুনাচিরেণৈব সর্ব্বানবশীকৃতান্ রাজ্ঞো স্ববশ আনায্য স মহীশ্বরঃ সৈন্ধবঃ স্বরাজধানীম্প্রত্যাজগাম। এবং স মহারাজঃ সৈন্ধবোঽখণ্ডদোর্দ্দণ্ডপ্রতাপখণ্ডিতারাতিমণ্ডলঃ করদীকৃতবিনতভূপালবর্গশ্চ রাজসূয়াশ্বমেধৈর্ভূরিভির্যজ্ঞৈরীজে। ততঃ কিয়ন্তং কালং বিশ্রান্তঃ প্রশান্তো জিতাত্মা বিষয়েষ্বনাসক্তোঽপি তাভ্যাং রমণীরত্নরূপাভ্যাং কৈরাতসৌবীরেশ্বরনন্দিনীভ্যাং সাক্ষাদ্বাণীকমলাভ্যাং সহ বৈকুণ্ঠধামন্যখিলপতিরচ্যুত ইব স্বপুর্য্যাং স্বজনভৃত্যবর্গাদিভ্যো যথাবিধি বিভজ্য ধর্ম্মাবিরোধেন বিষয়ান্ বুভুজে স মহাত্মা।

অথৈকদা তীব্রতপসংমূর্ত্তিমন্তং যোগমিব বশিনাম্প্রবরং চন্দ্রসূর্য্যকুলাচার্য্যং ভগবন্তং বশিষ্ঠদেবং সহসা সমুপাগতং দৃষ্ট্বা সাদরং প্রণম্য বাসুদেবধিয়া পাদ্যার্ঘ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য সুখাসনেঽভিন্যবীবিশৎ স রাজচক্রবর্ত্তী বীরসেনঃ। ততোঽপনীতাধ্বক্লেশং সুখোপবিষ্টং তং মুনিপ্রবরং ভূয়ঃ প্রণম্য রাজা পপ্রচ্ছ কৃতাঞ্জলিপুরঃসরং ভো ভগবন্! বিষমবিষময়সংসারাপরিজিহীর্ষূণাং কাপি গতিরস্তি ন বেতি। ইত্যুক্তঃ প্রসহন্নিব স আহ ভগবান্ চন্দ্রসূর্য্যবংশাচার্য্যো ব্রহ্মপুত্রঃ। হন্ত! তে সমাসতোঽধুনোপদিশামি রাজন্! অবহিতো ভব। যদি চ মহাত্মনাং তত্ত্ববিদুষাং সর্ব্বেষামেব চরমসিদ্ধান্তফলমেকমেব দৃশ্যতে তথাপি আপাতদৃষ্ট্যা বহবঃ পন্থানো লক্ষ্যন্তে। কচিদাশ্রমে কদাচিৎ কেনচিৎ সচ্ছিষ্যেণ কোঽপি

তত্ত্বজ্ঞঃ সদ্‌গুরুঃ পৃষ্টঃ সন্ যদ্‌যদুত্তরমদাৎ তত্তেঽহং প্রবক্ষ্যামি বৎস! সমাহিতচিত্তঃ সস্ত্রীকঃ শৃণু। এবং গুরোরাদেশং শিরসাধায় সার্ব্বভৌমনরপতিঃ সিন্ধুনাথো ভার্য্যাদ্বয়ং সমীপে প্রাপয্য তাভ্যাং সহৈকাগ্রমনা বিষ্টরাসনে সমুপবিষ্টঃ শুশ্রাব।

বশিষ্ঠদেব উবাচ।

শিষ্যঃ পৃচ্ছতি হে কৃপালো গুরুদেব! অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে সংমজ্জতো মে শরণং কিমস্তি? কৃপয়া এতদ্বদ। গুরুরুবাচ। বৎস! বিশ্বেশ্বরপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকৈব শরণমেকমস্তি।

শিষ্যঃ। জীবানাং বন্ধঃ ক এব?

গুরুঃ। বিষয়ানুরাগঃ।

শিষ্যঃ। মুক্তিঃ কা?

গুরুঃ। বিষয়ে বিরক্তিরেব মুক্তিঃ।

শিষ্যঃ। ঘোরো নরকঃ কঃ?

গুরুঃ। স্বদেহঃ।

শিষ্যঃ। কিং স্বর্গপদং?

গুরুঃ। তৃষ্ণাক্ষয়ঃ।

শিষ্যঃ। কঃ সংসারহৃৎ?

গুরুঃ। শ্রুতিজন্যাত্মবোধঃ।

শিষ্যঃ। কো মোক্ষহেতুঃ?

গুরুঃ। স দৃঢ়াত্মবোধ এব।

শিষ্যঃ। নরকস্য মুখ্যদ্বারং কিং?

গুরুঃ। নার্য্যেব।

শিষ্যঃ। প্রাণিনাং স্বর্গদা কা ?

গুরুঃ। অহিংসৈব।

শিষ্যঃ। ইহ সংসারে কো জনঃ সুখং শেতে ?

গুরুঃ। রে বৎস ! সমাধিনিষ্ঠো যোগিপুরুষ এব।

শিষ্যঃ। কো বেহ জাগর্ত্তি ?

গুরুঃ। সদসদ্বিবেকী।

শিষ্যঃ। প্রাণভৃতাং সংসারে কে বারয়ঃ ?

গুরুঃ। নিজেন্দ্রিয়াণ্যেব।

শিষ্যঃ। কানি মিত্রাণি ?

গুরুঃ। বশীকৃতানি চেৎ তান্যেব মিত্রাণি।

শিষ্যঃ। দরিদ্রঃ কঃ ?

গুরুঃ। বিশালতৃষ্ণার্ত্তঃ।

শিষ্যঃ। কঃ শ্রীমান্‌ পুরুষঃ ?

গুরুঃ। যস্য স্বত এব সদা সন্তোষঃ।

শিষ্যঃ। জীবন্মৃতঃ কঃ ?

গুরুঃ। যস্তু নিরুদ্যমঃ।

শিষ্যঃ। কিমমৃতং স্যাৎ ?

গুরুঃ। সুখদা নিরাশা চেৎ

শিষ্যঃ। কঃ পাশঃ ?

গুরুঃ। মমতৈব।

শিষ্যঃ। মোহজনিকা সুরা কা ?

গুরুঃ। স্ত্রী।

শিষ্যঃ। কো বান্ধান্মহান্ধঃ ?

গুরুঃ। যস্তু মদনাতুরঃ।

শিষ্যঃ। কো বা মৃত্যুঃ ?

গুরুঃ। স্বকীয়মপযশ এব।

শিষ্যঃ। কো গুরুঃ ?

গুরুঃ। যস্তু সততং হিতোপদেষ্টা।

শিষ্যঃ। শিষ্যঃ কঃ ?

গুরুঃ। যস্ত্বকপটেন গুরুভক্তঃ।

শিষ্যঃ। দীর্ঘরোগঃ কঃ ?

গুরুঃ। হে সাধো ! ভব এব।

শিষ্যঃ। তস্য ঔষধং কিম্ ?

গুরুঃ। সর্ব্ববস্তুতত্ত্ববিচার এব।

শিষ্যঃ। ভূষণাদ্ভূষণং কিমস্তি ?

গুরুঃ। শীলম্।

শিষ্যঃ। তীর্থং কিম্ ?

গুরুঃ। বিশুদ্ধং মন এব।

শিষ্যঃ। ইহ হেয়ং কিম্ ?

গুরুঃ। কান্তা কনকঞ্চ।

শিষ্যঃ। সদা শ্রাব্যং কিম্ ?

গুরুঃ। গুরুবেদবাক্যম্।

শিষ্যঃ। ব্রহ্মগতেঃ কে হেতবঃ সন্তি ?

গুরুঃ। সৎসঙ্গতিরিন্দ্রিয়দমনং তত্ত্ববিচারঃ সন্তোষশ্চ।

শিষ্যঃ। সাধবঃ কে ?

গুরুঃ। অখিলভোগবীতরাগা অপেতমোহাঃ শিবতত্ত্ব-নিষ্ঠাঃ।

শিষ্যঃ। জ্বরঃ কঃ প্রাণিনাম্ ?

গুরুঃ। চিন্তা।

শিষ্যঃ। কো মূর্খঃ ?

গুরুঃ। নির্ব্বিবেকঃ।

শিষ্যঃ। কিমিহ কর্ত্তব্যং ময়া ?

গুরুঃ। শিববিষ্ণুভক্তিঃ।

শিষ্যঃ। কিং জীবনম্ ?

গুরুঃ। যত্তু দোষবিবর্জ্জিতম্।

শিষ্যঃ। কা বিদ্যা ?

গুরুঃ। যা হি ব্রহ্মগতিপ্রদা।

শিষ্যঃ। ক এব বোধঃ ?

গুরুঃ। যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ।

শিষ্যঃ। কো লাভঃ ?

গুরুঃ। যো বৈ আত্মাবগমঃ।

শিষ্যঃ। কেন জিতং জগৎ ?

গুরুঃ। মনো জিতং যেন।

শিষ্যঃ। শূরাদপি কো মহাশূরঃ ?

গুরুঃ। যস্তু কন্দর্পবাণৈর্ন ব্যথিতঃ।

শিষ্যঃ। প্রাজ্ঞোঽতিধীরশ্চ সমস্তু কো বা ?

গুরুঃ। যস্তু ললনাকটাক্ষৈর্মোহং ন প্রাপ্তঃ।

শিষ্যঃ। বিষাদ্ বিষং কিম্ ?

গুরুঃ। বিষয়াঃ সমস্তাঃ।

শিষ্যঃ। কঃ সদা দুঃখী ?

গুরুঃ। বিষয়ানুরাগী।

শিষ্যঃ। কো ধন্যঃ ?

গুরুঃ। যস্তু সদা পরোপকারী।

শিষ্যঃ। ননু ক ইহ পূজনীয়ঃ ?

গুরুঃ। সততং তত্ত্বদৃষ্টিঃ।

শিষ্যঃ। সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি বিদুষা কিং ন কার্য্যং কিং বা বিধেয়ম্ প্রযত্নাৎ ?

গুরুঃ। স্নেহঃ পাপঞ্চ ন কার্য্যং বেদাদ্যধ্যয়নং ধর্ম্মশ্চ বিধেয়ঃ।

শিষ্যঃ। কিং সংসারমূলম্ ?

গুরুঃ। অবিদ্যৈব।

শিষ্যঃ। বিজ্ঞাদপি কো মহাবিজ্ঞতমঃ ?

গুরুঃ। যস্তু নার্য্যা পিশাচ্যা কদাপি ন প্রতারিতঃ।

শির্ষ্যঃ। দিব্যং ব্রতং কিম্ ?

গুরুঃ। সমস্তদৈন্যম্।

শিষ্যঃ। সর্ব্বৈরপি জনৈঃ কিং ন জ্ঞাতুং শক্যম্ ?

গুরুঃ। যোষিন্মনস্তদীয়ং চরিতঞ্চ।

শিষ্যঃ। কা দুস্ত্যজা প্রাণভৃদ্ভিঃ ?

গুরুঃ। দুরাশা।

শিষ্যঃ। কঃ পশুরস্তি লোকে ?

গুরুঃ। বিদ্যাবিহীনঃ।

শিষ্যঃ। কৈঃ সহ সঙ্গো ন বিধেয়ঃ ?

গুরুঃ। মূর্খৈঃ পাপৈঃ খলৈশ্চ নীচৈশ্চ।

শিষ্যঃ। মুমূক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ম্ ?

গুরুঃ। সৎসঙ্গতি রীশভক্তির্নির্ম্মমতা চ।

শিষ্যঃ। কিং লঘুত্বমূলম্ ?

গুরুঃ। যাচ্ঞা।

শিষ্যঃ। কো জাতঃ কো মৃতো বা ?

গুরুঃ। যস্য পুনর্জন্ম ন সএব জাতঃ যস্য চ পুনর্ম্মৃত্যু-র্নাস্তি সএব মৃতঃ।

শিষ্যঃ। কো মূকঃ বধিরশ্চ কো বা ?

গুরুঃ। যস্তু সভায়াং সময়ে বক্তুং ন সমর্থঃ সএব মূকঃ। যঃ পুনস্তথ্যং হিতবাক্যং চ ন শৃণোতি সুহৃদাং সএব বধিরঃ।

শিষ্যঃ। কিমস্তি ন বিশ্বাসপাত্রম্ ?

গুরুঃ। নার্য্যেব।

শিষ্যঃ। কিমেকং তত্ত্বম্ ? কিমুত্তমং লোকে ? কিং কৃত্বা কর্ম্ম ন শোচনীয়ঃ ?

গুরুঃ। শিবমদ্বিতীয়ং যৎ তদেব তত্ত্বম্। সচ্চরিতমেব উত্তমম্। কামারিকংসারিসমর্চ্চনরূপং কর্ম্ম কৃত্বা ন কদাপি, শোচনীয়োঽস্তি লোকে।

শিষ্যঃ। কিং সত্যম্ ?

গুরুঃ। প্রাণিহিতং যদেব।

শিষ্যঃ। দেয়ং পরং কিম্ ?

গুরুঃ। সদৈবাভয়দানং পরং দেয়ম্।

শিষ্যঃ। মনসশ্চাতি নাশঃ কঃ ?

গুরুঃ। মোক্ষঃ।

শিষ্যঃ। ক্ব সর্ব্বথা ভয়ং নাস্তি ?

গুরুঃ। বিমুক্তৌ।

শিষ্যঃ। শল্যং পরং কিম্ ?

গুরুঃ। নিজমূর্খতৈব।

শিষ্যঃ। কে কে হ্যুপাস্যাঃ ?

গুরুঃ। গুরবো জ্ঞানবৃদ্ধাশ্চ।

শিষ্যঃ। প্রাণহরে কৃতান্তে হ্যুপস্থিতে কিমাশু সুধিয়া প্রযত্নাৎ করণীয়ম্ ?

গুরুঃ। সুখদং মমঘ্নং মুরারিপাদাম্বুজং বাক্‌কায়চিত্তৈশ্চিন্ত্যম্।

শিষ্যঃ। কে দস্যবঃ ?

গুরুঃ। কুবাসনাখ্যাঃ।

শিষ্যঃ। মাতেব কা ?

গুরুঃ। সুখদা সুবিদ্যা।

শিষ্যঃ। কুতো হি সততং ভীতির্ব্বিধেয়া ?

গুরুঃ। ভবকাননাৎ।

পিষ্যঃ। বুদ্ধা ন বোদ্ধুং পরিশিষ্যতে কিম্ ?

গুরুঃ। শিবং প্রশান্তং সুখবোধরূপম্।

শিষ্যঃ। কস্মিন্ জ্ঞাতে সতি সর্ব্বমিদং বিদিতং স্যাৎ ?

গুরুঃ। সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণবোধে।

শিষ্যঃ। কিং দুর্ল্লভং লোকে ?

গুরুঃ। সদ্‌গুরুরেব দুর্ল্লভঃ।

শিষ্যঃ। কো দুর্জ্জয়ঃ ?

গুরুঃ। মনোজঃ।

শিষ্যঃ। পশোঃ পশুঃ কঃ ?

গুরুঃ। প্রাধীতশাস্ত্রস্যাপি যস্যাত্মবোধো ন জায়তে যশ্চ ধর্ম্মং নাচরেৎ।

শিষ্যঃ। মিত্রায়মানাঃ শত্রবঃ কে ?

গুরুঃ। আত্মজাদয়ঃ।

শিষ্যঃ। বিদ্যুচ্চলং কিং?

গুরুঃ। ধনযৌবনায়ুঃ।

শিষ্যঃ। কণ্ঠং গতৈরপ্যসুভিঃ কিং ন কার্য্যং কিং বা বিধেয়ম্?

গুরুঃ। পাপং ন কার্য্যং পুণ্যকার্য্যং চ কার্য্যম্।

শিষ্যঃ। কর্ম্ম কিং?

গুরুঃ। যত্তু মুরারেঃ প্রীতিকরম্।

শিষ্য। ক্কাস্থা ন কার্য্যা?

গুরুঃ। ভবাব্ধৌ।

শিষ্য। অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্?

গুরুঃ। সংসারমিথ্যাত্বং শিবাত্মতত্ত্বঞ্চ।

এতাবতীং গুরুশিষ্যপ্রশ্নোত্তরব্যপদেশেন কুলাচার্য্য-বশিষ্ঠদেবমুখাদুপদেশসুধাং নিপীয় স জিতাত্মা সিন্ধাদিরাষ্ট্র-পালকো মহারাজো বীরসেনঃ সাদরং পপ্রচ্ছ ভগবন্! ভবতা যৎ সদ্‌গুরোর্দুর্লভত্বমুক্তম্। কিন্তস্য লক্ষণং কৃপয়া ব্রূহি তদাকর্ণ্য বশিষ্ঠদেবোঽব্রবীৎ। জগৎপ্রণম্য এব স সদ্‌-গুরুঃ কিমস্য লক্ষণং কেনাপি বক্তুং শক্যতে যতঃ সাক্ষাদ্‌-ব্রহ্মৈব সঃ অতএব;—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥"

বৎস! অনেনৈব নমস্কারলক্ষণেন সদ্‌গুরুতত্ত্বং বোদ্ধব্যং

ভবতা। নিশম্যৈতৎ পুনর্ব্যজিজ্ঞপদ্রাজা বুদ্ধং ভবৎ-প্রসাদাৎ ভবাদৃশা এব সদ্‌গুরবো লোকে অতো ভূয়ঃ পৃচ্ছামি ভগবন্তং ভক্তিজ্ঞানয়োঃ কঃ পন্থা আশ্রয়ণীয়ো মাদৃশৈঃ সংসারান্ধকূপনিমগ্নৈস্তদেবোপদেষ্টুমর্হতি ভগবাননুকম্পয়া, আকর্ণ্যৈতদ্রাজবাক্যমাহ মুনিপ্রবরো বশিষ্ঠঃ। রে বৎস! উভয়োরেকতরাশ্রয়েণৈব নিঃশ্রেয়সায়ালং তথাপি ভক্তিমূলকং হি তত্ত্বজ্ঞানমিতি শাস্ত্রকৃদ্ভিরুক্তম্। যথা,

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্॥"

রাজোবাচ।

ধর্ম্মাত্মন্! ক্বচিদ্ভগবতি নিতরাং নিষ্ঠস্য সন্ধ্যাবন্দনাদিনিত্যকর্ম্মাকুর্ব্বতোঽপি প্রত্যবায়ো ন স্যাৎ ক্বচিচ্চ নিত্যাদ্যকরণে মহানপি সাধকোঽধর্ম্মভাক্ ইত্যাদিশ্রূয়মাণৈরস্মাভিঃ কিমপি নিশ্চেতুং নৈব শক্যতে অত ইত্যত্র সর্ব্বজ্ঞানাং ভগবতাং মতমাপৃচ্ছামি।

বশিষ্ঠদেব উবাচ।

সিন্ধুনাথ! ব্রহ্মনিষ্ঠৈস্তত্ত্বজ্ঞপুরুষৈরপি লোকসংগ্রহার্থং অবশ্যং নিত্যকর্ম্মাদিকরণীয়ম্ কিন্তু অকরণেঽপি নৈব তেষাং কর্ত্তৃত্বাদ্যভিনিবেশরহিতানাং কোঽপি প্রত্যবায়ঃ তথাচেত্যত্র শঙ্কিতাত্মানমর্জ্জুনম্প্রতি স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবোঽপ্যুক্তবান্ তচ্ছ্রুত্বা নিঃসংশয়ো ভব। যথা,

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অতস্ত্বং তমেব শরণমুপৈহি রাজন্ একমদ্বৈতং নিত্যা

নন্দৈকরসং শুদ্ধচৈতন্যরূপং সর্ব্বাত্মানং বাসুদেবং ইত্যুক্ত্বা বিররাম বশিষ্ঠঃ।

সূত উবাচ।

ভোঃ শৌনকাদিমহর্ষয়ঃ এবং স সম্রাড্‌বীরসেনঃ প্রতিদিনং কুলাচার্য্যং মহাপ্রাজ্ঞং বশিষ্ঠমুনিমাশ্রিত্য শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদ্যভ্যাসবলেন জীবন্মুক্তঃ সন্ সুচিরং সাম্রাজ্যসুখমনুভূয় নিজৌরসে পুত্রে ভূমের্গুর্ব্বীং ধুরং নিবেশ্য চরমে ভাগবতীং গতিং লেভে। ততঃ সৌবীরীকৈরাতী চ তং পৃথ্বীনাথং নাথমালিঙ্গ্য জ্বলচ্চিতামন্বারুরুহতুঃ।

অতএব য ইদং মানবো বাচস্পতিমিশ্রসিন্ধুনাথাভ্যাং সহ শনৈশ্চরচরিতং নিত্যং শনিবাসরে বিশেষতো গ্রহরাজং সৌরিং সমর্চ্চ্য দ্বিজাতিভ্যো দত্ত্বা প্রসাদং গৃহীত্বা চ সমাহিতঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি স ত্বিহ দিব্যভোগান্ ভুক্ত্বা অন্তিমে ব্রাহ্মীং গতিং লভেত শনৈশ্চরপ্রসাদতঃ শৌনক! ইতি নিঃসংশয়ং জানীহি। শ্রুত্বৈতন্মহদাশ্চর্য্যং চরিতং শৌনকো ভূয়োঽম্বরোৎসীৎ সূতং শ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রভৃতিসমাধিসাধনোপায়ং জিজ্ঞাসু র্জীবন্মুক্তাদিলক্ষণবিজ্ঞানার্থঞ্চ। এবং শুশ্রূষুভিস্তৈরনুরুদ্ধো মুনিপ্রবরৈঃ সমব্রবীৎ সূতঃ।

কালান্তরে বঃ সর্ব্বং অস্যৈব গ্রন্থস্য দ্বিতীয়খণ্ডমাশ্রিত্য বীরসেনস্য গন্ধর্ব্বনগরগমনাদিসহিতং শ্রাবয়িষ্যামি অনুমন্যতামদ্য নরনারায়ণদর্শনায় বদর্য্যাশ্রমং গন্তুমিচ্ছামি মুনয় ইত্যনুমতস্তৈর্ভার্গবাদিভিঃ সংশিতব্রতৈর্বেদজ্ঞৈর্বিপ্রৈঃ সূতো বদরীকাননাভিমুখং প্রতস্থে হরিং চরাচরগুরমনুস্মরন্।

সমাপ্তোঽয়ং প্রথমখণ্ডো গ্রন্থঃ। ওঁ।

শনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিত্র।

প্রথম অধ্যায়।

কেহ বলে যেই বিভু বিঘ্ন-বিনাশন।
গণাধিপ বিশ্ববন্দ্য অখিল-কারণ॥
কেহ যাহে কহে শিব কেহ বা কেশব।
কেহ বলে দুর্গারূপে দলেন দানব॥
চিদানন্দময়ী তিনি সর্ব্বশক্তিসার।
কেহ কহে সূর্য্যরূপে প্রকাশে সংসার॥
পুরুষ-উত্তম সত্যময় সত্যকাম।
জ্ঞাতা জ্ঞেয় সেই প্রভু সর্ব্বজ্ঞানধাম॥
প্রকৃতি পুরুষরূপ নিত্য পরাৎপর।
প্রকৃতি বিকৃতি-ভিন্ন ব্যাপ্ত চরাচর॥

অমর কিন্নর নরে, ভূচরে কি জলচরে,
নিরন্তর বসেন অন্তরে।
আত্মরূপে দয়া করি, গুণ দোষ পরিহরি,
মনস্তাপ হরে সেই হরে॥

কোন সময়ে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত কাশী কাঞ্চী অবন্তী প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক নৈমিশারণ্যক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। শৌনক প্রভৃতি নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ সহসা সূতকে সমাগত দেখিয়া যথাবিহিত সমাদরে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তাহাতে সূত আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধে দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় তাঁহাদের চরণতলে নিপতিত হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিগণের অনুমতি ক্রমে দর্ভময় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিগতশ্রান্তি হইলে, স্বাগতাদি কুশলপ্রশ্নের পর সশিষ্য শৌনক কহিলেন সূত! সংপ্রতি কোন্ তীর্থ হইতে এখানে আগমন করিলে? বৎস! তুমি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপায় একমাত্র বেদব্যতীত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রসাগরে অবগাহন করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই!! অতএব তোমার নিকট আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, সেই বিষয়ের সবিস্তর বর্ণন করিয়া সংশয়ান্ধকার অপনয়ন কর। মহর্ষি-পরম্পরায় এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন সময় সূর্য্যনন্দন মহাগ্রহ শনৈশ্চর নাকি মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে কোন পণ্ডিতপ্রবর বিপ্রের গৃহে আসিয়া ছদ্মবেশে বেদাদি অধ্যয়ন করেন, পরে সেই ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আত্ম পরিচয় দিয়া তাঁহাকে অলোকসাধারণ দৈবশক্তি প্রদান করেন। ঐরূপ আরও কোন কোন মহাত্মা না কি প্রথমত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে গ্রহপ্রবর সূর্য্যতনয়ের অনুকম্পায় এই ভূমণ্ডলে অতুল বৈভবের অধিকারী হইয়াছিলেন? বৎস! লোমহর্ষণে! পুরাতত্ত্ব বিষয়ের কোন বৃত্তান্তই বোধ হয় তোমার বুদ্ধির অগোচর নাই অতএব এই পৌরাণিক বিবরণটী আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া চিত্তের চরিতার্থতা সম্পাদন কর।

এতাবৎ শ্রবণে সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই পাপতাপ-বর্জ্জিত; সুতরাং আপনাদিগের দর্শন মাত্রে সংসারবদ্ধ জীব

তৎক্ষণাৎ পরমপবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়। বোধ হয় আমার জন্মান্তরীণ কোন সুকৃতির উদয় হইয়া থাকিবে সেই জন্যই অদ্য আমি আপনাদিগের দুর্ল্লভ চরণ সন্দর্শনের অধিকারী হইলাম। সংপ্রতি আপনারা যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তৎসমস্ত বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। দেখুন্, শ্রুতি এই কথা বলেন যে, পিতাই পুত্ররূপে ভার্য্যার উদরে জন্মগ্রহণ করেন, অতএব ছায়ানন্দন শনৈশ্চরকে স্বয়ং দিবাকরের আবির্ভাব বলিয়াই জানিবেন।

একদা সেই ছায়া-গর্ভসম্ভূত মহাত্মা শনিগ্রহ নিজপিতা জগদীশ্বর সূর্য্যদেবকে বিজনদেশে দেখিতে পাইয়া পরমভক্তিসহকারে প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, দেব দেব! প্রভো! আপনিই এই নিখিল ভূমণ্ডলের একমাত্র কারণস্বরূপ; আপনিই এই সচরাচর বিশ্বের অন্তরে আত্মরূপেও বহিঃ কালরূপে বিচরণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন; হে সর্ব্বসাক্ষিন্! এই ভূগোল-চক্রমধ্যে কোন বস্তুই আপনার অবিদিত নাই। পিতঃ! যদি আমার প্রতি কিছু কৃপা থাকে তবে বলুন পৃথিবীতে গিয়া কোন্ বেদবিদ্যা-বিশারদ বিপ্রবরকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া শাস্ত্রসমুদ্রের পারদর্শনে সমর্থ হইব॥ ১—৪॥

সূর্য্যদেব প্রিয়পুত্র শনৈশ্চরের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে বাৎসল্যে পরিপ্লুত হইয়া সুমধুর বাক্যে কহিলেন, রে বৎস! তুমি অতি গম্ভীরমতি অতএব আমি যেরূপ বলি অবধারণ পূর্ব্বক যাহাতে শ্রেয় হয় সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। অমরকুলের আচার্য্য বৃহস্পতি কোন গূঢ়কারণ বশতঃ সুরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহিতলে যাইয়া কোন বিপ্রবংশে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। পরন্তু, দেবপূজ্য জগদাচার্য্য বৃহস্পতি মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যরূপী হইলেও তাঁহার সেই চির আরাধিত নিগমাদি শাস্ত্র সকল ধেনুর অনুগামী বৎসযূথের ন্যায় সমস্তই অনুগত হইয়াছে।

বৎস! যেমন চন্দ্রকৌমুদী সকল জগদাহ্লাদকর ভগবান্ চন্দ্রমাকে ছাড়িয়া কদাচ থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যাকলারাও আত্মবিদ্যাবিশারদ লোকগুরু বৃহস্পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই॥ ৫—৯॥

ইদানীং সেই তপস্তেজাঃ কবিবর অঙ্গিরা-কুলবর্দ্ধন পৃথিবীতে বাচস্পতিমিশ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নানা দিগ্‌দেশসমাগত অযুত শিষ্যকে অন্ন দানাদি দ্বারা প্রতিপালন পূর্ব্বক বেদপ্রভৃতি বিবিধশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন। রে বৎস! যদি তোমার বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র জানিবার ইছা থাকে, তবে সেই মহাত্মার নিকটেই গমন কর; তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সর্ব্বতো মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে। কেননা সেই বিপ্রর্ষি স্বীয় যোগ-প্রভাবে জীবনিবহের নিগ্রহ বা অনুগ্রহ উভয় বিষয়েই সমর্থ। বিশেষতঃ সেই মহাত্মা বৃহস্পতি আমার অতীব প্রিয়ভক্ত এবং তোমার প্রতিও তিনি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতেন অতএব তাঁহার নিকট গিয়াই নিগমাদি শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন কর।

বৎস! কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করাই মুখ্যোদ্দেশ্য নহে সমস্ত শাস্ত্রের চরমফলস্বরূপ ব্রহ্মবিষ্ঠা হৃদয়ে অবধারণ কর, তাহার পর সেই মহাত্মা আচার্য্যপ্রবর বাচস্পতিমিশ্রকে সবিশেষ সংবর্দ্ধিত করিয়া লোকমধ্যে নিজ মহিমা দেখাইয়া পুনরায় এই সুরলোকে প্রত্যাগমন কর॥ ১০—১৪॥

গ্রহরাজ সৌরি লোকনেত্র ভগবান্ সূর্য্যদেবের এইরূপ উপদেশ শ্রবণে বিপ্রবেশে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পিতৃবাক্য সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে স্রোতস্বতী গণ্ডকীকূলে কল্যাণনগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় পান্থগণ স্বস্ব প্রয়োজনানুসারে ইতস্তত গমন করিতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ওগো! সর্ব্বদা শিষ্যগণের অধ্যাপনা-ব্রতপরায়ণ পণ্ডিতচূড়ামণি বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় এই

গ্রামের কোনখানে থাকেন, আমায় বলুন ত। পথিকসকল ছাত্র-বেশধারী গ্রহপ্রবর শনৈশ্চরের অমৃতায়মান-বাক্য শ্রবণে প্রথমে কোন উত্তর না করিয়া কেবল তাঁহার সেই দেবতুল্য মধুময় কান্তির প্রতি নির্নিমেষনেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ॥ ১৫—১৮ ॥

ক্রমশঃ পৌরবাসিরাও তথায় দুই চারিজন করিয়া অনেকেই উপস্থিত হইলে, তাহারাও কিয়ৎকাল পান্থগণের ন্যায় বিহ্বলচিত্তে তাঁহার সেই জনমনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-শোভায় সুশোভিত অলোক-সাধারণ মানুষী মূর্ত্তি দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ইনি কে? কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হ'লেন? আহা! কি চমৎকার মূর্ত্তি দেখেছ? অঙ্গাবয়ব সকল ঠিক্ যেন কেহ তপ্ত-সুবর্ণ ঢালিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে!! যদিচ ইনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশ ধরিয়া রহিয়াছেন কিন্তু ইহাঁর অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই দেবপুত্র বলিয়া বোধ হয়!! ॥ ১৯—২০ ॥

তদনন্তর, তাহারা সকলেই একান্ত ভক্তিভাবে বারংবার প্রণাম করিয়া বিনয়নম্রবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল; ভগবন্! আপনাকে কোন মুনিবরের বংশধর বলিয়া বোধ হইতেছে; আমরা আপনার নিকট কখনই মিথ্যা বলিব না। এই নগরীর নাম মঙ্গলা; আপনি যাহাঁর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সেই পণ্ডিতবর বাচস্পতিমিশ্র ঠাকুর এই গ্রামেই বাস করেন। বিদ্যার্থী যে কোন শিষ্যই আসুন না কেন তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না বস্তুতঃ সমাগত শিষ্য-মাত্রকেই অন্ন দিয়া পড়াইয়া থাকেন ॥ ২১—২২ ॥

তখন, সূর্য্যনন্দন শনৈশ্চর তাহাদের মুখে এইকথা শুনিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কবিপ্রবর বাচস্পতিমিশ্রের গৃহোদ্দেশে যাইবার জন্য সমুদ্যত হইলেন ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর ভগবান্ সৌরি তাঁহার গৃহের নিকটে আসিয়া দূর হইতে দর্শন মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই সেই মহাত্মা

বাচস্পতিমিশ্র; অমনি দ্রুতপদে যাইয়া দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন॥ ২৪॥

পদতলে প্রণত সৌরির প্রতপ্তহেম-বিনিন্দিত শরীর-সৌন্দর্য্য দেখিয়া বেদবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ সশিষ্য বাচস্পতি 'ইনি কে' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন॥ ২৫॥

ইতি শ্রীশনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিতে প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! অনন্তর বিপ্রবর্য্য মিশ্রবাচস্পতি তাঁহার তাদৃশ সুকুমারমূর্ত্তি সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! তুমি কে? সম্প্রতি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলে, বৎস! তোমার নাম কি? ঈদৃশ দেবতুল্য সুভগ-শরীর পরিগ্রহে কোন্ ভাগ্যবান্ দ্বিজকুল সমুজ্জ্বলিত করিয়াছ? বৎস! যদিচ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তথাপি তোমার এই অলৌকিক শরীর-শোভা সন্দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কোন দেবপুত্র হইবে। বৎস! কি অভিলাষে এখানে আসা হইয়াছে? মনের যাহা অভিপ্রায় অকপটে ব্যক্ত কর, ফলতঃ তুমি যে, কোন মহৎকুলের বংশধর তাহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি॥ ১-৩॥

মহাতেজাঃ সূরনন্দন সৌম্যমূর্ত্তি গুরুর মুখে এইরূপ আশ্বাসপ্রদ বাক্য শুনিয়া ভক্তিভরে বিনত-মস্তক হইয়া কহিলেন, দেব! ব্রহ্মর্ষি-কশ্যপকুল-সম্ভূত এই দ্বিজকুমার সম্প্রতি আপনার শরণাগত শিষ্য হইল। অপর কিছুই অভিপ্রায় নাই; ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয়ে ভগবানের চরণসেবায় নিরত হইব এইমাত্র ইচ্ছা। গুরুদেব! আমি এইস্থলে থাকিয়া সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক কিছু-কাল গুরুসেবা করিব ইহাই আমার স্থিরসঙ্কল্প জানিবেন, এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দিয়া আমায় চরিতার্থ করুন॥ ৪-৭॥ কবিবর বাচস্পতিমিশ্র বিপ্ররূপী সূর্য্যনন্দনের এই কথা শুনিয়া

প্রীতিসহকারে "তাহাই হউক্" বলিয়া সেইদিন হইতেই তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥ তদনন্তর, গ্রহরাজ শনৈশ্চর কিয়ৎকালের মধ্যেই সাঙ্গবেদ, উপবেদ, পুরাণতত্ত্ব, মন্বাদিসংহিতা এবং গান্ধর্ব্ববিদ্যাপ্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল হৃদয়ে ধারণ করিলেন। মহর্ষিগণ! আপনারা বিস্মিত হইবেন না, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; গ্রহবরসৌরি পরমতত্ত্বজ্ঞ; কেবল পিতৃকোপে পতিত হইয়া তিনি কিছুদিনের জন্য সমস্ত বিস্মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্ দিবাকর যে দিনে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পড়িতে অনুমতি দিলেন, সেই দিন অবধিই পূর্ব্বস্মৃতির পুনরুদয় হয়; তথাপি যে, অধ্যয়নার্থে ভূলোকে আসা সে কেবল শাপকালের অবসানপ্রতীক্ষা আর সংসারে গুরুগৌরব-পদের রক্ষার উদ্দেশেই জানিবেন ॥ ৯-১০ ॥ অতএব দিনকর-নন্দন শনৈশ্চর গুরুসেবা-প্রভাবে অচিরে সমস্ত বিদ্যায় কৃতী হইয়া হস্তে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনয়াবনতমস্তকে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুবাচস্পতির সম্মুখে যাইয়া মধুরস্বরে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে সর্ব্বতোভাবে আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; যদিচ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা বিদ্যা দানের সহিত নিষ্ক্রয় হইতে পারে, তথাপি শাস্ত্রও শিষ্টপরম্পরাগত প্রথানুসারে আমি নিবেদিতেছি, আপনার মনে যাহা অভিলাষ থাকে ইচ্ছামত আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা দিলে কথঞ্চিৎ আপনার পরিতুষ্টি হইতে পারে? দ্বিজবর! যদি ইহলোকে কোন সুদুর্ল্লভ বস্তুও হয়, তথাপি জানিবেন যে, আমি তাহা অবশ্যই প্রদান করিব। কেননা একেত আপনি লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ সাক্ষাৎ সুরাচার্য্যসদৃশ; তাহাতে আবার আমি আপনাকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়াছি, সুতরাং আপনি আমার সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়, অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহারই বিধান করুন ॥ ১১-১৫ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক! তখন, সুরলোক প্রতিগমনে সমুদ্যত সূর্য্যনন্দন গ্রহরাজ শনৈশ্চর সেই বিদ্বজ্জন-বরেণ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রশান্ত-মূর্ত্তি অগাধ-বোধস্বরূপ গুরু বাচস্পতিকে এইরূপ নানা স্তুতিবাক্য দ্বারা ভক্তিভরে স্তব করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীশনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিতে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, লোমহর্ষণ-নন্দন! তুমি যাহা বলিলে, ইহাতে আমাদের অন্তঃকরণে অতি আশ্চর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আহা! তুমি অতীব ভাগ্যবান্! কি চমৎকার কথাই বলিলে! এই পীযূষসদৃশ পুরাবৃত্ত কর্ণরন্ধ্রে পান করিলে অন্তর্গত সমস্ত পাপরাশি ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়; এমন কি শারীরিক ব্যাধি পর্য্যন্তও দূরে পলায়ন করে॥১-২॥ ইহা পুরুষের আয়ুঃ কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনকারী এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সমস্ত দুঃখ ও শোক মোহাদির সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকে না; অধিক কি ইহা ভবকানন-দাহনে একমাত্র প্রচণ্ড-দহনস্বরূপ॥ ৩॥ বৎস! বেদবেদান্ত-পারদর্শী তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ সমস্ত শাস্ত্রসমুদ্র নির্ম্মন্থন পূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া কহিয়া থাকেন যে, জীবের ভোগ মোক্ষপ্রদ ভগবান্ সূর্য্যদেবই সাক্ষাৎ নারায়ণ। আহা! যিনি জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিত, সেই বিশ্বপ্রকাশক পরমাত্মা দিবাকর স্বয়ংই পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! রে বৎস! পৃথিবীতে যাহাদের বক্তৃতাশক্তি আছে, আমি স্থিরজানি কেহই তোমার সদৃশ নহে; সেই গ্রহরূপী জনার্দ্দন কোন গূঢ়কারণ বশতঃ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই সমস্ত চরিত্রগাথা বর্ণনা করিয়া আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত কর। কেননা সেই দিবাকর-তনয়ের চরিত কথা মহাত্মাদিগেরও অতীব চিত্তপাবন-কর। তখন, লোমহর্ষণনন্দন সূত মুনিগণমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া পরাৎপর গুরু পরব্রহ্ম হরিকে অন্তরে স্মরণ করিতে করিতে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪—৮॥

মহর্ষিগণ! আমি জানি মহাত্মাদের স্বতঃসিদ্ধ এমনই গুণ যে, কোন ক্ষুদ্রলোকও চরণচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহারা সেই নিজ ঔদার্য্যগুণে তাহাকে সমস্ত লোকের পূজ্য করিয়া তুলেন। অধিক কি যাঁহারা জগতে জীব-পবিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহারাও যখন আপনাদিগের সন্দর্শনে পবিত্রতা লাভকরেন; তখন, মাদৃশ সাধারণ জীবের কথা আর কি বলিব? বস্তুত আপনারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যখন আমার মুখে পুরাবৃত্ত কথা শুনিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, তখন, নিশ্চয়ই অদ্য আমার কোন পুরাকৃত সুকৃতের পরিপাক হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আপনারা যখন, সকলেই আমারপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিতে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন যথামতি অবশ্যই আদেশপালন করিব, আপনারা অবহিতচিত্তে সেই ছায়া-সম্ভূত গ্রহরাজ শনৈশ্চরের চিত্তপূতকর দিব্য মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করুন। দেখুন, বেদবাদী মুনিরা বেদের আদ্যোপান্ত তাৎপর্য্য বুঝিয়া মুক্তকণ্ঠে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর একমাত্র ভগবান্ সূর্য্যদেবেরই নামান্তর। অতএব অদ্য আমি সেই ভগবান্ দিননাথকেই পরমভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া সর্ব্ব সংশয়-পরিশূন্য দেবগুহ্য গ্রহরাজ সৌরির মহিমা বর্ণন করিব। এই বলিয়া সূত পুনরায় ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর, বিপ্রবর্য্য গুরু বাচস্পতি, শিষ্য সূর্য্যনন্দনের অদ্ভুত বাক্য শ্রবণমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তৎকালে তাঁহার রসনা হইতে কোন কথাই নিঃসৃত হইলনা; কিয়ৎক্ষণ কেবল মূকের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন॥ ৯—১২॥

পরে তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, রে বৎস! অদ্য আমি তোমার ভক্তিমাখা কথাতেই যথেষ্ট দক্ষিণা লাভ করিলাম, আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বথা তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক্; এক্ষণে স্বীয় অভীষ্ট দেশে গমন কর; পরন্ত তোমার

একটী কথাতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। সত্য করিয়া বল দেখি তুমি ছদ্মবেশী দ্বিজ কিনা? রে সৌম্য! যদি গুরুগৌরব রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধহয়, তাহা হইলে আমার কাছে মিথ্যা বলিওনা; যথার্থ বলদেখি তুমি কে? কোথা হইতে এখানে আসা হইয়াছিল? তুমি যে, ছদ্মরূপী দ্বিজ, তাহাতে আমার মনে কোন সংশয় হইতেছেনা; ভাল, বলদেখি, প্রকৃতরূপে তুমি দেবপুত্র কিনা? ॥ ১৩—১৬ ॥

ইতিশ্রীশনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিতে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

গুরুদেব বাচস্পতি মিশ্র এইমত জিজ্ঞাসা করিলে, সূরনন্দন গ্রহবর শনৈশ্চর কহিলেন, ব্রহ্মন্! যখন আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি, তখন, কদাচ মিথ্যা বলিবনা; অকপটে প্রকৃতকথা বলিতেছি শ্রবণ করুন্॥ ১—২॥

দেখুন, বেদতত্ত্ববিৎ মুনিগণ সমস্ত বেদার্থ নিশ্চয়পূর্ব্বক যাঁহাকে ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু, কখন শিব, কখন সূর্য্য, কখন বা নারায়ণ ইত্যাদি নানানামে কীর্ত্তন করিয়াথাকেন; ফলতঃ যিনি এই নিখিলবিশ্বের বীজস্বরূপ, আমাকে সেই দেবদিবাকরেরই ঔরসে ছায়াদেবীর গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া জানিবেন। পিতা আমায় এইরূপ আদেশ করেন যে, "তুমি ভূতলে সুরাচার্য্য বাচস্পতি সদৃশ তত্ত্বদর্শী বাচস্পতি মিশ্রের নিকটে গিয়া অধ্যয়ন কর, আমি সেই পিতৃআজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়াই বেদাদিশাস্ত্র গ্রহণ মানসে মর্ত্ত্যলোকে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম; সম্প্রতি আপনার প্রসাদে সকল মনোরথ সফল হইয়াছে। গুরুদেব! আমি দীর্ঘকালাবধি পিতৃচরণ দর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছি; আপনার অনুমতি পাইলেই পিতার পাদপঙ্কজ সন্দর্শন কামনায় পুনরায় সুরলোকোদ্দেশে যাত্রা করি॥ ৩—৬॥

সূত কহিলেন, ভার্গব! বিপ্রবর্য্য বাচস্পতি শনৈশ্চরের ঈদৃশ অদ্ভুত বাক্যশ্রবণে ভয় এবং আনন্দে একেবারে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া মুহূর্ত্তকাল অবশেন্দ্রিয় জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন; পরে, প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, রে বৎস! আমি তোমার লোকাতীত গুণগ্রাম দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তোমার এতাদৃশ সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিনী, মেধাবিনী অথচ শাস্ত্রপ্রবেশিনী বুদ্ধি দেখিয়া এক

প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে, ইনি কখনই মনুজ-কুলসম্ভূত নহেন; কেন না, এরূপ অমানুষীশক্তি কখনই মর্ত্ত্যধর্ম্মার মতিকে আশ্রয় করেনা। যাহাহউক্, গ্রহেশ্বর! পূর্ব্বে তোমার বিষয়ে আমার যে একটী দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্য তোমার প্রকৃততত্ত্ব জানায় তাহা সর্ব্বতোভাবে অপনীত হইল; বাস্তবিক বলিতেছি বৎস! আজ আমি আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলাম ॥৭—১০॥

বৎস! যদি তোমার একান্তই গুরু পরিতুষ্টির নিমিত্ত কিছু দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাহইলে, আমার মনের অভিলাষানুযায়ী এই বর দেও যাহাতে আমি যাবজ্জীবন কখন যেন তোমার অশুভদৃষ্টিতে পতিত না হই ॥ ১১-১২ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক! অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা গ্রহপ্রবর সৌরি আচার্য্যের এইরূপ অদ্ভুত বরের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কোনকথাই কহিলেন না পরিশেষে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহার বাক্যের এইরূপ উত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ প্রার্থনা করিলেন ইহা একপ্রকার অস্মদাদির ও অসাধ্য জানিবেন। কেননা, সমস্ত দিক্‌পাল বা গ্রহাদি দেবতাগণ কেহই স্বতন্ত্র নহেন; বস্তুত আমরা সকলেই নিয়তীর বাধ্য!। তথাপি আমি গুরুগৌরব রক্ষার জন্য যাহা দিতে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, শ্রবণ করুন্। আপনার প্রতি যতদিন আমার বিরুদ্ধ-দৃষ্টি থাকিবে তাবৎ কালের মধ্যে আপনার কোন কষ্ট হইবে না; কিন্তু শেষে একদিন মাত্র আপনি আমার সম্পূর্ণ কোপদৃষ্টিতে পতিত হইবেন; যদিচ আপনি তাহাতে বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন, তথাপি আমি আপনাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিবর্দ্ধিত করিব, এবিষয়ে কখনই অন্যথা হইবে না জানিবেন ॥ ১৩—১৬ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! রবিনন্দন শনিগ্রহ গুরুকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন

এবং নিজ পিতা বিশ্বভাস্বর ভাস্বান্ দেবের চরণদর্শন কামনায় আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ভূলোক মায়া-বিসর্জ্জন দিয়া দ্যুলোক-পথোদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ১৭ ॥

এদিকে বিপ্রবর্য্য বাচস্পতি শিষ্য শনৈশ্চরের কথা শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন; পরে দৈবকার্য্য নিতান্ত অনিবার্য্য জানিয়া অগত্যা সেই দিনাবধি প্রত্যহ দিন গণনা করিতে করিতে অপরাপর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদিন সেই দ্বিজবর সহসা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া শেষে বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আজই সেই সর্ব্বনেশে শেষদিন !! (যেদিনের কথা মহাত্মা সূর্য্যতনয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন) হা ! হতবিধে ! তোমার মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক !! বোধ হয় আজ্ আর আমার নিস্তার নাই। এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তার পর পরিশেষে বিপ্রবর বাচস্পতি যথাবিধি প্রাতঃকর্ত্তব্য সকল সমাধান করিয়া মনে মনে সেই সর্ব্ববিঘ্নহারী বিশ্ব-নিয়ন্তা অব্যয় পুরুষ পরব্রহ্ম সনাতন দেব হরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর হস্তে পুষ্পকরণ্ডিকা লইয়া দিবাকর নন্দন গ্রহরাজ শনৈশ্চরকে ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুলিতচিত্তে ধীরে ধীরে নিজ আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। কিছুদূর যাইয়া একটী সুন্দর উপত্যকা মধ্যে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, তথায় একটী চিত্তহারী কুসুমকানন পুংস্কোকিলগণের কুহুকুহু কলধ্বনিতে যেন সচেতন হইয়া অদূরস্থ পান্থদিগকে আহ্বান করিতেছে। তাহার সঙ্গেসঙ্গে আবার মধুলোলপ প্রমত্ত অলিকুল গুন্‌গুন্ স্বরে গুঞ্জন করিতে করিতে মধু লালসায় যথে যথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত মুকুলিত মালতী সকল বিদলনে প্রবৃত্ত হইতেছে। কোনদিকে দাত্যূহ ওকলবিঙ্ক প্রভৃতি বিহঙ্গশ্রেণী সহকার তরুর শাখায় বসিয়া কাকলী কোলাহল ধ্বনিতে

সেই কুঞ্জকাননকে একেবারে সঙ্কুলিত করিয়া তুলিতেছে; সেই উপবনের মধ্যে আবার গিরিনির্ঝরিণী-সংমিলিত জলাশয়ে পদ্ম, কুমুদ ও কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপূর্ব্ব-শোভাই ধারণ করিয়াছে! তাহাতে আবার তৎকালে মলয়সমীরণ প্রেমভরে আসিয়া আলিঙ্গন করায় তাহারা সেই আগন্তুকের আতিথ্য-সৎকার বাসনায় যেন ঈষৎ চঞ্চলিত হইয়াই অনবরত শীতল মধুগন্ধরাশি বিতরণ করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে পুলিনবাসী সারসদল আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মহাকোলাহল রবে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। কোথাও বা আম্র, আম্রাতক, জম্বীর, ভল্লাতক, বিভীতক, দাড়িম্ব ও বীজপূরক প্রভৃতি নানাবিধ ফলবান্ মহীরুহ ফলভারে অবনত-মস্তক হইয়া যেন বিমূঢ়চেতা উদ্ধত স্বভাব মানুষাকৃতি মূর্ত্তিমান্ নরপিশাচদিগকে ইঙ্গিতে জানাইতেছে যে, রে অজ্ঞানান্ধ নরপশো! এই দেখ, ফল না ধরিলে কখন কেহ নিজ ঔদ্ধত্য ভাব ছাড়িয়া সকলের নিকটে আপনার নম্রতা দেখাইতে সমর্থ হয় না। তাহার নিকটেই আবার চন্দন প্রভৃতি সুরভিময় পাদপ সকল চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি সুগন্ধ বিকিরণ পূর্ব্বক যেন সঙ্কেতের দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছে যে, রে গর্ব্বোন্মত্ত মানব! সদ্‌গুণ গন্ধ না থাকিলে কেহই ভাল বাসে না। এই দেখ, অতি খলমতি কাল-ভুজঙ্গগণও শৈত্যসদ্‌গন্ধে শীতল হইবার লালসায় তরুণী-চরণতল নিপতিত কামান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিরন্তর আমাদের পদপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে!। মধ্যে মধ্যে মল্লিকা, মালতী, জাতী, যূথী, শেফালিকা, বক, কুরুবক ও বাসকাদি নানাজাতি সুগন্ধাঢ্য কুসুম-নিকর স্বস্ব অঙ্গশোভা বিকাশিত করিয়া দিগঙ্গনা দিগকে একেবারে গন্ধে আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। কোনস্থলে বিদ্যাধর, কিন্নর, ও যক্ষ প্রভৃতি উপদেব সকল অপ্সরঃ প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাদের লইয়া মনোহর গীত বাদিত্র দ্বারা কন্দর্প বৃত্তির উত্তেজনা করিয়া স্বর্গ সুখ

অনুভব করিতেছেন। দ্বিজপুঙ্গব বাচস্পতি গিরি-নির্ঝরিণীতটে দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎক্ষণ ঈদৃশ দিব্য মনোহর উপকানন শোভা সন্দর্শন করিয়া আপনার ভবিতব্যতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭—৩০ ॥

এদিকে সেই সময় সেই প্রদেশের অধীশ্বর নরপতি বীরবাহুর একটী শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতে করিতে সহসা রক্ষক ভৃত্যবর্গের অলক্ষে অপহৃত হওয়ায় পৌরজন এবং অন্তঃপুরচারিণীদিগের হাহাকার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ তুমুল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। ক্ষণ-মধ্যে অমিতবিক্রম রাজা বীরবাহু কুমারাপহরণের কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধ ও শোকে এতদূর বিমোহিত হইয়া পড়িলেন যে, তৎকালে মুহুর্মুহুঃ তাঁহার অধরোষ্ঠদেশ কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর, ভৃত্য এবং রক্ষিসেনাসমেত নগরপালদিগকে ডাকা-ইয়া রাজকুমারের অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১—৩৪ ॥

সভৃত্য রক্ষিপুরুষেরা এইরূপ রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র ভয়ে বিহ্বলিতচিত্ত হইয়া অন্বেষণার্থে নানাদিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। পরন্তু, রাজকিঙ্করগণ পুনঃ পুন সমস্তদিক্ অন্বেষণ করিয়াও যখন কোনস্থলেই মহীপাল-নন্দনের কোন চিহ্ন মাত্রও প্রাপ্ত হইল না, তখন, সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। তৎকালে তাহারা রাজদণ্ড ভয়ে এতদূর বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে, একেবারে প্রাণের আশা ছাড়িয়া কেবল আর্ত্তনাদপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষে! একান্ত অনুজীবীদিগের অন্তঃকরণে এরূপ ভয়ের উদয় অসম্ভাবিত নহে। বস্তুতঃ তৎকালে সেই ভৃত্য এবং রক্ষিপুরুষেরা কোন প্রকার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল বারংবার পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত শেষে জীবনে হতাশ হইয়া শুষ্ককণ্ঠে প্রতিনিবৃত্ত হইল ॥ ৩৫—৩৮ ॥

কিঙ্করেরা রাজকুমারকে না পাইয়া রিক্তহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া নরপতি বীরবাহু ক্রোধে বিমূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আরক্তনেত্রে কহিলেন, রে বর্ব্বরগণ! আমি কি তবে তোদের এতকাল বৃথা প্রতিপালন করিলাম!! তোরা রাজপুত্রকে না লইয়া কি সাহসে এখানে ফিরিয়া আসিলি? এখন বলিতেছি যা রাজ-পুত্রের অন্বেষণ কর্। নদীপুলিন, ক্ষেত্র, খেট, খর্ব্বট, পর্ব্বত, গিরি-গুহা, নিকুঞ্জ এবং মুনিদিগের আশ্রমপ্রভৃতি সমস্ত দিক্ অনুসন্ধান পূর্ব্বক যেখানে পাস্ আমার পুত্রকে আনিয়া দে, অথবা তোদের কাছে আর অধিক কথার প্রয়োজন কি, রে মূর্খগণ! সংপ্রতি আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণকর, তোদের মধ্যে যে কেহ কুমারকে না লইয়া শুদ্ধহস্তে ফিরিয়া আসিবে, আমি নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মা কৃত-ঘ্নকে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। এই কথা বলিয়াই পুত্র-শোকে উপহতচেতা নরবর বীরবাহু পুনরপি নিজকিঙ্করদিগকে পুত্রের অনুসন্ধানজন্য বিসর্জ্জন করিলেন॥ ৩৯—৪৪॥

নরপাল বীরবাহু এইরূপ কঠোর আদেশ সহকারে বিদায় দিলে একত্র সংমিলিত কিঙ্কর এবং ভীষণমূর্ত্তি ভটগণ অত্যন্ত ক্ষুভিতচিত্তে পুনরায় রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া গ্রাম, নিকুঞ্জ, নদী ও নির্ঝর প্রদেশ এবং পর্ব্বতকন্দর প্রভৃতি চতুর্দ্দিক্ সবিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঈদৃশভাবে নানাস্থল বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাহারা দৈবগতিকে সেই পূর্ব্ববর্ণিত উপত্যকা সন্নিহিত উদ্যানে আসিয়া উপনীত হইল। সেই সময়েই সেই উদারমতি বিপ্রবর্য্য বাচস্পতি অনন্যমনে নিজভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘট-নার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পুষ্পভাজন হস্তে মৃদুমন্দ-পদ বিক্ষেপে উদ্যান হইতে নিঃসৃত হইলেন॥ ৪৫—৪৭॥ অহো দুর্দ্দৈব-মহিমা! ব্রাহ্মণ যত পথ গমন করেন ততোদূরই প্রতিপদে তাঁহার কুসুম-করণ্ডিকা হইতে রক্তবিন্দু নিঃস্রাবিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে

রাজভটগণ প্রথমে অতীব বিস্মিত হইয়া পড়িল; পরে সকলেই সশঙ্কভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার সেই নিরন্তর ব্রহ্মতেজঃ-প্রজ্বলিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের সকলেরই কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইয়া গেল; অনন্তর তাহারা শাপভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া বিনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৪৮—৫০ ॥

ভগবন্! আপনাদের অন্তর নিরন্তরই বিশ্বপাবনী ভাগীরথী সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মারা কখনই রাগদ্বেষাদির পরতন্ত্র নহেন; সেই সাহসেরপ্রতি নির্ভর করিয়া একটী কথা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসার অযোগ্য হইলেও অগত্যা এই রাজানুজীবীরা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছে। প্রভো! এই প্রদেশের অধিপতি মহারাজ বীরবাহুর একটী শিশুপুত্র সহসা ভৃত্যবর্গের অজ্ঞাতসারে অপহৃত হইয়াছে; সেই জন্যই আমরা চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কুত্রাপি পাওয়া যাইতেছে না; এক্ষণে ভগবান্‌কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি নিজদয়াগুণে সত্য করিয়া বলুন আপনার এই ফুলের শাজি হইতে অত রক্ত পড়িতেছে কেন? পণ্ডিতপ্রবর বাচস্পতি রাজকিঙ্করদের মুখে এইকথা শুনিবামাত্র অতি চকিতভাবে পুষ্পভাজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অনন্তর, সহসা করস্থ সঞ্চিত পুষ্পরাশি শোণিতাপ্লুত দেখিয়া একেবারে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; ক্রমে সেই অদ্ভুত কাণ্ডের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে, তিনি প্রচণ্ডবাতবেগে সমূলে উৎপাটিত রম্ভাতরুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। এইরূপে বিপ্রবর বিসংজ্ঞ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলে, সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহার সেই করস্থ পুষ্প ভাজনটীও উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। মহর্ষে! আশ্চর্য্যের

কথা শুনুন, যেমন তাঁহার পুষ্পকরণ্ডিকাটী উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধরাগত হইল, অমনি তাহা হইতে অপহৃত রাজকুমারের রুধিরাক্ত ছিন্ন-মস্তক এবং মণি মাণিক্যাদি-বিজড়িত মহার্হ রত্নাভরণ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল ॥ ৫১—৫৭ ॥ ॥ তখন, রাজভটগণ তাদৃশ মহদাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে ঘোরতর বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিল, একি? পরে, তাহারা উপস্থিত ঘটনার কোনপ্রকার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অগত্যা সকলেই ভয়বিহ্বলচিত্তে সেই রাজকুমারের রুধিরাক্ত ছিন্নমস্তক; আভরণ সকল এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্কন্ধে আরোপিত করিয়া একেবারে রাজসভায় আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উপত্যকাপথের দৃষ্ট সমস্ত ঘটনা রাজ-সমক্ষে অবিকল নিবেদন করিল। নরনাথ বীরবাহু তাহাদের মুখে সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী এবং সদস্য দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখুন, আপনাদের প্রজ্ঞা সকল বিষয়েরই সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে সমর্থ; আর কিঙ্করেরা যাহা বলিল সে সমস্তও আপনারা শ্রবণ করিলেন, সংপ্রতি এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য আপনারাই সবিশেষ বিচার করিয়া কর্ত্তব্যবিধান করুন। এ ব্যাপারে আমি নিজে কোন মতই প্রকাশ করিব না; আমার বুদ্ধি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। লোকতত্ত্ব বিচক্ষণ বিশুদ্ধচেতা মন্ত্রী ও সদস্যগণ এরূপ রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! এবিষয়ে আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; বস্তুত ইহার প্রকৃততথ্য যে, কি তাহা আমাদের বুদ্ধিগোচর হইতেছে না। কেন না এই বিপ্রবর একেত বর্ষীয়ান্ তাহাতে আবার সতত প্রশান্তচেতাঃ তপশ্চর্য্যা-পরায়ণ; এমন কি, এ প্রদেশে বোধ হয় সকলেই জানে যে ইনি সুরগুরু বৃহস্পতি সদৃশ সর্ব্বত্রই মাননীয়। সুতরাং এতাদৃশ মহাত্মারা যে, অকিঞ্চিৎকর অলঙ্কারের লোভে রাজকুমারের জীবন নষ্ট

করিবেন, এ কথাত মন একেবারে বিশ্বাস করিতেই চাহে না!! মহারাজ! আর একথা বিচার করিয়া দেখুন, কোথায় এই বর্ষিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের আরাধনা মানসে গিরিকাননে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন!! আর কোথায় ক্রীড়াসক্ত পঞ্চমবর্ষীয় রাজকুমার অন্তঃপুরে রক্ষিগণে রক্ষিত!! অথচ তাঁহার অঙ্গাভরণ এবং রক্তমাখা ছিন্নমস্তকটী বৃদ্ধব্রাহ্মণের ফুলের শাজির ভিতর!! কি আশ্চর্য্য! যাহা হউক্, এ ব্যাপারে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে; কিন্তু, ইহা মানুষের বোধগম্য নহে॥ ৫৮—৬৫॥

সুত কহিলেন, ভৃগুকুলনন্দন! তাহার পর শ্রবণ করুন্। এই-রূপে রাজসভাগৃহে রাজা, মন্ত্রী এবং সভাসদ্গণ উপস্থিত ব্যাপারে নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিজিতাত্মা বৃদ্ধ বিপ্র বাচস্পতি সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। অনন্তর, তিনি ললাটে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া সূর্য্য-নন্দন শনৈশ্চরোক্ত পূর্ব্বের সেই মহৎ কথাটী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। তাদৃশ মহদাশ্চর্য্য দর্শনে রাজা ও মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ক্ষণকাল কথায় ক্ষান্ত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহি-লেন। সভাস্থ জনগণ সমস্ত নিস্তব্ধ হইলে, উদারমতি বাচ-স্পতি চিত্তসমাধান পূর্ব্বক গ্রহরাজ সৌরির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৬—৬৯॥

হে মহাগ্রহ সূর্য্যপুত্র! তোমাকে নমস্কার। দেব! গ্রহরাজ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। কৃপা করিয়া এবার আমায় রক্ষাকর। যে বিভু জগতের সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থের মহৎ আধার স্বরূপ। যিনি কালরূপে বিরাজমান অথচ সেই কালেরও শক্তিস্বরূপ। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবস্বরূপ। যিনি জগৎ পরিপালক পরমাত্মা নারায়ণ এবং সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা স্বয়ংপ্রভ। যে দেব নিজ তেজঃপ্রভাবে জগতের অন্ধকার হরণ করেন বলিয়া বেদে

তমোনুদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ; গ্রহরাজ শনৈশ্চর সেই দেব বিভাকরেরই রূপান্তর মাত্র। ফলতঃ সূর্য্যদেব যে স্বয়ংই নিজ আত্মাকে পুত্ররূপে আবির্ভাবিত করিয়াছেন তাহাতে আর সংশয় নাই। হে সৌরে! তুমি এই ভূমণ্ডলমধ্যে অখণ্ড পরাক্রম ; তোমার মহিমার তুলনা নাই। যদিচ তুমি ছায়াগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ তথাপি আমি নিশ্চয় জানি যে, তুমিই সাক্ষাৎ গ্রহরূপী জনার্দ্দন!! দেব! অদ্য আমায় এই ভীষণ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া নিজ সত্যবাক্য রক্ষা কর। ভগবন্! আমি তোমার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব কৃপা করিয়া অদ্য এই দীন ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর। আমি শাস্ত্রদৃষ্টিবলে স্থির জানিয়াছি ; তুমি গ্রহপতি সূর্য্যদেবের দ্বিতীয় মূর্ত্তিমাত্র। তুমি যখন, যাহার পতি প্রসন্ন হও, তখন, সে সামান্য মানব হইয়াও পৃথিবীতে ভাগ্যবান্, বিদ্বান্ এবং রাজরাজেশ্বর হইয়া সর্ব্বত্র সম্মানার্হ হয়। অধিক কি, সে এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত এবং হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনার অধীশ্বর হইয়া অসীম ঐশ্বর্য্য ভোগে অধিকারী হয়। অতি দীনহীন মূঢ় নরও তোমার প্রসাদে লোকে মহাবীর পুরুষ যোগী এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত হয়। মহাত্মন্! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার চরণ বন্দনা করিতেছি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি হউক্ না কেন, যখন তোমার ক্রোধনেত্র-হুতাশনে পতিত হয়, সে সময় তাহার আর দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না ; তৎকালে সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া একেবারে অকুল শোকতরঙ্গে পড়িয়া নিরন্তর নিমজ্জিত উন্মজ্জিত হইতে থাকে। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, যদি দেব, দানব, যক্ষ কি কিন্নর কি গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধসংঘ বা বিদ্যাধরও হয়, ফলকথা যে যতবড় প্রধান হউক্ না কেন, তোমার কোপাগ্নিতে পড়িলে, সে যে

তৎক্ষণাৎ ঘোরতর রৌরবনরক যাতনা ভোগ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। অধিক কি বলিব!! মহাযোগিন্! শনৈশ্চর! তুমি যখন, যাহাদের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে কটাক্ষপাত কর, তৎকালে তাহারা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া লোকে জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ভগবন্! সূর্য্যাত্মজ! তুমিই সাক্ষাৎ যোগেশ্বর গ্রহরূপী জনার্দ্দন!! অতএব আমি তোমায় বারংবার নমস্কার করি আমার প্রতি প্রসন্ন হও!! কৃপা করিয়া আমায় এই বিষম সঙ্কটসাগর হইতে রক্ষা কর ॥ ৭০—৮৭ ॥

ইতি শ্রীশনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিতে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ভৃগুনন্দন! তাহার পর আশ্চর্য্য ঘটনা শুনুন। বিপ্রবর্য্য বৃদ্ধ বাচস্পতি এইরূপে স্তুতি পাঠ করিলে, গ্রহরাজ সৌরি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া নভোমণ্ডল হইতে আত্মদর্শন প্রদান পূর্ব্বক সদস্য ও মন্ত্রিবর্গ-পরিবৃত নরপতি বীরবাহুর শ্রুতিগোচরে অতি প্রসন্নবদনে জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, গুরুদেব! বাচস্পতে! রাজার নিকট হইতে আর ভয়ের প্রয়োজন নাই; দ্বিজবর! একে ত আপনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাহাতে আবার আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম; অতএব আমি পূর্ব্বে আপনাকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করি নাই; আপনি আমার নিকট যেরূপ বরপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করুন। আমার বক্র-দৃষ্টিজন্য সমস্ত দুর্ব্বিপাকফল অদ্য একদিনেই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে, সে জন্য আর মনে কিছু ক্ষোভ করিবেন না। ব্রহ্মন্! ভবিতব্যতার অন্যথা হয় না? যাহা হউক্, এখন হইতে আপনি চিরজীবনের জন্য সুখী হইলেন, এ শরীরে আর কদাচ দুঃখভোগ করিতে হইবে না। সূর্য্যতনয় গ্রহবর শনৈশ্চর দ্বিজবর আচার্য্যকে এই কথা বলিয়াই বজ্র-গম্ভীরনাদে নরপতিকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি অতি বুদ্ধিমান্! সুতরাং অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; এক্ষণে আমি যাহা বলি শুনিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন্॥ ১—৫॥

সুরাচার্য্য বাচস্পতি সদৃশ এই কোবিদাগ্রণী মহাপ্রাজ্ঞ দ্বিজবর বাচস্পতিকে আমি পূর্ব্বে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন

করিয়াছিলাম। আমার ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর এই মুনিপুঙ্গব অত্যন্ত কাতর হইয়া এইরূপ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন যে, "সূর্য্যনন্দন! তোমার অশুভদৃষ্টিতে পতিত হইলেও যেন আমার কখন কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত না হয়।" তাহাতে আমি ইহাঁকে "প্রভো! শেষের একদিন ব্যতীত "তাহাই হইবে" এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলাম।" অদ্যই সেই অশুভ ফলভোগের দিন জানিবেন। অধিক আর কি বলিব, এই বিপ্রবর আমার বক্রদৃষ্টি-জন্য সমস্ত ভোগ্যকালের ফল অদ্যকার এক দিনের মধ্যেই উপভোগ করিয়া লইলেন। নরনাথ! আমি যাহা বলিলাম, এ কথার কোনটীই মিথ্যা মনে করিবেন না॥ ৬—৯॥

আপনার সেই শিশুকুমারটী ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে জনশূন্য রত্নকোষাগারে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আপনি বা আপনার কিঙ্কর প্রভৃতি আপনারা সকলেই আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া কুমারের ছিন্ন মস্তকটী দেখিয়াছিলেন; ফলকথা, এ সমস্তই আমার মায়া ব্যতীত অপর কিছুই নহে। নৃপবর! যদি নিজের কল্যাণ কামনা থাকে, তাহা হইলে, এই লোকগুরু বৃদ্ধব্রাহ্মণকে বিবিধ বস্ত্র ও রত্নালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া সবিশেষ সম্মান সহকারে বিদায় দান করুন। মহারাজ! যদি আপনি আমার এই আদেশের অন্যথাচরণ করেন, তাহা হইলে আর কোন প্রকারেই আপনার মঙ্গল দেখি-তেছি না॥ ১০—১২॥

নরেশ্বর বীরবাহু গ্রহরাজ সূর্য্যতনয়ের এতাদৃশ আদেশবাক্য শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া বিনয় বিনম্রমস্তকে বদ্ধাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞা-সিলেন॥ ১৩॥

ভগবন্! আপনি কে? কোন দেবপুত্র কি? না কি কোন যক্ষ, বা কিন্নর; কি বিদ্যাধর, কিম্বা কোন সিদ্ধপুরুষ হইবেন?

অথবা গন্ধর্ব্ব, উরগ বা কোন রাক্ষস প্রধান? পরন্তু, আপনার এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি দর্শনে বোধ হইতেছে; নিশ্চয়ই কোন দেবোত্তম হইবেন!! অথবা স্বয়ং ভগবান্ হুতাশনদেব স্বীয়তেজঃ প্রভাবে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করতঃ গগন সিংহাসনে আসিয়া বিরাজ করিতেছেন? প্রভো! আমরা নিতান্ত বিমূঢ়!! সুতরাং ভগবান্‌কে চিনিতে সমর্থ হইতেছি না; কৃপাকরিয়া নিজস্বরূপ পরিচয় দানে চরিতার্থ করুন। তখন, মহাগ্রহ সূর্য্যসূনু রাজার ঈদৃশ ভক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজন! বুঝিলাম তুমি প্রজ্ঞাবান্ বটে; অতএব নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করিবে। ক্ষত্রিয়বীর! স্থির জানিবে যে, আমার আদেশ পালন করিলে কেহ কখনই অবসন্ন হয় না। এক্ষণে আমার পরিচয় দিতেছি শ্রবণ কর। আমি লোকনেত্র ভগবান্ দিবাকরের অংশে ছায়া দেবীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করি; এবং গ্রহদেবগণ মধ্যে সংসারে আমিই শনৈশ্চরগ্রহ নামে বিশ্রুত!! ॥ ১৪—১৯ ॥

সূত কহিলেন, নভোমণ্ডল-গত গ্রহপ্রবর সৌরি পরিবারবর্গ পরিবৃত নরেশ্বর বীরবাহুর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়া বিরত হইলে, তখন, তাঁহাদের সকলেরই অন্তর্গত ভীতিভাব অপনীত হইল ॥ ২০ ॥

অনন্তর, অমিততেজা মহীপাল বীরবাহু প্রত্যক্ষরূপে গ্রহরাজ সৌরির পরিচয় সমেত আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। তখন, তিনি মহাগ্রহ ছায়ানন্দনকে পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া ঊর্দ্ধমুখে গগনের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া বেদোক্ত বাক্যের দ্বারা সম্যক্ রূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ তাহার পরেই এদিকে আবার পাছে লোকগুরু মহাত্মা বাচস্পতি অভিসম্পাত প্রদান করেন, সেই ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

চরণে পড়িয়া অত্যন্ত কাতরতা সহকারে পুনঃ পুন ক্ষমা প্রার্থনা করত কৃতাঞ্জলিকরে বিনয় নম্রভাবে কহিলেন, ভগবন্! এ অজ্ঞানের প্রতি কোপ করিবেন না, প্রসন্ন হউন্। মহাত্মন্! আপনি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ; সর্ব্বথা আমাদের পূজনীয়; ভবাদৃশ মহাত্মাদের অন্তরে কোপের কণামাত্র উদয় হইলে কি আর কাহারও নিস্তার আছে!! দয়া করিয়া ক্রোধজ মনোমালিন্য ত্যাগ করুন্। সংপ্রতি আমার কিঙ্করেরা ভগবানের মহিমা না জানিয়া যে যে অপরাধ করিয়াছে; নিজ উদারতা গুণে সে সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে!! ব্রহ্মন্! আমরা সর্ব্বদাই সংসারান্ধ-বুদ্ধি মূঢ় নর, আর আপনারা হইলেন পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ!! এমনস্থলে, যদি আপনারা ক্ষমা না করেন, তবে অবিদ্যান্ধ মানব আর কাহার শরণাগত হইবে? পৃথ্বীপতি বীরবাহু বিশুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর সমাধিশুদ্ধচেতা দ্বিজবরকে মধুর বাক্যে প্রসন্ন করিয়া সবৎসা সহস্রধেনু মহার্হ বিবিধ কৃমিজাদি বসন ও রত্ন-বিমণ্ডিত হিরণ্ময় আভরণ সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর, কবিবর বাচস্পতি মহাত্মা নরপতি কর্ত্তৃক ঐরূপ অশেষপূজা সহকারে বিদায়ের অনুমতি পাইয়া রাজসভাসদ্ বিপ্রবর্গে পরি-বেষ্টিত হইয়া প্রহৃষ্টমানসে দ্রুতগামী রথে উঠিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নিজ আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ ২৩—২৯ ॥

ইতি শ্রীশনৈশ্চরসিন্ধুরাজচরিতে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সৌতে! তোমার মহীয়সী প্রজ্ঞার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না; আহা! কি চমৎকার উপাখ্যানই শ্রবণ করাইলে, এই জন্য আমাদের সকলেরই পুনরায় গ্রহবর সূর্য্যনন্দনের মাহাত্ম্য শ্রবণে লালসা হইতেছে। রে বৎস! তোমার মুখাব্জবিনিঃসৃত অমৃত-রসাধিক এই শনৈশ্চরমাহাত্ম্য কথা শ্রুতিপাত্র সমাশ্রয়ে বারং বার পান করিয়াও আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। মহাযোগিন্! বল, সেই মহাযোগেন্দ্র তপস্তেজা গ্রহরাজ পুনরায় কোন্ মহাত্মারপ্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছিলেন? আর এককথা এই, ইহ সংসারে যাঁহারা কল্যাণকামনায় সতত বৈদিকধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত, ভগবান্ শনিগ্রহের প্রীতিসাধনার্থে তাঁহাদের কি কি করা কর্ত্তব্য? সৌতে! তুমি ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য, সংসারে এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা তুমি জান না!! বৎস! বল, বরদদেব ভগবান্ সৌরি কোন্ বিশুদ্ধচেতাঃ কল্যাণ-কাম মানবকর্ত্তৃক যথা বিহিত সমর্চ্চিত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন? লোমহর্ষণ নন্দন সৌতি শৌনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণের এই সকল কথা শুনিয়া ভক্তিসহকারে পরমাত্মাকে স্মরণপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১—৬ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ভীষণমূর্ত্তি মহাত্মা দিবাকরসূনু শনৈশ্চর সিন্ধুদেশাধিপতি মহীপতি বীরসেনকে নিজ ভোগাধিকারে পাইয়া প্রথমতঃ যে প্রকারে অশেষক্লেশে প্রপীড়িত করিয়া পরিশেষে অনুকূল হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই অদ্ভুত মাহাত্ম্য কথা

বলিতেছি শ্রবণ করুন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব সম্রাট্ বীরসেন যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি বীর্য্যবান্; অধিক কি তৎকালে তিনি স্বীয় অমিতপরাক্রম ও বৈভবাদি প্রভাবে অপরাপর নরপতিদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সেই ধর্ম্মজ্ঞ মতিমান্ মহীপাল গুরুজন কি কুলবৃদ্ধগণ কি বিপ্রগণ কি তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক মর্য্যাদা স্থাপন করিতেন বলিয়া লোকমধ্যে তিনি কুলধুর্য্যনামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন। ভার্গব! রাজেন্দ্র বীরসেনের মহিমার কথা আর কি কহিব, পথিগমনকালে শৌর্য্য-সম্পন্ন ধীরস্বভাব শতশত রাজবংশধর ক্ষত্রিয় পুঙ্গবগণ যাঁহার অনুগামী হইত!! আহা! সেই পরাক্রান্ত মহাত্মা সমরাঙ্গণে যাত্রা করিলে, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি অসংখ্য ভূরিতেজাঃ সেনাব্যূহ তাঁহার অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত হইত!! ॥ ৭—১২ ॥

ধনুর্ব্বেদবিশারদ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ আজ্ঞাবহন মানসে সর্ব্বদা কিঙ্করেরন্যায় অবনত মস্তকে তাঁহার সিংহাসনতলে দণ্ডায়মান থাকিত। ফল কথা, তৎকালে তিনি স্বীয় লোকাতীত মনীষা-শক্তি এবং শৌর্য্যশক্তি মহিমায় সাগরাম্বরা ধরাকে একচ্ছত্রীকৃত করিয়াছিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ সেই অমিততেজা বীরবর্য্য সুধীবর বীরসেন দুর্ভাগ্য বশত একদা গ্রহরাজ শনৈশ্চরের কোপাগ্নিতে পতিত হইলেন। অনন্তর, তিনি শত্রুদিগের তীব্রতাড়নায় সহসা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল দেহটীমাত্র লইয়া সখিগৃহে পলায়ন করিলেন। সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ মহাবিভবশালী প্রজ্ঞাবান্ পাঞ্চাল দেশাধিপতি তাঁহার সখা ছিলেন। আহা! কালেরগতি কি কুটিল!! দেখুন, তাদৃশ পরাক্রমশালী সম্রাট্ বীরসেনকেও রাজলক্ষ্মীবিচ্যুত হইয়া আজ্ কি না নিতান্ত দীনদুঃখীর ন্যায় আসিয়া জীবন রক্ষা লালসায় পাঞ্চালকুলের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল? অহো! দুর্দ্দৈব! তোমায় ধন্য!! মহাবল পাঞ্চালনাথ সুদীর্ঘ কালের পর

রাজশ্রীভ্রষ্ট বীরসেনকে দেখিয়া প্রথমে স্পষ্টরূপে চিনিতে না পারিয়া মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, একি হইল? ইনি কি সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত সিন্ধু সৌবীরাদি প্রদেশের অধীশ্বর আমার সখা মহারাজ বীরসেন? না, তিনিত পরম ধার্ম্মিক, কৃতজ্ঞ; সর্ব্বদা পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া থাকেন, তাঁহার এরূপ দুর্গতি হইবে কেন? মনীষাশক্তিসম্পন্ন প্রতাপবান্ পাঞ্চালেশ্বর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া পরিশেষে যখন বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি সেই মহারাজ সিন্ধুনাথই বটেন, তখন, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সখিত্ব উপযোগী আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ১৫—২০॥

সখে! সৈন্ধবেশ্বর! আজ্ তোমায় নিতান্ত দীনদুঃখীর ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট দেখিতেছি কেন? তুমি একজন ধনুর্বেদবিশারদ সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য মহাবলশালী বীর্য্যবান্ সম্রাট্; তোমার এরূপ দুরবস্থা কে করিল? আহা! পূর্ব্বে যিনি নিজ মহিমায় অবহেলে শক্রবর্গের মূর্দ্ধদেশে পদপ্রহার পূর্ব্বক সিন্ধুকুলের সিংহাসনকে অটলভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ্ সহসা কোন্ মহাশত্রু আসিয়া তাঁহাকে এমন ঘোরতর দুর্দ্দশা হ্রদে ভাসাইয়া দিল? হা! সখে! তুমি তাদৃশ পরাক্রান্ত হইয়াও এক্ষণে কি না মিত্রবর্গের একান্ত শোচনীয় আর শত্রুকুলের আনন্দবর্দ্ধন কারী হইয়া পড়িলে? সখা পাঞ্চালপতি এইরূপ প্রণয়-সম্ভাষণ সহকারে বারংবার প্রশ্ন করিলে নিরন্তর দুঃখদাবদগ্ধ ধীরস্বভাব সিন্ধুনাথ বীরসেন সুদৃঢ়চেতাঃ শূরপুরুষ হইয়াও কোন উত্তর করিতে না পারিয়া কেবল করুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐরূপে ক্ষণকাল অবলা রমণীর ন্যায় রোদন করিয়া শেষে অতিকষ্টে চিত্ত দৌর্ব্বল্য ধারণ পূর্ব্বক শোকাশ্রু পরিমার্জ্জন করিতে করিতে নিজ দুঃখকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২১—৩৫॥

সখে! পাঞ্চালেশ্বর! দুঃখেরকথা আর কি বলিব!! যে দুর্দ্দৈব জগতে বড় বড় মহাত্মাকেও ক্ষণমধ্যে রাজ্যৈশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত করিয়া গভীর দুঃখপঙ্কে ডুবাইয়া মারে ভাগ্যবিপর্য্যযে আজ্ আমিও সেই হতবিধি কর্ত্তৃক রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া মিত্রবর্গের শোকোদ্দীপক হইয়া পড়িয়াছি।। কোন সময়ে কতকগুলি অমিত্র-প্রেরিত গূঢ়চর জীবিকার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি সেই পাপাত্মাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও বাগ্মিতা প্রভৃতি নানা গুণগ্রাম দেখিয়া তাহাদিগকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করি; তখন সেই ছদ্মবেশী দুরাত্মারা অন্তরে কূটমন্ত্ররূপ কালকূট-শাণিত তীক্ষ্ণধার বিদ্বেষ-ছুরিকা গুপ্তভাবে হৃদয়কোষে নিহিত করিয়া মুখে এতদূর সারল্যময় নিস্বার্থ মিত্রতার ভান করিতে লাগিল যে, তাহাতে অচিরকালের মধ্যে তাহাদের একান্ত করায়ত্ত হইয়া পড়িলাম। সময় বৈগুণ্যে তৎকালে আমি এমনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, যে, সে কথা এক্ষণে মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে!! বাস্তবিক, সে সময় আমি তাহাদের এমনি কুহকজালে সংবদ্ধ হইয়াছিলাম, যে, সে কথা এখন মনে করিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়াপড়ে। অধিক কি যেমন আত্মীয় স্বজন বা ভৃত্যবর্গ ধনহীন পুরুষের স্নেহ মমতাদি বিসর্জ্জন দিয়া অল্পকাল মধ্যে ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ দয়া, দাক্ষিণ্য কি পরিণামদর্শনাদি বিচারশক্তি সে সমস্তই এ হতভাগ্যকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন মহদন্তঃকরণে যাইয়া শরণ লইল। হা! ভাগ্যদেব! আমাকে একেবারে অকূলে ভাসাইলে!! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক্!! সখে! বলিব কি তৎকালে আমি সেই দুরাত্মা কুহকীদের হস্তে ঠিক্ যেন লৌহশৃঙ্খলরুদ্ধ ক্রীড়ামৃগ প্রায় পরিচালিত হইতে লাগিলাম। তাহারা কোন জঘন্য উপদেশ দিলেও আমি হিতাহিত

বোধপরিশূন্য নিনান্ত নির্ব্বিবেকের ন্যায় তাহা নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করিতাম; তদ্দর্শনে আমার মৌলিক মন্ত্রী, সুহৃৎ এবং প্রিয়-সহচরবর্গ দুঃখে ও মনঃক্ষোভে একান্ত অধীর হইয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস আর শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে নিতান্ত অসহ্য বোধে তাহারা একে একে জীর্ণ শীর্ণ অকর্ম্মণ্য দেহমায়া পরিত্যাগী দেহীর ন্যায় নানা স্থানে প্রস্থান করিল। তখন, বিলক্ষণ অবসর পাইয়া সেই দুরাসদ কৃতঘ্ন যবনাসুর-প্রেরিত কপটমিত্র নররাক্ষস যবন-সেনাগ্রণী আর কুটমন্ত্রীরা সকলে একত্র ষড়্‌যন্ত্র করিয়া অচিরে আমায় সিংহাসন হইতে বিচ্যাবিত করিল!! সে সময়ে আমি নিতান্ত নিঃসহায়, সুতরাং শত্রুকুলের প্রতিকূলে সমুত্থিত হইয়া বলপ্রয়োগ বিফল বিবেচনায় অগত্যা দেহমাত্র সম্বল লইয়া জলদজাল-সমাচ্ছন্ন গভীর তমোময়ী নিশীথ সময়ে একাকীই পলায়ন করিলাম। সখে! আসিবার সময়ে পথিমধ্যে আবার এত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, যে, তাহার পরিচয় দিতেও এক্ষণে রসনা অবশ হইয়া পড়িতেছে!! কখন বিপদ্-সঙ্কুল ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ ঘোরতর অরণ্যে, কখন বা হিংস্রক শার্দ্দূলেরন্যায় নররক্ত লোলুপ সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত-প্রতিনিধি বিকটাকৃতি দারুণ দস্যুহস্তে পড়িয়া অশেষ-ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। ক্রমশঃ কষ্ট ভোগে এই পাপজীবনে এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম, যে, তৎকালে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বাঁচিতে বাসনা ছিল না কেবল নারকী জীবের ন্যায় নিয়ত এইরূপ তীব্রতর যাতনা ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে আজ্ এই আপনার পাঞ্চাল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥

সখে! সেই ভাগ্যদেবতা প্রতিকুল হইলে, তখন, বিদ্যাবুদ্ধি বা শৌর্য্য, বীর্য্য বা পুরুষকারাদি কেহই কোন কার্য্যকর হয় না!! প্রচণ্ডকোদণ্ডধারী অমিততেজাঃ পাঞ্চালেশ্বর মিত্রমুখে এই

সমস্ত নিদারুণ লোমহর্ষকর বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহার দুঃখে এমন কাতর হইয়া পড়িলেন যে, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তৎকালে কেবল মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবদুত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বালকেরন্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বহুকষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সখা সৈন্ধবেশ্বরকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, সখে! কালেরগতি চিরদিন কখনই একপ্রকার থাকে না; সুতরাং অবশ্যই আবার তোমার সেই শুভদিন আসিবে; তখন, নিশ্চয়ই সেই সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য পুনরায় তোমার হস্তগত হইবে; কিন্তু, যতদিন সেই অনুকূল সময় না আসে তাবৎ এই সখিগৃহকে স্বগৃহ জানিয়া এখানে নিঃসঙ্কোচে বাস করিয়া কালের প্রতীক্ষা কর। ধীরপ্রকৃতি ধর্ম্মাত্মা বীরসেন সখিমুখে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া তখন অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া পাঞ্চালনগরেই কালহরণ করিতে লাগিলেন॥ ২৮—৩২॥

ভৃগুকুলতিলক ব্রহ্মর্ষি শৌনক অদ্ভুত রহস্য কথা শ্রবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সূতকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! লোমহর্ষণে! তোমার তপস্যা যথার্থ ফলবতী হইয়াছে; সেইজন্য ঈদৃশ মহদুপাখ্যান বর্ণনাকালেও তোমার রসনা একবারও স্খলিত হইতেছে না, কি আশ্চর্য্য! বৎস! বল, সেই গ্রহরাজ শনৈশ্চরের কোপাগ্নি-সন্তপ্ত মহাত্মা বীরসেন পাঞ্চালে বাস করিতে থাকিলে, তাহার পর তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিল? তপোভূমে! তোমার পুরাণতত্ত্বাভিজ্ঞতার কথা আর কি বলিব? একেত গ্রহবর সূর্য্যাত্মজের মাহাত্ম্য সংঘটিত এই উপাখ্যানটীই অমৃতাধিক উপাদেয়, তাহাতে আবার তোমার মুখাব্জ-ক্ষরিত হইয়া অনুপম রসাস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে!! বলিতে কি, বৎস! সর্ব্বতঃ পাপধ্বংসকর পরম কর্ণরাসায়ণিক এই গূঢ়তর কথামৃত বারং বার পান করিয়াও কিছুতেই আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৩২—৩৪॥

ইতিহাসতত্ত্ববিৎ লোমহর্ষণতনয় মহাতপা উগ্রশ্রবা ঋষি-সমাজ-মধ্যে বহ্বৃচ শৌনকের মুখে শ্রুতিমধুরা ভূয়সী আত্মপ্রশংসা শুনিয়া সেই জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত নিত্যনিরঞ্জন দেব হরিকে এবং পরমতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণকে একান্ত ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

মহর্ষিগণ! শনিগ্রহনিপীড়িত সিন্ধুরাজ বীরসেনের প্রতি তাহার পর যেরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল সে বিষয়ে পূর্ব্বে আমার গুরুদেব মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি হিমগিরি-শিখরে মুনিমণ্ডলে বসিয়া ব্রহ্মর্ষি জৈমিনিকে যাহা বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের নিকট সেই সমস্ত নিগূঢ়রহস্যের কথা বলিতেছি চিত্তসমাধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। বীরবর্য্য মহারাজ বীরসেন দৈবানুকূল্য-প্রতীক্ষায় সখা পাঞ্চালরাজ-গৃহে বাস করিতে থাকিলে, ভাগ্যদোষে অকস্মাৎ সে স্থলেও ভীষণ দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৭—৪১ ॥

একদিন, একজন স্বর্ণকার রাজাদেশক্রমে মহার্হ বিবিধ-মণি-মালাবিজড়িত উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-সমুজ্জ্বল একছড়া সুবর্ণ কণ্ঠহার অতিশয় যত্নসহকারে আনিয়া সভাগৃহে উপস্থিত করিল। ঐ মনোহর অসাধারণ হৈমহার-ছড়াটী নরপতি পাঞ্চাল নিজ মহিষীর সন্তোষসম্পাদন মানসে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ভূষণেরন্যায় সেই ভূষণশ্রেষ্ঠ নিরুপম কণ্ঠহার দেখিবামাত্র রাজার সমস্ত সভাসদ্, মন্ত্রী এবং পার্ষদ্‌বর্গ সকলেই সচকিতনয়নে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্ধবেশ্বর বীরসেনও সেই চিত্তচমৎকারী দিব্যভূষণ দেখিয়া নিজের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতে করিতে বারংবার উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং নিজ আত্মাকে ধিক্কার দিয়া দূর হইতে সেই অমূল্য হার ছড়াটী নির্নিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

আহা! পূর্ব্বে যাঁহার অখণ্ড দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নিদাঘ-মধ্যাহ্নে অনলকণাসদৃশ প্রচণ্ডকিরণবর্ষী প্রখর মার্ত্তণ্ডেরন্যায় সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ-ভাবে বিরাজমান ছিল; মূর্দ্ধাভিষিক্ত নরপতিরাও যাঁহার অমোঘ-শাসন মস্তকে করিয়া বহন করিত; যে সত্যবিক্রম রাজেন্দ্র নিয়ত অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রকৃতিবর্গের পালন করিতেন, নিরন্তর চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিলচক্রে পড়িয়া সেই জ্বলদগ্নি-সদৃশ অমিত্র-কুল-দুঃসহ সৈন্ধবধুরন্ধর সম্রাট্ বীরসেন আজ্ কিনা একজন দীনহীন প্রাকৃতপুরুষের ন্যায় পাঞ্চালসভার একটী নিভৃতপার্শ্বে বসিয়া নিজ দুর্ভাগ্যদশা ভাবিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন? হা! কাল! তোমার অপার মহিমা!! জগতে এমন বলবান্ কেহই নাই যে তোমার প্রচণ্ডবেগের অন্যথা করিতে পারে। যিনি একদিন নিজভুজবল-প্রভাবে হুতহুতাশনের ন্যায় সমস্ত শত্রুকুলের মস্তকের উপরি প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, ঐ দেখ আজ্ প্রতিকূল বিধির বিড়ম্বনায় সেই ইন্দ্রপ্রতিম নরেশ্বর বীরসেন কপোলে করতল বিন্যস্ত করিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছেন; আহা! আজ্ ইহাঁকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি ক্রমশঃ প্রভূত ভস্মস্তূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে॥ ৪৬—৪৮॥ অমিতদ্যুতি বীর্য্যবান্ পাঞ্চালেশ্বর দূর হইতে সিন্ধুনাথের বিষণ্ণবদন দেখিবামাত্র মনের সমস্ত ভাব-গতিক বুঝিতে পারিলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ রাজাসন হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। অনন্তর, মহাযশা পাঞ্চালপতি সখা বীরসেনকে মধুর সম্ভাষণে দুটী কর ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া সেই জনমনোহারী দিব্যহার দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন॥ ৪৯—৫১॥ তদ্দর্শনে রাজসভাসদ্ মন্ত্রী কি পৌরবর্গ সকলেই লোমাঞ্চিত কলে-বর হইয়া কহিল, অহো! মহারাজ একি করিলেন! ধন্য সখিতা! ইহারি নাম অকপট মিত্রতা!! ঐ সময়ে, আবার কতকগুলি

হিংসাপ্রকৃতি লোভপরতন্ত্র নিতান্ত স্বার্থপর সংকীর্ণমতি ধূর্ত্ত রাজকর্ম্মচারী আপনাদের রাজার অদ্ভুত বদান্যতা দর্শনে লোভ, দ্বেষ ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সভামধ্যে মহা চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিল, আঁ একি! কি সর্ব্বনাশ! যে ভূষণ রাজচক্রবর্ত্তীর কণ্ঠোপযোগী বিশেষত যাহা আমাদের রাজমহিষীর জন্য নির্ম্মিত হ'য়েছিল, তাদৃশ মহামূল্য কণ্ঠহার, কি না মহারাজ আজ্ একটা হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া দরিদ্রের গলায় পরিয়ে দিলেন; কি দুঃখের কথা হায়, একি সহ্য হয়!! কিন্তু, যে সমস্ত সদাশয় পুরুষ পরদুঃখ দেখিয়ামাত্র অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, সেই দয়াবান্ মহাত্মা সাধুগণ পাঞ্চালরাজের তাদৃশ অকৃত্রিম মৈত্রপ্রেম দেখিয়া বারংবার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাসত্ত্ব পাঞ্চালেশ্বর সেই নীচাশয় দুর্ব্বৃত্ত কিঙ্করদিগকে রাজসমক্ষে তাদৃশ দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে কটকট শব্দে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি এরূপ তির্য্যক্ দৃষ্টিতে চাহিলেন, বোধ হইল যেন তৎকালে তাঁহার সেই বিশাল নেত্রদ্বয় হইতে মুহুর্ম্মুহুঃ অতিভীষণ কালকল্প জ্বলন্ত বৈদ্যুতাগ্নিকণা সকল নির্গত হইতেছে!! তখন, সেই পরশ্রী-কাতর দুর্বিনীত কিঙ্করেরা রাজার বিদ্যুৎসন্নিভ কোপোদ্দীপ্ত নয়ন-সমুজ্জ্বল ঘোরসঙ্কাশ বদনমণ্ডল দর্শনে প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তথা হইতে প্রচণ্ডবেগে পলায়ন করিল। ঐ সময় সৈন্ধবেশ্বর মহারাজ বীরসেনও মিত্রবর পাঞ্চালনাথের অকৃত্রিম সখ্যভাব অনুভব করিয়া লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। পরন্তু, তাঁহার সখা পাঞ্চালপতি যে, তাঁহাকে নিজ মহিষীর কণ্ঠভূষণ দান করিলেন, এজন্য তিনি অত্যন্ত লজ্জায় অবনত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, মহাভুজ! ক্ষমা করুন; ইহাতে নিশ্চয়ই আমার ঘোরতর অপরাধ হইতেছে। বদান্যবর! সংপ্রতি আপনি যেরূপ পবিত্র প্রীতি এবং অকপট সখিত্ব দেখাইলেন, ইহা

অমরলোকেও দুর্লভ!! এক্ষণে আমার এই প্রার্থনাটী রক্ষা করুন, এই দিব্য হারছড়াটী দ্বারা আপনার প্রিয়তমা মহিষী আমার সেই সখীর কণ্ঠস্থল সর্ব্বাঙ্গীন শোভার আধারভূমি করিয়া দিন ॥৫২-৬১॥

সিন্ধুরাজ বীরসেন এই কথা বলিলে পর প্রতাপশালী পাঞ্চালেশ্বর প্রণয় সম্বোধন পূর্ব্বক সাদরে স্বহস্তে সখিহস্ত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখে! তবে তুমি এই পাঞ্চালকুলপাংসনকে একজন মিত্রবঞ্চক শঠ দুরাশয় দত্তাপহারকের মধ্যে মনে করিয়া থাক বটে? তাহা না হইলে, এরূপ অন্যায় আদেশ করিবে কেন? কি আশ্চর্য্য! রাজন্! অতি অসার এই ছার হারের কথা দূরে থাক্, আমার এই ভৃত্যদারাদি সমন্বিত সমৃদ্ধরাজ্য বা এই শরীর ইহা স্থির জানিও যে, এ সমস্তই তোমার অধীন। তোমার সখা এই পাঞ্চালরাজ এই দণ্ডেই তোমার হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়া দুশ্চরতপস্যা মানসে তাপসারণ্যে যাইতে সমর্থ! সখে! তোমার কাছে অধিক কথা আর কি বলিব, আমি সত্যদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার অনুমতি পাইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই গভীর সাগরে না হয় জ্বলচ্চিতানলে প্রবেশিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি ॥ ৫২—৬৭ ॥

বিচিত্রবীর্য্যশালী উদারকীর্ত্তি পাঞ্চালেশ্বর মিত্রঋণসাগর সমুত্তীর্ণ কামনায় অকাতরে এই সকল কথা বলিয়া ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, তৎকালে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল ধারায় বাষ্পবারি বিসৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

সূত কহিলেন, ভার্গব! সিন্ধুরাজ বীরসেন রাজ্যচ্যুত হইয়া পলাইয়া আসিবার কালে সঞ্জয় নামে একজন স্বদেশীয় অতিশয় প্রভুপরায়ণ বিশ্বস্ত ভৃত্য সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। ভৃত্যটী যেমন সুশিক্ষিত তেমনি কৃতজ্ঞ এবং প্রিয়ম্বদ। তাহার গুণের কথা অধিক কি বলিব, যে সময়ে মহারাজ ভীমপরাক্রম যবনশত্রু কর্ত্তৃক নিরাকৃত

হইয়া জীবন-লালসায় সিন্ধুদেশ হইতে ছদ্মবেশে পলায়ন করেন, তখন, সর্ব্বগুণাধার এই একমাত্র ভৃত্য সঞ্জয়ই সেই নিরাশ্রয় প্রভুর দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার সঙ্গে আগমন করে। এক্ষণে, সিন্ধু ও পাঞ্চাল উভয় মিত্ররাজের কথোপকথন হইতেছে দেখিয়া সেই চিরসহচর প্রিয়ভৃত্য সঞ্জয় তথায় দ্রুতপদে আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেব ! এই শব্দটী অর্দ্ধোচ্চারণ করিয়াই একেবারে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া জড়ের ন্যায় অধোমুখে দাড়াইয়া রহিল। ফলতঃ তৎকালে তাহার রসনা হইতে আর একটীও কথা নিঃসৃত হইল না ; কেবল নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারে বাষ্পবিন্দু ক্ষরিত হইয়া তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল ॥ ৬৮—৭২ ॥ তখন, মহাতেজাঃ পাঞ্চাল এবং সিন্ধুরাজ বীরসেন সঞ্জয়কে তাদৃশ ভয়বিহ্বল চিত্তে জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া উভয়েই একেবারে শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস ! এরূপ করিতেছ কেন ? কি অত্যাহিত ঘটিয়াছে শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল ; পৌরমণ্ডলে কাহারও কি কোন অনিষ্ট ঘটনার কথা শুনিলে ? না, নিজে কিছু দেখিয়া আসিলে ? কোন শত্রুহস্তে অবমানিত হইয়াছ ? না কি কোন বিষম রোগের যাতনায় ওরূপ করিতেছ ? সঞ্জয় ! যাহা ঘটিয়াছে স্পষ্টাক্ষরে সত্য বল ; যদি শারিরীক বা মানসিক কোন পীড়া হইয়া থাকে, কি অপর কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে সত্য করিয়া বল, কাহাকেও ভয়ের প্রয়োজন নাই। সঞ্জয় উভয় নরপতির মুখে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া তখন, অতি কষ্টে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ ! এইমাত্র আমার হস্তে যে শীতরশ্মির ন্যায় শীতল চাকচক্যময় মহামূল্য হার রাখিতে দিয়াছিলেন, পোড়াকপালে বিধাতা তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দেব ! মুহূর্ত্তমাত্র হইল, আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই হার লইয়া ভিত্তিস্থ বিমল গজদন্তে রাখিয়া ছিলাম। তাহারপর আশ্চর্য্য শুনুন্। ভিত্তিবক্ষে সেই যে একটা

চিত্রিত ময়ূর ছিল, আপনকার প্রতিকূলভাগ্য অকস্মাৎ ময়ূরমূর্ত্তিতে আসিয়া সেই হারছড়াটী গিলিয়া ফেলিল!! তাহার পর আবার যেমন অঙ্কিত ময়ূর ছিল তেমনিই হইল॥ ৭২-৮১॥ ওঃ কি কষ্ট! এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখন দেখা দূরে থাকুক্ শোনাও যায় নাই যে, চৈতন্যশূন্য আঁকা ময়ূর আসিয়া রত্নহার গিলে ফেলে!! জগতে ইহাপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যকর ঘটনা ঘটিতে পারে এরূপ বোধ হয় না। মহারাজ! বলিব কি, সে সময় চিত্রিত ময়ূরটা ঠিক্ যেন জীবন্ত হ'য়ে সহসা উঠে এসেই অমনি চক্ষুর নিমেষ মধ্যে সেই হারছড়াটী ঠোঁটে করিয়াই দেখিতে দেখিতে আবার দেয়ালের গায়ে মিলিয়ে গেল!! দেব! আপনি বাল্যাবধি আমার ভক্তি, কৃতজ্ঞতা বা সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি চরিত্রের বিষয় সমস্তই জানেন; আমি মস্তকদ্বারা আপনার চরণস্পর্শ পূর্ব্বক সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি আজ্ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, জন্মাবধি আর কখনও এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি নাই। ৮২—৮৭॥

সূত কহিলেন, ভৃগুনন্দন! ভৃত্য সঞ্জয় এইরূপে সমস্ত দুর্ঘটনা সংবাদ প্রদান করিতে থাকিলে, মহাবল পাঞ্চালপতি বারংবার তাহার মুখেরভাব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বীরসেনকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে! আমি জানি তুমি নিজ মহীয়সী প্রতিভাবলে সংসারের সূক্ষ্মতম বিষয়ও করস্থামলকের ন্যায় অনায়াসে প্রত্যক্ষীভূত করিতে পার; এক্ষণে এই লোমহর্ষণ বিভীষণ ব্যাপারের কথা শুনে মনে কি বিবেচনা করিতেছ বল। তুমি বেদ কি ধনুর্ব্বেদ উভয় বিষয়েই বিশারদ; আবার সমস্ত বস্তুতত্ত্ব নিরূপণেও অদ্বিতীয়। মহামহা সুরিগণও তোমার অমানুষী প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। অধিক কি, ইদানীন্তনের মধ্যে তোমায় সমস্ত বীর ক্ষত্রিয়কুলের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেননা, রথাতিরথ-সঙ্খ্যার কালে মহাশৌর্য্যশালী ক্ষত্রিয়েরা তোমায়

অতিরথ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। সখে সৈন্ধবেশ্বর! সঞ্জয় যাহা বলিতেছে, যদি তাই সত্য হয়, তাহাতে চিন্তা বা শঙ্কার বিষয় কি আছে? ওকথা লইয়া আর খেদ করিবার আবশ্যক নাই। একি তোমায় যে নিতান্ত দুর্ম্মনার মত দেখিতেছি; বদন-মণ্ডল অত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল কেন? আঁ! কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে ক্রমে মুখের ভাব যে, নিতান্ত বিকৃত হ'য়ে পড়িল!। ছি ছি! মহারাজ! ওকি? এরূপ চিত্তপীড়াদায়িনী লজ্জা এবং দৌর্ম্মনস্যকে দূর করিয়া স্বীয় প্রজ্ঞাবলে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর॥৮৮-৯৩॥ বীরবর সিন্ধুরাজ সখা পাঞ্চালেশ্বরের মুখে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া তখন, বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ মনঃ স্থির করিয়া অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন। মহারাজ! ইহাতে অনুমাত্রও ভৃত্যদোষ দেখিতেছি না; যাহা কিছু ঘটিয়াছে, আমার প্রতিকূলভাগ্যই তাহার মূল জানিবেন। যে বিমুখ-বিধি ভীষণ শক্রমূর্ত্তিতে আসিয়া আমায় সিংহাসন চ্যুত করিয়াছে, আজ্ সেই উৎকট শক্রই কালরূপী শিখিমূর্ত্তিতে রত্নহার গ্রাস করিয়াছে সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি, এই ভৃত্য কখনও মিথ্যাবাদী.লোভাসক্ত বা চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ নহে; এ সর্ব্বদা ধর্ম্মনিরত অথচ কার্য্যদক্ষ। অধিক কি এই বিশুদ্ধ চরিত্র যুবা চিরদিন প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ নিয়ত সত্যবাদী এবং ধীরস্বভাব। সঞ্জয় অসূয়াপরবশ হইয়া কখনও কাহার ছিদ্রান্বেষী হয় না। সখে! ইহাকে সামান্য ভৃত্য বলিয়া মনে করিবেন না। এই যুবা অতিসম্ভ্রান্ত কুলজাত জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ। ইহার বুদ্ধি এতদূর বিবেকবতী যে, তাহাকে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; উহার পরামর্শে কোন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, তাহাকে কখনই স্খলিতপদ হইতে হয় না। এই সমস্ত গুণ সত্ত্বেও সঞ্জয় সর্ব্বদা নিরহঙ্কার চিত্তে প্রভু-সেবা-নিরত। রাজন্! আমি বাল্যাবধি যাবজ্জীবন অন্বেষণ করিয়াও কখন ইহার চরিত্রে কোন ছিদ্র দেখিতে পাই নাই;

অতএব নিশ্চয়ই কেবল সেই পোড়া বিধাতার বিড়ম্বনাতে এক্ষণে সকল দিকেই আমার বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে ॥ ৯৪—১০০ ॥

সূত বলিলেন, ভার্গব! মহারথ বীরসেনকে এইমত বিলাপ করিতে দেখিয়া শত্রুবলবিদারক মহাতেজাঃ পাঞ্চালরাজ সস্নেহে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীরবর্য্য! এক্ষণে আমি যাহা বলি শ্রবণ কর, মনোদুঃখ দূরে বিসর্জ্জন কর। তাঁহাকে এই কথা বলিয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ রাজসভাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়মণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, দেখুন, এই সভাগৃহে যে সমস্ত সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং শস্ত্রধারিপ্রবর ক্ষত্রিয়বীরগণ অবস্থান করিতেছেন, আপনারা সকলেই অবহিত চিত্তে আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১০১—১০২ ॥

যে অহঙ্কার-বিমূঢ় দুরাত্মারা সহসা উদ্যম প্রকাশিয়া সখা সৈন্ধবেশ্বরের বিপুল রাজ্যধনাদি অপহরণ করিয়াছে, আজ্ সেই দুর্ম্মদ যবনাসুরগণ স্বচক্ষে দেখুক যে, কিরূপে আমার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি উৎকট পাঞ্চাল-সৈনিকগণ মিত্রবলে সংমিলিত হইয়া অমিতবলপ্রভাবে অনবরত বিকট গর্জ্জন ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত তাহাদের প্রিয়তমা রমণী, মণিরত্নাদি ও বিশাল বৈভব-সমবেত রাজ্য প্রত্যাহরণ করে। নৃপকুঞ্জর পাঞ্চালেশ্বর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, এমন সময়ে সেস্থলে যেন সেই উভয় মিত্ররাজের সমস্ত মনঃক্লেশ উপশমিত করিবার জন্যই সহসা গগনাবরণ বিদীর্ণ করিয়া এইরূপ অদ্ভুত অশরীরিণী বাণী উচ্চারিত হইল। মহাধনুর্দ্ধর! পাঞ্চালকুলতিলক! তুমি প্রকৃতই ক্ষত্রিয়বংশের মুখোজ্জ্বলকারী পুরুষ; বীরবর্য্য! মিত্রের জন্য আর খেদ করিও না; যাহা বলিতেছি অবিচারিতচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর; আগামি কল্য প্রভাতে উঠিয়া স্বয়ং সুসন্নাহিত হইয়া সিন্ধুরাজ এবং নিজমন্ত্রী ও বলবাহন সমভিব্যাহারে মৃগয়া উপলক্ষে

ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল বিন্ধ্যাটবীতে যাত্রা কর। তথায় যাইয়া তত্রত্য কিরাত-জাতির মুখে শাস্ত্রসম্মত সূর্য্যাত্মজ শনৈশ্চরের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া বন্য ফল-মূলাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে; তাহা হইলে তোমার প্রিয়সখা সিন্ধুরাজ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভের অধিকারী হইবেন। সিন্ধুরাজ বীরসেন বিন্ধ্যারণ্যবাসী কিরাত-রাজের সহিত সংমিলিত হইলেই নিজ নিরুদ্দিষ্ট মহিষীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন; অধিক কি আমার আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে অচিরে আপনার বিশালরাজ্য দুরাত্মা যবনশত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া অবনীমধ্যে অদ্বিতীয় সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইবেন। রাজেন্দ্র! পাঞ্চালনাথ! সিন্ধুরাজের জন্য আর দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই; এক্ষণে সত্বর আমার আদেশমত কার্য্যে ব্রতী হও, নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। পরবল-বিদারক সিন্ধুরাজ এবং পাঞ্চালপতি এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়া স্তম্ভের ন্যায় উভয়েই কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কেবল পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাঞ্চালরাজ সেই গগনসম্ভবা বাণীর তাৎপর্য্যার্থ মনে বিচার করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, বীরেন্দ্র! সখে! আর চিন্তার প্রয়োজন নাই; হৃদ্‌গত বিষাদ বিসর্জ্জন কর। এক্ষণে আমার সহিত সমুত্থিত হও; আর বৃথা কালনষ্ট করিও না। শত্রুবীর-বিদারণ উদার-বুদ্ধি অমিত-তেজাঃ পাঞ্চালনাথ মহারথী সখা সিন্ধুনাথকে এই কথা বলিয়াই প্রধান সেনাধ্যক্ষকে ডাকিয়া এইমত আদেশ করিলেন।১০২-১১৪॥

সেনাপতে! তোমার মঙ্গল হউক্; তুমি সত্বর প্রস্তুত হও। যাহাতে অবিলম্বে আমার সখা মহাত্মা সিন্ধুরাজের শত্রুকুল সমূলে উৎপাটিত হয়, তাহার উপায় বিধান কর। আর এককথা, তুমি শীঘ্র যাইয়া নিষাদী, সাদী ও পদাতি প্রভৃতি সৈনিকদিগকে সুসজ্জিত হইয়া থাকিতে আদেশ কর। অদ্য যামিনীর শেষ যামে

আমরা সকলে মিলিয়া সুদুর্গম বিন্ধ্যারণ্যাভিমুখে যাত্রা করিব। তখন, অমিতদ্যুতি মহারথ সেনাপতি মস্তক দ্বারা রাজাদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ আদিষ্ট কার্য্য পালনের নিমিত্ত সভামণ্ডপ হইতে নিঃসৃত হইলেন। তদনন্তর শূরবর শত্রুতাপন মহামনাঃ পাঞ্চালেশ্বর এইরূপে সেনাপতির প্রতি গুরুভার ন্যস্ত করিয়া সখা সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। ১১৫—১১৮॥

ইতি শ্রীশনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিতে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥৪॥

সপ্তম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর শ্রবণ করুন। পরপুর-বিজয়ী পাঞ্চালকুল-ধুরন্ধর মহারাজ অমিত্রানল এবং উদারচরিত শৌর্য্যশালী নরনাথ সিন্ধুসৌবীরেশ্বর ত্রিযামাশেষে শয্যা হইতে উঠিয়া ভীমপরাক্রম চতুরঙ্গবাহিনী সমভিব্যাহারে লইয়া অতি প্রফুল্লবদনে নগরী হইতে নির্গত হইলেন। ভার্গব! বলিব কি, সে সময় সেই বল্গিত অশ্বগণের হ্রেষারব, খুরের খটখট-শব্দ, হস্তীদিগের বৃংহিতধ্বনি এবং পদাতি ও রথীদিগের মুহুর্মুহুঃ খেড়ন ও আস্ফোটনে বোধ হইল যেন সম্বর্ত্তকসাগর ঘোরতর গভীরগর্জ্জন নাদে উদ্‌বেল হইয়া বিশ্বসংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। বস্তুতঃ যখন, পাঞ্চালপতি অমিত্রানল সেই প্রলয়সাগর সদৃশী শত্রুদুর্দ্ধর্ষা মহতী চতুরঙ্গিণী সেনা সংকর্ষণ পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে বিন্ধ্যাটবীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার সেই সৈন্যদিগের মহা কিলকিলা শব্দে যোজনান্তর অধিবাসী প্রজাবৃন্দেরও শ্রোত্রেন্দ্রিয় বধির হইয়া গেল। এইরূপে কতিপয় দিবস পথিমধ্যে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক সসৈন্য মহাবল পাঞ্চালেশ্বর সখার সহিত নবমদিবসে বিন্ধ্যাচল সমীপে পৌঁছিয়াই দূর হইতে দেখিলেন, সেই দুর্দ্দর্শনীয়া ভীষণ-শ্বাপদসঙ্কুলা ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী জলদ-পটলীসঙ্কাশা দুরাসদা মহাটবী যেন পতিপরায়ণা সতী রমণীর ন্যায় গুরুচরণ প্রণতপ্রায় মহাগিরিবিন্ধ্যের পদপ্রান্তদেশ স্বীয় শরীরাবয়ব দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে তাঁহারা সকলেই

নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, বিন্ধ্যনির্ঝরিণী সংজাত একটী সুমধুরা স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী তরতর-শব্দে প্রবাহিত হইয়া সেই অরণ্যানীর অতি রমণীয় সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ নদীর পুলিনদেশে শুভ্রবর্ণ বিমল সৈকতরাশি সূর্য্যরশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া আত্ম-জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত নির্ম্মল যোগ-মার্জ্জিত বুদ্ধির ন্যায় এমনি চাকচক্য বিকাশ করিতেছে, দেখিলেই আপাততঃ বোধ হয় যেন সূর্য্যকান্ত-প্রভৃতি নানা জাতীয় সমুজ্জ্বলমণি সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দাত্যুহ, জালপাদ; জলকুক্কুট, টিট্টিভ, ক্রৌঞ্চ, কলহংস ও কারণ্ডব-প্রভৃতি নানাবিধ জলচর-বিহঙ্গকুলের কলনাদকোলাহলে সঙ্কুলিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল যেন অনির্ব্বচনীয় মধুর শব্দময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহাতে আবার সেই তটিনী-বক্ষে বিরাজিত প্রফুল্ল নলিনীদলের অমৃতরসাস্বাদি মধুলোলুপ প্রমত্তমধুকরশ্রেণী সারস-কুলের কলনির্হ্রাদে সংমিশ্রিত করিয়া এমনি মধুর গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতেছে যে, তাহা শ্রবণমাত্র তত্রত্য পান্থগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে॥ ১—১১॥

সর্ব্বদা সঞ্চালিত মন্দ-মন্দ মলয়-মারুতহিল্লোলে ঈষদান্দো-লায়িত তরঙ্গিণী উভয়তটস্থ মনোরম অবতরণিকা-সোপানে দণ্ডায়মান অধ্বশ্রান্ত পথিকবৃন্দের চরণযুগল স্বীয় তরঙ্গাবলী বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক এমনি ভাবে স্পর্শ করিতেছে দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহাদিগকে সুশীতল সলিল পান এবং অবগাহনের জন্য বারং বার আহ্বান করিতেছে॥ ১২॥ মহামতি নরনাথ পাঞ্চালাধিপতি মিত্ররাজ সিন্ধুনাথের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিন্ধ্যক্রোড়-নির্গতা শিপ্রাতটিনীর সুরম্য-তীরভূমিতে স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়া সেই স্থলেই সকলে অধ্বশ্রান্তি দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমপরাক্রম ক্ষত্রিয়গণ ক্ষণকাল মাত্র তথায়

বিশ্রাম করিয়াই অমনি তদ্দণ্ডেই উঠিয়া নিষাদী, সাদী, রথী ও পদাতি প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ নানা প্রহরণে সুসজ্জিত হইয়া আহ্লাদে খেড়ন, আস্ফালন ও সিংহনাদাদি মহাকোলাহল শব্দে রোদসী পরিপূরিত করিতে করিতে কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৩—১৫ ॥ তদ্দর্শনে পার্থিবশ্রেষ্ঠ মহারথ পাঞ্চাল এবং সৈন্ধবেশ্বর দুর্ভেদ্য অঙ্গাবরণে সুসন্নাহিত হইয়া সেনাব্যূহের অনুগামী হইলেন ॥ ১৬ ॥

মহর্ষিগণ! এইরূপে সেই রাজমিত্রদ্বয় সসৈন্যে মৃগয়ায় উন্মত্ত হইলে, ক্ষণমধ্যে সেই ভয়াবহ মৃগপূর্ণ-কানন অশ্ব, হস্তী ও বীর দিগের পদভরে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাতে আবার অশ্বের হ্রেষারব হস্তীর বৃংহণধ্বনি রথের ঘর্ঘর শব্দ আর সেই ভীমপ্ররাক্রম যোধবর্গের ভৈরবরাবে দিঙ্মণ্ডল তুমুল শব্দসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সহসা প্রলয়সাগরগর্জ্জন-সদৃশ ভয়ঙ্কর কোলাহল নাদ সমুত্থিত হইলে, ভয়চকিত মৃগকুল প্রথমতঃ ব্যাকুল চিত্তে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; তাহার পরক্ষণেই তাহারা সেই মৃগয়াপ্রমত্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের ভীষণ খড়্গাঘাতে কখন বা শাণিত শরসম্পাতে নিরন্তর বধ্যমান হইতে থাকিলে, সেই নিরতিশয় প্রহার যাতনায় অধীর হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কেহ বা নিদারুণ শস্ত্রাঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল; কেহ বা প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর করাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৭—১৯ ॥

বরাহ, রুরু, মহিষ, খড়্গী, শার্দ্দূল, ও কৃষ্ণসার প্রভৃতি নানা জাতি মৃগ এবং শাখামৃগগণ পরস্পর ভয় বা বিদ্বেষভাব বিসর্জ্জন দিয়া সকলে এক সঙ্গে মিলিয়াই দৌড়িতে লাগিল। নিরন্তর শান্ত-স্বভাব হরিণীকদম্ব অর্দ্ধকবলিত শস্পরাশি উদ্গিরণ পূর্ব্বক

নিবিড়কাননের সঙ্কীর্ণপথ সকল বিকীর্ণ করিতে করিতে যে যেদিকে অবকাশ পাইল সে সেই দিকেই জীবন লালসায় ঊর্দ্ধপুচ্ছে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কোন স্থানে বা শূর্পাকার দীর্ঘনখশস্ত্র-সুসজ্জিত নিবিড়লোমরাজি-সুশোভিত ভীমকায় ভল্লগণ প্রচণ্ড ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। কোন কোন শ্বাপদ প্রাণভয়ে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কখন অন্তরীক্ষে উৎপতিত কখন বা ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ বা ব্যাদিতাস্যে মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ করালকালের বিকট বদনাভ্যন্তরে চিরদিনের মত প্রলীন হইয়া গেল। ভার্গব! এইরূপে সেই মহাবল ক্ষত্রিয়-বীরগণ উন্মত্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে পশুবংশ-ধ্বংসকারক মৃগয়া-লীলায় নিরত হইলে, এদিকে সপ্তাশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় গ্রহরাজ দিনেশ্বর সমস্ত প্রাণিজাতকে তীব্রতাপে সন্তাপিত করত ক্রমে মধ্যাকাশে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। মহর্ষিগণ! সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্ন সময়ে গ্রহপতি ভাস্করদেব এত রৌদ্ররশ্মি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বভূত-ক্ষয়কর প্রলয়ের দ্বাদশ মূর্ত্তিতে সম্পূর্ণবিগ্রহে উদিত হইয়া পৃথিবীতে অনবরত অনলরাশি ঢালিতেছেন। ঐ সময় আবার পবনদেবও সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজে এমনি প্রখরস্পর্শ হইলেন যে, কাহার সাধ্য তখন তাঁহার সেই হস্ত পদাদি অবয়বশূন্য অমূর্ত্ত মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। বোধ হইল যেন তিনি সেই অসহ্য উত্তাপে অধীর হইয়াই সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদন-মানসে নিরন্তর পাংশুমিশ্রিত কর্করবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখানে পাঞ্চাল ও সৈন্ধবেশ্বর উভয়েই একেত চণ্ডাংশুর তীব্রতাপে স্বেদক্লিন্ন-কলেবর হইয়া ছিলেন, তাহাতে আবার মাতরিশ্বাদেবের অনবরত রজঃ কর্কর বর্ষণে

সৈন্য সমেত অন্ধীভূতপ্রায় হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে সমস্ত সৈন্য ও সেনানীদিগকে ডাকিয়া মৃগয়া নিবৃত্তির জন্য আদেশ করিলেন। সৈনিকগণ উভয় রাজমিত্রের আজ্ঞা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইয়াই শিপ্রানদীর তটে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় আসিয়াই সকলে সেই তরঙ্গিণীর বিমল শীতল মধুরাস্বাদি সলিলে স্নানপানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক মৃগয়াশ্রান্তি দূর করিবার বাসনায় তটস্থ বৃহৎ বটজটার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। তখন সময় বুঝিয়া মলয়ানিল আসিয়া মন্দ মন্দ হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই নিদ্রাদেবীর সহিত সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২০—৩১ ॥

তদনন্তর, নরবর পাঞ্চাল ও সৈন্ধবেশ্বর উভয় মিত্রেই সেনাদিগের অবিদূরে একটী দীর্ঘ কুশাসনে অর্দ্ধনিষণ্ণকায়ে বিশ্রাম করিতে করিতে ভাবী মঙ্গল বিষয়ের কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, একজন মহাতেজস্বী বীরপুরুষ কতকগুলি অনুচর সঙ্গে ভারে ভারে নানাবিধ উপহার দ্রব্য সকল লইয়া তাঁহাদেরই নিকটে আসিতেছে; সেই দীর্ঘবাহু ভীমকায় পুরুষ দেখিতে দেখিতে ক্রমে নিকটে আসিয়া তাঁহাদের উভয় নরপতিকেই প্রণাম করিয়া অবনত মস্তকে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে মহারাজ পাঞ্চাল ও সিন্ধুনাথ অবাক্ হইয়া একদৃষ্টিতে সেই আগন্তুক বীরপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া আগন্তুকের সমভিব্যাহারী সেই সমস্ত ভৈরবাকার অনুচরের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া করযোড়ে কহিল, মহারাজ! এই বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ পার্শ্বে বিন্দুমতী নামে একটী মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী আছে। ঐ অমরাবতীপ্রতিমা নগরীটী লোকে কিরাতরাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই অমিততেজা বীরাগ্রগণ্য মহাত্মা সেই বিন্দুমতীরই অধীশ্বর বলিয়া জানিবেন। রাজন্! আমরা সামান্য কিঙ্করমাত্র; সুতরাং আমাদের মুখে ইঁহার মহিমার কি পরিচয় পাইবেন? তবে এইমাত্র জানি যে, চীন, হুন, কিরাত, শবর, বর্ব্বর, শিবি ও বশাতি প্রভৃতি প্রায় সহস্রাধিক সামন্তরাজ সর্ব্বদা স্ব স্ব কিরীট-মণিকিরণে ইঁহার চরণনখর সংমার্জ্জিত করিয়া থাকেন। ফল কথা, এদেশে এমন একজন নরপতিকেও দেখিতে পাই না যিনি এই শচীশ্বরপ্রতিম মহাত্মা বীরমঙ্গলের অমোঘ শাসনদণ্ড সঙ্কুচিত করিতে সাহসী হইতে পারেন? অনুচর-মুখে এইরূপ পরিচয় পাইবামাত্র মহারাজ অমিত্রানল ও বীরসেন তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া সেই শালতরু-সদৃশ উন্নতকায় বহ্নিপ্রতীকাশ মহাভুজ কিরাতেশ্বরের কাছে গিয়া তাঁহার অমানুষ সৌন্দর্য্য মধুরিমা এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বোধ হইতে লাগিল, যেন তৎকালে কিরাতেশ্বরের সেই বিশাল নয়ন যুগল ভেদ করিয়া তাঁহার প্রতিভাজ্যোতিঃ মুহুর্মুহু নির্গত হইয়া উভয় নরপতির আভ্যন্তরিকদেশ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তদনন্তর মিত্ররাজদ্বয় সস্নেহে কিরাতনাথের কর যুগল ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধস্বভাব কিরাতাধিপতি বীরভদ্র উভয় নরেশ্বরের সুস্নিগ্ধ মধুরবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন। মহারাজ! সংপ্রতি আপনারা উভয়েই শস্ত্রধারিক্ষত্রিয় বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া বিশ্রুত। যখন, আপনারা প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, বিশেষতঃ বাৎসল্যভাবে আমার অঙ্গস্পর্শ করিলেন, তখন, আমার যে, সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? ফলতঃ আপনাদের প্রসাদে আমার রাষ্ট্র কি কোষ কি দুর্গ কি বল বা বাহনাদি সমস্ত বিষয়েই কুশল জানিবেন॥৩২-৩৯॥

সূত কহিলেন, ভার্গব এইরূপে তাঁহারা পরস্পর শারীরিক অনাময়াদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বনস্পতিরাজি যেমন চণ্ডবাত্যাবেগে সমূলে উৎপাটিত হইয়া একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়ে তদ্রূপ কিরাতাধীশ্বরের অনুগামীদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজের মুখের দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া সহসা তাঁহার চরণতলে পড়িয়া গেল এবং হা! নাথ! বলিয়া মহাচীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৪০—৪১ ॥

কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া পরে অতি দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! বাল্যাবধি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া এখন এই চিরানুগত দীন দুর্ভাগ্য ভৃত্যদিগকে ছাড়িয়া কোথায় রহিয়াছেন? দেব! আমরা প্রকৃত পিতৃজ্ঞানেই সর্ব্বদা আপনকার চরণ সেবা করিয়া আসিয়াছি; এতদিনের পর এখন এই চির ভক্ত সেবকদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। মহাভাগ! আপনি শৌর্য্যে সাক্ষাৎ বজ্রধারী সুরপতির ন্যায় অমোঘবিক্রম বদান্যতায় দ্বিতীয় রঘুরাজ আর যজ্ঞানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ মরুত্তরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; প্রজা বা ভৃত্যাদি পালনে আপনি বিশ্বপিতামহ প্রজাপতির দ্বিতীয় মূর্ত্তি!! অতএব নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হইলে পৃথিবীতে এমন বর্ব্বর কে আছে যে, আপনার মত প্রভুকে পাইয়া পুনরায় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? ॥ ৪২—৪৪ ॥

এইরূপে তাহারা বহুতর বিলাপ করিয়া শেষে সকলেই পূর্ব্বানুরাগের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত সেই সুরেন্দ্রকল্প নরপতি বীরসেনের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হস্তে তাঁহার নিকট পুনরায় আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে লাগিল। তখন, সিন্ধুসৌবীরাদি জনপদের অধীশ্বর মহারাজ বীরসেন নিজ সামন্তরাজ দিগকে চিনিতে পারিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

কিয়ৎক্ষণের পর তিনি স্বস্থ হইয়া কহিলেন, একি আশ্চর্য্য! ওঃ দৈবের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়!! জানিনা সেই হতবিধি ইহারপর আমার ভাগ্যে আরও কি ঘটাইবেন!! আহা! তোমরা সকলেই মহাত্মা বীরপুরুষ হইয়াও এরূপ কষ্ট পাইতেছ, কি দুর্দৈব! আচ্ছা! আমারসঙ্গে ছাড়া-ছাড়ি হওয়ার পর তোমরা এতদিন কোথা ছিলে? আর সেই সমস্ত সমরকুশল সেনাধ্যক্ষ বা সৈনিকগণ কোথায়? তোমরা সেই দুরাত্মা পাষণ্ড যবনাসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কি বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? সামন্তগণ! দুঃখের কথা আর কি বলিব! সেই দুর্দৈব আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের শুদ্ধ এমন অন্ধকূপে ডুবাইয়া দিয়াছেন যে, কোনরূপেই কুল দেখিতে পাইতেছি না। সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! সামন্ত-রাজগণ মহারাজ বীরসেনের মুখে ঐরূপ সবিষাদ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল; তাহাতে বোধ হইল যেন দুরন্তদৈত্যতাড়িত পদভ্রষ্ট দেবগণ সহসা আপনাদের প্রভু স্বর্গাসনচ্যুত দেবরাজের দর্শন পাইয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর, তাহারা অতিদীনের ন্যায় বদ্ধাঞ্জলি পুটে কহিল, মহারাজ! এই রাজশার্দ্দূল কিরাতেশ্বর কেবল যে, একমাত্র শৌর্য্য-বীর্য্যে সাধারণের প্রিয়ভাজন হইয়াছেন, তাহা নহে; ইনি যেমন বীর্য্যবান্ তেমনি আবার সত্যসন্ধ এবং পরহিতব্রত। ইঁহার দয়া বা বদান্যতা প্রভৃতি দেখিলে, স্পষ্টই মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের অবতার বলিয়া বোধ হয়। এই বিশুদ্ধচেতা নরবর বীরভদ্র এদিকে বিষয়পক্ষেও অদ্বিতীয়; সর্ব্বদা নীতিদর্শী কার্য্যদক্ষ অথচ বিবেকবান্ পুরুষ। এই সদাশয় মহাত্মা সর্ব্বদাই মহতের পূজা করিয়া থাকেন; ইহাঁর নিকট কখন কাহারও মর্য্যাদা ক্ষোভ হয় না; অধিক কি এই অতিরথ রাজশূর সাক্ষাৎ ভগবান্ মধুসূদনের ন্যায় শরণাগত প্রাণীদিগকে বিপদ্

সাগর হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহাহউক্ এই মহাভাগ কিরাতাধিপতির সহিত আমাদের কিরূপে সম্মিলন হয়, তহাও ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি ঘোরতর রিপুচক্রে সমাক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়াই আমরা প্রত্যেকেই যে যত পারিলাম চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনাসংগ্রহ পূর্ব্বক সকলেই সজ্জিত হইলাম। তিমি, তিমিঙ্গিল, গ্রাহ, মকর এবং উত্তুঙ্গতরঙ্গমালা-সঙ্কুল মহাসাগর যেমন প্রলয়ে বিশ্বগ্রাসের জন্য উদ্বেল হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদেরও সেই দ্বাবিংশ অক্ষৌহিণী-পূর্ণ নর ও গজবাজি-সঙ্কুল মহাচমূ যবনকুলগ্রাসের জন্য স্রোতোবেগে পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শুনিলাম আপনি সহসা নিরুদ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি তৎক্ষণাৎ ভগ্নপদ কেশরীর ন্যায় সকলেই নিরুদ্যম হইয়া পড়িলাম। তখন, সকলেরই আশা ভরসা একপ্রকার কিছুদিনের মত ফুরাইয়া গেল। বস্তুতঃ তখন এতদূর হতোৎসাহ হইয়া পড়িলাম যে, সেসময় কিকরিলে শ্রেয় হয় তাহা আর কাহারও বুঝিতে আসিল না। তৎকালে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যে যেদিকে পাইলাম বিনাযুদ্ধেই ভঙ্গদিয়া সমস্ত ফেলিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিলাম। বলিব কি মহারাজ! যেরূপ সমরনিপুণ ভীমপরাক্রম সেনানী বা সৈনিক সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, বোধ হয় শত যবনাসুর একত্র মিলিলেও ক্ষণমাত্র মধ্যে আপনকার দুরাসদ প্রতাপানলে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। কিন্তু, ভাগ্যের এমনি বিপর্য্যয় গতি যে, সেই সমস্ত আয়োজন প্রতিকূল বিধাতার জ্বলন্ত কোপাগ্নিতে পড়িয়া একেবারে দগ্ধীভূত হইয়াগেল! ফলকথা, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিত হইলেও একমাত্র মস্তকের অভাবে যেমন সেই দেহটী তৎকালে সর্ব্বশোভা-বর্জ্জিত একটী বিকৃত কবন্ধমাত্রে পরিণত হইয়া পড়ে প্রভুবিহীন ভৃত্যজনেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়া থাকে জানিবেন। যদি

আপনি সেই সমস্ত সুশিক্ষিত ভীমবাহিনীর আধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, কি দুরাচার যবনদৈত্য আজ্ সিন্ধুদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত? হা! হতবিধে! সকলদিকেই অনর্থ ঘটাইলে? এক্ষণে আর বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে যাহা ঘটিবার তা ত ঘটিয়াছেই!! তাহার পর আমরা কি করিলাম বলিতেছি শুনুন্। আমরা ঘোরনিশীথে সিন্ধুদেশ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াই এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম যে, মহারাজ বীরসেন সামান্য পুরুষ নহেন অতএব তিনি যে, অবিদ্যান্ধ কাপুরুষের ন্যায় আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া শান্ত হইবেন, কখনই এরূপ বিবেচনা হয় না। ফলতঃ বৈরনির্যাতন না করিয়া তিনি কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না; তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে থাকিয়া গোপনে গোপনে সেনা সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন সন্দেহ নাই; অতএব চল আমরা নানা দিকে তাঁহার অনুসন্ধান করি তাহা হইলে কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই দর্শন পাইব। সকলে এইরূপ পরামর্শ করিয়া বিবিধ রাজ্য, নদীতীর, কান্তার ও গিরিকন্দর প্রভৃতি নানাস্থলে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু, মহারাজ! যেমন প্রারব্ধ-বঞ্চিত কুযোগী সতত হৃদয়কোষে নিহিত থাকিলেও সেই বিশ্বাত্মা হরির চরণের অনুসন্ধান পায় না সেইরূপ এই দুর্ভাগ্য ভৃত্যেরাও বহুতর অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি মহারাজের পদপঙ্কজ দর্শন পায় নাই। যখন, কোন স্থলে কাহারও মুখে আপনকার কোন সংবাদ পাইলাম না, তখন, এতদূর নিরাশ হইয়া পড়িলাম যে, তাহা এক্ষণে বলিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছিনা; বাস্তবিক তৎকালে আমাদের বুদ্ধি যেন একপ্রকার হইয়া গেল। সকলেই পরস্পর মুখের প্রতি চাহিয়া কেবল হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল; সে সময় আমরা মনুষ্য কি জড় কাষ্ঠ-পুত্তল তাহা ভাবিতে পারিনাই; তবে থাকিয়া থাকিয়া এক এক-

বার এইরূপ মনে হইতেছিল যে, এ শরীরে হয়ত আর মহা-রাজকে দেখিতে পাইব না!! এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটী সপ্তচ্ছদী তরুতলে বসিয়া পরে আবার বিবিধ পুণ্যক্ষেত্র ও তাপসাশ্রম সকল ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে যেন ঠিক শূন্যদেহে আসিয়া এই কিরাতরাজ্যের উপনগরীতে উপনীত হইলাম; হাঁ ইহার মধ্যে আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যখন আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া পলাইয়া আসি, তখন, কতকগুলি নায়ক সমেত রণপণ্ডিত সৈনিক আমাদের সঙ্গে আগমন করে। তাহারাও আমাদের ন্যায় দেবপাদপদ্মের চিরানুরাগী; সুতরাং তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারি নাই। যাহা হউক, যখন আমরা বিন্দুমতীর উপনগরীতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিতেছি, দৈবগতিকে সেই সময় এই সত্যবিক্রম মহাত্মা কিরাতপতি নগরী, উপনগরী ও জনপদবাসী প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতার তত্ত্বাবধারণ করিয়া স্বনগরীতে প্রত্যাগত হইতে ছিলেন; পথিমধ্যে এই নিরন্তর অধ্ব-পর্য্যটন এবং উপবাস জন্য নিতান্ত কৃশকায় বিষণ্ণবদন হতভাগ্য দিগকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন; তাহার পর আমাদের সমস্ত পরিচয় পাইয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন। সেই অবধি ইনি আমাদের সকলকেই উৎকৃষ্ট অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছেন। অতএব মহাভাগ! তদবধিই এই দুর্ভগ ভৃত্যদের ইঁহার আশ্রয়েই একপ্রকার জীবনযাত্রা অতি-বাহিত হইতেছে; কিন্তু, দেব! দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে ছাড়িয়া স্বর্গধামেও সুখী হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনকারই একমাত্র অনুজীবী এই আশ্রিতগণ এমন স্বর্গসদৃশ কিরাতভূমিতে পরম সমাদরে থাকিয়াও আপনকার অভাবে একদণ্ডও মনে সুখানুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। যদিচ এই মহাপ্রাণ কিরাতরাজ আমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবেই যত্নপর,

তথাপি চিরপালিত কৃতজ্ঞদাসের প্রভুকে ছাড়িয়া সুখ কোথায়? মহারাজ! আর একটী শুভসংবাদ আছে শুনুন্। যে সময়ে আমারা পলাইয়া আসি তখন, দেখি যে, আমাদের মহারাজমহিষী রোদন করিতে করিতে দুইজন সহচরী সমভিব্যারে পলায়ন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিয়া যখন সমস্ত পরিচয় জানিলাম, তখন, অগত্যা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম; অতএব সেই অবধি আমাদের মহাদেবী আপনকার বিরহে সর্ব্বদা অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে অতিদীন ভাবে এই স্থলেই বাস করিতেছেন। এইদীন পুত্রগণ সর্ব্বদা সেই রোদনপরায়ণা সতী মাতাদেবীর সেবা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই অমোঘ-পরাক্রম মহাভাগ কিরাতপতিও তাঁহাকে নিজ অন্তঃপুর প্রাসাদে রাখিয়া নিয়ত গর্ব্ভধারিণীর ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন; পরন্তু, দেবী ঈদৃশ সম্মান ও পরম যত্নে অভিরক্ষিত হইলেও এমন সময় দেখি না যে, তাঁহার সেই বিশাল ইন্দীবর পত্রোপম নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা নির্গত হইতে এক মুহূর্ত্ত মাত্রও বিশ্রান্তি আছে!! ফলতঃ তিনি কেবল আপনকার শ্রীচরণ পুনর্দ্দর্শন লালসাতেই এ পর্য্যন্ত জীবন-ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ ৫৩—৬৯॥

সূত কহিলেন, ভার্গব! তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন সময়ে সত্যপরাক্রম মহাভাগ কিরাতপতি ভক্তি ও বিনয়ে বিনতবদন হইয়া অতিরথ সৈন্ধবেশ্বর ও পাঞ্চাল নাথকে কহিলেন, মহানুভব! আমি আপনাদের একান্ত শরণাগত, অতএব দয়া করিয়া নিজ পদরজো দ্বারা বিন্দুমতী পুরী পবিত্র করুন॥ ৭০—৭১॥ কিরাতাধীশ্বর বীরভদ্র এইরূপ প্রার্থনা করিলে, মহারথ সিন্ধুনাথ বীরসেন প্রিয়মহিষীর কমলানন দর্শন কামনায় মিত্র পাঞ্চালেশ্বর ও সামন্তরাজগণ সমভিব্যাহারে তখনই বিন্দুমতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলেই বাতবেগ-গামী অশ্বে সমারূঢ় হইয়া ক্ষণমধ্যে

কিরাতরাজনগরীতে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর, দেবগণ যেমন সুরপতির অনুগামী হইয়া বৈজয়ন্তী পুরীতে প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ তাঁহারাও বিন্দুমতীশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐসময় বীরবর্য্য বীরভদ্র আহ্লাদে পুলকিত হইয়া নৃপেশ্বর সৈন্ধব ও পাঞ্চাল সমভিব্যাহারে সভাগৃহে বসিয়াই সমস্ত পৌরবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, কিরাতগণ! তোমরা সকলেই শত্রুকুলের দুরাধর্ষ; সকলেই শত্রুদেহ বিদারণক্ষম অতএব আমি যাহা বলিতেছি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর! এই যে, দুই মহাবীর্য্যশালী মহারথী পুরুষ-প্রবরকে দর্শন করিতেছ, ইহাঁরা উভয়েই ক্ষত্রিয় বংশের ধুরন্ধর। এক্ষণে এই মহাশূর সিন্ধুনাথ এবং পাঞ্চালেশ্বরের যাহাতে অর্থসিদ্ধি হয় তজ্জন্য সকলে সজ্জীভূত হও। তোমরা যদি অকপটে আমার আদেশবর্ত্তী হও তবে আর বৃথা কালবিলম্ব করিও না। দেখ, দুরাত্মা যবনাসুর কতকগুলিন কুটযোধী যবন দ্বারা ঘোরতর মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক এই মহীয়ান্ পুরুষ বীরেন্দ্র সিন্ধুরাজকে রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছে; অতএব আগামী শুক্লপক্ষের প্রথমেই ছলে রাজ্যাপহারী সেই ধূর্ত্ত যবনপতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে॥ ৭৬—৮১॥

প্রিয়কিরাতগণ! আমি বিশেষ জানি এই ভূমণ্ডলে ভীমকায় রণবীর কিরাতজাতি অপেক্ষা সংগ্রামে কূটযোধী বা বলিষ্ঠকায় কোন জাতিই নহে তোমরা সকলেই রণাঙ্গনে শতসহস্র মায়াধারী; সুতরাং মর্কটাকার ক্ষুদ্রমায়াবী যবনসেনা যে, তোমাদের সম্মুখে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারিবে না তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি; অতএব আমি আমার এই মহাবল মায়াবিশারদ কৈরাতীচমূ সমভিব্যাহারে লইয়া সেই একান্ত দুর্ম্মতি রাষ্ট্রহারী যবন পিশাচের মুক্তকেশ ও তাম্রশ্মশ্রু সংযুক্ত বিভীষণমুণ্ড ভীষণ শূলাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া এই মহাত্মা সৈন্ধবেশ্বরকে উপহার

দিব। সংগ্রামশূর কিরাতগণ! আমি আদেশ করিতেছি যাও; ইতস্তত করিয়া আর সময় ক্ষয় করিও না। ত্বরায় সুসজ্জিত হইয়া আইস। সভাপাল! তোমায় যাহা আদেশ করি অবিলম্বে সম্পন্ন কর। আমার সেই দিগন্ত বিজয়িনী বজ্রনাদিনী ভেরী ঘোষণা দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দেও; যেন এই পক্ষের মধ্যে চীন, হূন, শবর, বর্ব্বর, খশ, শিবি ও বশাতি প্রভৃতি সামন্তরাজগণ সসৈন্যে বিন্দুমতীতে আসিয়া আমার এই শত্রুকুলঘাতিনী কিরাতসেনায় সংমিলিত হইয়া অভিযানের প্রতীক্ষা করে। সূত বলিলেন, কিরাতপতি মহাভাগ, বীরভদ্র মহাবীর্য্যশালী সমরদুর্জ্জয় কিরাত চীন, হূন ও পারসিক প্রভৃতি সমস্ত রাজগণের প্রতি এই মত আদেশ করিয়া পরে নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সিন্ধুনাথ বীরসেনের হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৮২—৮৮॥

অনন্তর, তিনি অন্তঃপুরচারিণী সমস্ত রূপগর্ব্বিতা রমণীদিগকে নিকটে ডাকিয়া সেই বিশালবক্ষঃ পরিশোভিত শালতরুসদৃশ উন্নত-কায় আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজযুগল সমন্বিত বৃষস্কন্ধ যুবা বীরসেনের মনোমহিনী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। চারু-সর্ব্বাঙ্গী মহিলাগণ প্রস্ফু-টিত কমল-পলাশবৎ বিশাল জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগল-সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল বিভূষিত সিন্ধুনাথের তাদৃশী অদৃষ্টচরী চিত্তহারিণী প্রতিকৃতি দেখিবামাত্র সকলেই অতৃপ্ত-নেত্রে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের সেই নিমেষশূন্য স্তিমিত-লোচন পঙ্‌ক্তি প্রফুল্লপদ্মোদরবিলীন মধুলোলুপ মধুকর-শ্রেণীর ন্যায় পুরুষ-গৌরব বীরসেনের অনিন্দিত মুখমণ্ডলের প্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা কোনক্রমেই তথা হইতে নেত্ররাজিকে অন্যদিকে ফিরা-ইয়া আনিতে পারিল না। বস্তুতঃ সে সময় তাহারা যুবতী-কামিনী-জনসুলভ মান গৌরব বা লজ্জা একপ্রকার বিসর্জ্জন দিয়াছিল বলি-লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সেই লাবণ্যবতী পৌরাঙ্গনারা

মহারাজ বীরসেনের অমানুষরূপ-মধুরিমা দর্শনে এমন বিমোহিত হইয়াছিল যে, ক্রমে তাহারা সকলেই মনোভবের শরসংবিদ্ধ হইয়া এইমত বলাবলি করিতে লাগিল; আহা! কি চমৎকার রূপমাধুর্য্য! ইহা দর্শনে যখন, পুরুষের মনেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসের উদয় হয়, তখন, স্বভাবতঃ চপল-প্রকৃতি কামিনী জাতির চিত্ত যে, বিকৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সমস্ত অন্তঃপুরস্থ যোষিন্মণ্ডল সিন্ধুরাজে তন্ময়চিত্ত ও তদ্‌ভাবাকৃষ্ট হইয়া ঐরূপে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে সেই-স্থলে অপ্সরঃ-শ্রেণী মধ্যস্থা উর্ব্বশী অথবা মদনের রতির ন্যায় অসামান্য লাবণ্যময়ী সর্ব্বসুলক্ষণা বরারোহা কিরাতপতির কন্যা স্বীয় স্বর্গীয় রূপরশ্মিচ্ছটায় অন্তঃপুর উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান ছিলেন। সেই নিরুপমা কমলাননা বালা সহসা সিন্ধুনাথকে দেখিয়া মন্মথের অব্যর্থশরে মর্ম্মাহত হইয়া এতদূর আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, সে সময় একমাত্র সিন্ধুনাথ বীরসেন ব্যতীত অনন্ত জীবজাত-পরিপূর্ণ বিশ্ব-জগৎ তাঁহার অন্তশ্চক্ষু হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল ॥৮৯—৯৮॥

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবলা হইয়াও সেই চারু-হাসিনী বিদুষী কিরাতাধিরাজ-তনয়া স্বীয় চিরাভ্যস্ত আধ্যাত্মিক-যোগ-প্রভাবে তাদৃশ মনীষিগণ-দুঃসহ কন্দর্পবেগও অন্তরে ধারণ করিলেন ॥ ৯৯ ॥ কিন্তু, এখানে থাকিলে পাছে আবার মন্মথের অমোঘ শর-সম্পাত বর্ত্তিনী হইতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে তীরবেগে উঠিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। নৃপনন্দিনী যদিচ মনোভবের লক্ষ্যপথ অতিক্রম করিবার মানসে স্থানান্তরে অপসৃত হইলেন, তথাপি পাষাণফলকে অঙ্কিতের ন্যায় তাঁহার চিত্তফলকে মহাত্মা সিন্ধুনাথের সেই অনুপম দিব্যচ্ছবি এমনি গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তিনি বারংবার ভূরি প্রয়াসেও তাহা আর কোন ক্রমেই তথা হইতে অপনীত

করিতে পারিলেন না ; বস্তুতঃ সেই অবধি তাঁহার ধৈর্য্য শৃঙ্খল-বদ্ধ প্রমত্ত মনোহস্তী অমানুষমূর্ত্তি বীরবর বীরসেনের যৌবননদী-সমুচ্ছলিত রূপতরঙ্গে জন্মের মত ভাসিয়া চলিয়া গেল। বহু আয়াস সাধ্যেও তিনি তাহাকে আর শান্তি বা স্থৈর্য্যকূলে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১০০ ॥

এদিকে সেই সময় দিব্য রূপলাবণ্য-সমুজ্জ্বলা মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয়-রাজলক্ষ্মী-রূপা মহাসাধ্বী সিন্ধুরাজমহিষী কতকগুলি সহচরী পরিবৃত হইয়া যে স্থলে অন্তঃপুর রমণীরা চিত্রপুত্তলীর ন্যায় নিষ্পন্দ দেহযষ্টি অবলম্বনে সৈন্ধবেশ্বরের কমনীয় সৌন্দর্য্য-সাগরে পড়িয়া ক্রমে রসাতলে যাইতেছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহা! দীর্ঘকাল পতিবিরহ-বিধুরা রাজমহিষীর তাৎকালিকী অবস্থা বা বেশভূষা দেখিলে, বোধহয় দয়া ধর্ম্মশূন্যা নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ঘোর-কামার্ত্তা পতি-প্রতারিণী বিমূঢ়া অসতী পিশাচীদেরও অন্তরে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়! যে সময় মহারাজ বীরসেন দুর্দ্দান্ত বিধর্ম্মিযবনগণের প্রতারণা-জালে জড়িত হইয়া সহসা অলক্ষিত হয়েন, সেই অবধি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী দেবী বিমলপ্রভা পতিমনোরঞ্জন করবী-বন্ধন দূরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আহা! তদবধি তাঁহার সেই নিবিড় কৃষ্ণকেশ-জাল ক্রমে একটী জটারূপে পরিণত হইয়া দীর্ঘ নাগিনীর ন্যায় নিরন্তর পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছিল। ফলকথা সেই নিয়ত তপশ্চর্য্যা নিরতা মহারাজ্ঞী প্রিয়পতির অদর্শন কালাবধি রাজভোগে জলাঞ্জলি দিয়া চিরব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া জীবন-ধারণ করিতেছিলেন ॥ ১০১—১০২ ॥

শূরবর্য্য সিন্ধুপতি সর্ব্বথা দুরবগাহ গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও প্রিয়তমা মহিষীর কনকবল্লীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাদি তপঃ ক্ষীণদেহযষ্টি দেখিয়া কোনক্রমেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; সহসা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হা! হতোঽস্মি বলিয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক

ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন; ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। এইরূপে দীর্ঘকাল থাকিয়া শেষে বহুশুশ্রূষায় চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; পরে কিঞ্চিৎক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার যেমন মহিষীর মুখপঙ্কজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার চিরসঞ্চিত শোকরাশি হিমানীর ন্যায় হৃদয়াদ্রি হইতে বিগলিত হইয়া লজ্জা ভয়াদি কোন বাধা না মানিয়াই গোমুখীর ন্যায় নয়নাবরণ ভেদ করিয়া অবিরল ধারায় বাষ্পবারি-রূপে নিপতিত হইতে লাগিল। নররায় বীরসেন কিয়ৎক্ষণের পর আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রাণ-প্রিয়তমা রাজ্ঞীকে যেমন কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ে বদন উন্নত করিয়াছেন, অমনি মহাসাধ্বী মহাদেবী বিমলপ্রভা চিরপ্রোষিত প্রিয়পতির পদপ্রান্তে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় পতিত হইয়া ভক্তিভাবে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি বহুচেষ্টা করিয়াও একটী কথা মাত্রও জিহ্বা হইতে নিঃসারিত করিতে পারিলেন না ॥ ১০৩—১০৭ ॥

মহামতি সিন্ধু-সৌবীর-পতি প্রিয়মহিষীর তাদৃশ পাতিব্রত্য ও পতিপ্রেম দর্শনে শশব্যস্তে তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারংবার তাঁহার অমৃতময় মুখপঙ্কজ চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং নিজ উৎসঙ্গে বসাইয়া নানাপ্রকার প্রিয়-সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। চারুহাসিনী কিশোরী কিরাত-নন্দিনী তাঁহাদের উভয়ের তাদৃশ অনুপমেয় দাম্পত্য-প্রণয় দর্শনে তৎক্ষণাৎ স্বেদস্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ সিন্ধুনাথের অসামান্য দাক্ষিণ্য বিষয় সমালোচনা করিয়া শেষে সেই সর্ব্বগুণময় কান্তকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥১০৮—১১২ ॥

এদিকে সিন্ধুরাজ-মহিষী সৌবীরী বিমলপ্রভা পূর্ব্বে ভৃগুবংশো-

স্তব মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়ের মুখে সূর্য্যতনয়ের পূজাদিবিষয়ে যেরূপ উপ-দেশ পাইয়াছিলেন তৎসমস্ত নিজ পতিকে বুঝাইয়া দিলেন ॥ ১১৩ ॥

সৈন্ধবেশ্বর বীরসেন মহিষীমুখে সূর্য্যতনয় শনৈশ্চরের মহিমা শ্রবণ করিয়াই অমনি সেই দিবস হইতে সংযত থাকিয়া শনিবাসরে যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশুদ্ধচেতা মহারথ বীরসেন সস্ত্রীক শনৈশ্চরের পূজাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া আচার্য্যকে অভিলষিত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর নানাবিধ স্বাদু অন্নব্যঞ্জন দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শেষে সমস্ত কিরাতদিগকে প্রসাদবণ্টন করিয়া দিলেন। সমস্ত ক্রিয়া সমাপ্তির পর উভয় দম্পতীই গ্রহপ্রবর সূর্য্যাত্মজকে ভক্তিভাবে স্তব করিয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বাষ্পবিগলিত লোচনে আপনাদের শত্রুকবলিত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গ্রহরাজ সৌরি তাঁহাদের উভয়ের যথাবিহিত ভক্তি স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন; তিনি নিজ অঙ্গ-জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করত উভয় দম্পতীকেই আপনার ভক্ত-প্রিয়দর্শন প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। শৌনক! মহাসত্ত্ব সিন্ধুপতি মহাত্মা মিহিরাঙ্গজের তাদৃশ মহদাশ্চর্য্য রূপ সন্দর্শন করিবা মাত্র ভক্তিভরে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ॥ ১১৪—১২০ ॥

পরে ধরাতল হইতে উঠিয়া বদ্ধাঞ্জলি-পুটে বলিলেন, অমলাত্মন্! গ্রহরাজ! তোমায় ভূরি ভূরি নমস্কার করি; কৃপা করিয়া এই দীনের প্রতি প্রসন্ন হও। দেব! আমি অপার দুঃখজালে জড়িত হইয়াছি; দয়া করিয়া এই বিষম সঙ্কট হইতে রক্ষা কর ॥ ১২১ ॥ সূত কহি-লেন, মহর্ষিগণ! সূর্য্যনন্দন শনৈশ্চর ধীমান্ সৈন্ধবেশ্বরের ঐরূপ ভক্তিভাব দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরগ্রহণের জন্য অভিচ্ছন্দিত করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! সিন্ধুরাজ! আমি তোমার

প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে শোক মোহাদি দূরে বিসর্জ্জন দিয়া সুখী হও। নৃপনন্দন! বর প্রার্থনা কর। তোমার অন্তরে যে-. রূপ কামনা তাহাই প্রার্থনা কর। আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিমত সমস্ত বর প্রদান করিব॥ ১১২—১২৩॥

সৈন্ধবাধীশ্বর বীরসেন সৌরির ঈদৃশ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলেন, দেব! যদি এ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে এই বর দিন, আমি নিজ বাহুবল-প্রভাবে সমস্ত অরাতিকুল বিধ্বস্ত করিয়া যেন অপহৃত পৈতৃক রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিতে পারি। গ্রহপ্রবর শনৈশ্চর মহারাজ বীরসেনের স্তুতিপূর্ণ প্রার্থনায় প্রীত হইয়া "তাহাই হউক" বলিয়া বরদান পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। সিন্ধুনাথ সহসা গ্রহরাজ শনিকে তিরোহিত হইতে দেখিয়া উর্দ্ধমুখে আকাশমণ্ডলের দিকে চাহিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ১২৪—১২৫॥

পা ইতি শ্রীশনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিতে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

ম.

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর সিন্ধুপতি বীরসেন সূর্য্যনন্দন শনির প্রসাদে স্বচ্ছন্দানুযায়ী বর লাভ করিয়া কিরাতেশ্বরকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার অনুগ্রহে অদ্য আমি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধমনোরথ হইলাম। গ্রহবর্য্য সূর্য্যতনয় আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মুহূর্ত্তমাত্র হইল স্বীয় দিব্য মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া অভিমত বর প্রদান পূর্ব্বক স্বর্লোকে যাত্রা করিলেন; এক্ষণে সেই দুর্ম্মতিশক্র যবনবংশ ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত সৈন্য সঞ্চয় এবং কোন্‌দিনে অভিযান করিতে হইবে তাহার শুভদিন অবধারণ করুন। শক্রতাপন! কিরাতাধীশ্বর! মদোৎকট পাঞ্চাল এবং সমরকই সৈন্ধবগণ আপনকার এই মায়াবিশারদ রণদুর্জ্জয় কিরাতদলে মিলিত হইলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, এই সমবেত বাহিনী লইয়া অচিরকাল মধ্যে বন ও পর্ব্বত সঙ্কুলা সাগরাম্বরা ধরাকে করতলগত করিতে পারি; অতএব ক্ষুদ্র যবন মর্কটকে পরাজিত করিবার কথা আর কি বলিব। কিরাতাদি জনপদেশ্বর অমিতপ্রভ মহাবীর বীরভদ্র মহামনা সিন্ধুপতির ঈদৃশ তেজোগর্ভ বিজয়ব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে কহিলেন, সিন্ধুপতে! ভাগ্যবশতই অদ্য আপনি গ্রহরাজ সৌরির প্রসাদে পূর্ণমনোরথ হইলেন। ভাগ্যবলেই আজ্ আপনি সমস্ত সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইলেন; পরন্তু, এ আপনি স্থির জানিবেন যে, কোন, বল ও বাহনাদি পরিপূর্ণ এই সুদীর্ঘ উর্জ্জিত

কৈরাত-সাম্রাজ্য বা অপর যাহা কিছু আছে এ সমস্তই আপনার। অধিক কি পরিবারবর্গ সমেত এই কিরাতরাজ বীরভদ্রকে আপনার চিরদাস বলিয়া জানিবেন॥ ১—৯॥

কিরাতপতি মহারথী বীরভদ্র সিন্ধুরাজকে এইরূপ মধুময় বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, যদিচ ভেরী ঘোষণা দ্বারা সমস্ত দেশ প্রদেশে আমার আদেশ প্রচারিত করা হইয়াছে, তথাপি তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; কারণ, এই সাধারণ মানুষজগতে একজন কোন বিপদ্‌জালে জড়িত হইলে অপর একজন তাহাকে নিজ মস্তক দিয়া উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে যত্নপর হয় এরূপ মানব প্রায়ই বিরল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বিবেচনা করিয়া শেষে একজন সুদক্ষ দূতকে ডাকিয়া সমস্ত করদরাজ্য এবং সামন্তরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন; যাইবার সময় তাহাকে এইমত উপদেশবাক্য বলিয়া দিলেন, দেখ, দূত! তুমি সমস্ত করপ্রদ ও সামন্তরাজকে আমার এইরূপ আদেশ জানাইবে; যেন তাহারা আমার আদেশ পাইবামাত্র সসৈন্যে এই কিরাতরাজধানী বিন্দুমতীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দুরাত্মা ইহার অন্যথা করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরের মুখে প্রদান করিব। দূত 'যথাজ্ঞা, বলিয়া ত্বরিতগামী অশ্বারোহণে সর্ব্বত্র সংবাদ প্রদান করিলে, করদাতৃ ও সামন্তরাজগণ সম্রাটের আজ্ঞা শ্রবণমাত্রে সকলেই কালবিলম্ব না করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে বিন্দুমতীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃগুনন্দন! সমস্ত রাজগণ সবলবাহনে রাজধানী বিন্দুমতীতে আসিয়া উপনীত হইলে, তথায় ভয়াবহ হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথীদিগের গর্জ্জন এবং রথশ্রেণীর ঘর্ঘরশব্দ একীভূত হওয়াতে বিন্দুমতীকে একটী ঘোরতর শব্দময়ী বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। অদীনসত্ত্ব কিরাতনাথ সেই সমস্ত অগণিত সেনাব্যূহের সমাগম দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তাহাদিগকে শত্রুরপ্রতি অভিযানে আদেশ করিলেন। কার্য্যতত্ত্বাভিজ্ঞ অতিরথ বীরসেন কিরাতপতির তাদৃশ একপ্রাণতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া পরম আনন্দসহকারে সমস্ত সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন; এবং সমন্ত্রী মিত্রবর পাঞ্চালেশ্বর এবং কিরাতপতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেই অগণ্য সৈন্য সংকর্ষণ পূর্ব্বক কিরাতনগরী হইতে নির্গত হইলেন। সমরবিশারদ ভীমবল কিরাত ও শবরপ্রভৃতি পার্ব্বত্য সেনাগণ আজ্ঞা পাইবামাত্র ক্ষুদ্রমায়াবী মর্কটমূর্ত্তি যবনকুলের সহিত যুদ্ধ লালসায় স্ফীত হইয়া আহারান্বেষিপিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় যূথে যূথে প্রধাবিত হইতে লাগিল। ভৃগুনন্দন! তৎকালে সেই ভীমনিস্বনা কৈরাতী চমূ হইতে সেনানী ও সৈনিক বীরগণের বাহ্বাস্ফোট ও সিংহনাদাদি বিবিধ ভৈরবশব্দ এবং মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও নরগণের পদোত্থিত রজোরাশি সমুত্থিত হইলে, বোধ হইল যেন ধরাদেবী সম্বর্ত্তক মেঘাড়ম্বরিত প্রলয়-মহানিশায় ডুবিয়া রসাতলে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। পাঞ্চাল ও কৈরাতবল সমন্বিত সিন্ধুপতি বীরসেন ঈদৃশ রণমদোৎকট চতুরঙ্গিণী বাহিনী দ্বারা ভূতল কাঁপাইতে কাঁপাইতে যবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে তাঁহারা কতিপয় দিবস কান্তার পথে নিশা অতিবাহিত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী দিবসে বিশ্ববিশ্রুত সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারের ক্রোশান্তরে গিয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত শঠ যবনগণ কার্য্যদক্ষ চরমুখে এই সমস্ত সংবাদ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ চর্ম্মবর্ম্মাদিতে সন্নাহিত হইয়া স্বস্বপ্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় বীরদিগের সহিত সংগ্রাম কামনায় গভীর নিশীথ সময়ে রাজধানী হইতে নির্গমন করিল॥ ১০—২৮॥

বিভাবরীর অবসানে বিমলপ্রভ ভাস্করদেব বিশ্বপ্রকাশ মানসে গগন সিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, ধনুর্বিদ্যাবিশারদ অতিরথ সিন্ধু-

পতি সমস্ত সেনা ও সেনানী সকল যথা নিয়মে সংস্থাপন পূর্ব্বক অভূতপূর্ব্ব চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মায়াবলপ্রধান যবনেশ্বর ক্ষত্রিয়বীর বীরসেনের তাদৃশ ব্যূহ রচনা কৌশল দর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ সমস্ত যবনসেনাকে বিভাগমতে অদ্ভুত শকটব্যূহে ব্যূহিত করিয়া প্রলয়সাগর সদৃশী ব্যূহিত শত্রুসেনার অভিমুখীন হইলেন। ভার্গব! সেই সুবর্ণচ্ছবি অর্য্যমার উদয় সময়ে ক্ষত্রিয় যবনে সুরাসুর সদৃশ ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বীরগণের শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনাদ, গোমুখ ও পটহ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শব্দ একীভূত হইয়া আকাশগত হইলে দিঙ্মণ্ডল তুমুল শব্দময় হইয়া উঠিল। ঐ সময় বিকটাকৃতি মহাশূর যবনগণ খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, পাশ ও প্রাসাদি নানাপ্রহরণ হস্তে মার মার শব্দে ভৈরবরব করিতে করিতে ক্ষত্রিয় দিগের প্রতি প্রধাবিত হইল ॥ ২৯—৩৮ ॥

শস্ত্রযুদ্ধ-কুশল রণশূর যবনগণ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রথাদি যানে সমারূঢ় হইয়া উগ্রতর শস্ত্রবর্ষণের অবতারণা করিতেছে দেখিয়া ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর সত্যবিক্রম বীরসেন রণোৎকট সৈন্ধব, পাঞ্চাল এবং মায়াময় ভৈরবাকার কিরাতগণ সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অবহেলে যবন প্রবর্ত্তিত শস্ত্রবৃষ্টি মস্তকে ধারণ করিয়া প্রতিপ্রহারে উদ্যত হইলেন। এইরূপে রণমত্ত তরস্বী যবন ও ক্ষত্রিয়েরা সেই দারুণ ভূতক্ষয়কর সংগ্রামসাগরে নিমগ্ন হইলে পর, সেই সময় বিশ্বস্তম্ভকর ঘোরতর কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। শৌনক! তাহার পর সেই নিদারুণ সংগ্রাম দেখিতে দেখিতে এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, তাহা বর্ণনা করিতে অদ্যাপি শরীর কণ্টকিত হয়!! বস্তুত ক্ষণমাত্র মধ্যে ক্রোধোন্মত্ত ক্ষত্রিয় ও যবনের ছিন্নমস্তকে রণাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৩৯—৪২ ॥

এমন সময় কিরাতেশ্বর বীরভদ্র কতকগুলি কিরাতসেনা সঙ্গে লইয়া বিপক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে ক্রূরচেতা যবনপতি নিরন্তর বাণবৃষ্টি দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ কিরাতনাথকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অমনি কিরাধিপতিও জ্বলন্ত অগ্ন্যঙ্গারী কালায়স নিশিত ভল্লদ্বারা তাহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবল যবনপতি একটী গুর্ব্বীগদা উদ্দামিত করিয়া কিরাতেশ্বর-প্রেরিত ভল্লাস্ত্র নিকটস্থ না হইতে হইতেই বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। রণদুর্ম্মদ যবনগণ আপনাদের প্রভু যবনেশ্বরের তাদৃশ মহদাশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া আহ্লাদে বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান কিরাতনাথ যবনদিগের সেই বৃথাগর্জ্জন সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; অনন্তর, তিনি ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে কালান্তক যমের ন্যায় বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; এবং সর্ব্বায়সী একটী প্রচণ্ডগদা হস্তে লইয়া নিজ রথ হইতে মহাবেগে উল্লম্ফন পূর্ব্বক একেবারে যবনের প্রতি পতিত হইলেন॥ ৪৩—৪৯॥

মহাসত্ত্ব শত্রুতাপন যবনরাজ কিরাতনাথকে গদাহস্তে আপতিত হইতে দেখিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমন পূর্ব্বক বহ্নিজ্বালা-সমাকুলা শমনের ভগিনীর ন্যায় কালকল্পা এক বিরাট্‌শক্তি লইয়া তাঁহারপ্রতি নিক্ষেপ করিল। ঐ সময়, সুররাজপ্রতিম ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর্য্যবান্ বীরবর্য্য নরেশ্বর সৈন্ধব ও পাঞ্চাল যেস্থলে প্রচণ্ড-বিক্রম শত্রুহন্তা কিরাতপতি একাকী অগণ্য যবনগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত আছেন, সেইস্থলে উভয়েই আসিয়া উপনীত হইলেন। রণকোবিদ দুর্দ্ধর্ষ যবনেরা অমোঘবীর্য্য মহাশূর ক্ষত্রিয় রাজত্রয়কে যুগপদ্ যবন-বিনাশে সমুদ্যত দেখিয়া আপনাদের প্রভুর জীবনরক্ষার মানসে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ! তৎকালে সেই দারুণ প্রকৃতি সংগ্রামশূর ম্লেচ্ছ সৈনিকেরা মহাক্রোধে ঘোর-

তর সিংহনাদ করিতে করিতে শূল, পট্টিশ, মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ বিকটাস্ত্রজাল প্রহার দ্বারা অসখ্য ক্ষত্রিয় দেহ জীবন শূন্য করিতে লাগিল ; পরন্তু, আর্য্যবীর্য্য সমুৎপন্ন রণপণ্ডিত ক্ষত্রিয়গণও ম্লেচ্ছদিগের তাদৃশ ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিলেন না ; বস্তুতঃ তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত রাশি রাশি সধূমবহ্নিবমনকারী বজ্রভীমনাদী শত শত শতঘ্নী নামক আগ্নেয়াস্ত্র সকল প্রচণ্ডবেগে আপতিত হইয়া অগণিত ম্লেচ্ছদিগকে ধর্ম্মরাজপুরের আতিথ্য স্বীকার করাইল। মহর্ষিগণ ! যেসময় ক্ষত্রিয় যবনে এইরূপ লোকবিস্মাপন দারুণ লোমহর্ষণ তুমুল সংকুল যুদ্ধ হইতেছিল এবং জয়কাশী ক্ষত্রিয় বীরেরা যে সময় আপনাদের মহিমা-মন্দরগিরিদ্বারা দুরাসদ বিপুল ম্লেচ্ছসাগর নির্ম্মন্থন করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা সেস্থলে এক অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইল ॥ ৫০—৬০ ॥

সেই সময় একটী সুস্থির বিদ্যুৎপ্রভা নীলাম্বর পরিহিতা মহার্হ রত্নালঙ্কারবিভূষিতা ষোড়শী কামিনী সামরিক-বেশে সন্নাহিত হইয়া চতুরঙ্গসেনা সঙ্গে তাদৃশ বিরাট্ সমরসাগর মধ্যে আসিয়া অবগাহন করিলেন। ভার্গব ! যখন, সেই দিব্যরূপা মদিরাক্ষী রণসাজে সজ্জিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে দৃষ্ট হইলেন, আহা ! তখনকার সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া অমরগণও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিক কি, তৎকালে সেই খড়্গ খেটক করা প্রফুল্ল পঙ্কজবদনা মুক্তকেশী রণচণ্ডা চণ্ডীকে দেখিবামাত্র সকলেরই মনে এইরূপ বোধ হইল যে, আজ্ বুঝি নিশ্চয়ই সেই মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভগবতী মহারৌদ্রী চণ্ডিকা ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনায় যবনাসুরকুল নির্ম্মূল করিবার মানসে সংগ্রামক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন ! ! যে সময় সেই অসামান্য লাবণ্যময়ী নবীনা শূল চাপাদিহস্তে রথনীড়ে দাঁড়াইয়া মহাক্রোধে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

পরিচালন পূর্ব্বক যবনরাজকে বজ্রগম্ভীরস্বরে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার সেই মুনিজনমনোলোভা বিশ্ববিমুগ্ধকরী তপ্তকাঞ্চনপ্রভা মূর্ত্তি দেখিয়া পাষণ্ড যবনপতিও কিয়ৎক্ষণ জড়পিণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। তদনন্তর, তিনি দারুণ-প্রকৃতি পাপাত্মা যবনেশ্বরের সেনানীকে কহিলেন, অরে! অরে! দুরাত্মা যবনাধম! আমি যাহা বলি শ্রবণকর্। যে বিকটাকার মূঢ় রাজপদের কলঙ্কস্বরূপ যবনাপসদ মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক মহাত্মা সিন্ধুরাজের সাম্রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, আমি সেই দুরাত্মা যবনকুলপাংসনের সমস্ত দেহ ভীষণ খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই সমস্ত রক্তাক্ত মাংসখণ্ড এবং মুক্তকেশ-সমন্বিত বিকৃতমুণ্ড পিশিতাশী গৃধ্র, শিবা ও কুক্কুরের মুখে অর্পণ করিব॥ ৬১—৬২॥ অতএব এখনও বলিতেছি শোন্! যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে তোরা সপরিবারে পাতালপ্রদেশে পলায়ন কর্। মহামনা সিন্ধুনাথ পুনরায় নিজ পৈতৃক সিংহাসনের অধীশ্বর হউন্; অন্যথা নিশ্চয়ই সমস্ত পাপাশয় পরস্বহারী খলস্বভাব যবনবংশ সমূলে বিধ্বস্ত করিব, সংশয় নাই॥ ৬৩—৭২॥

সূত কহিলেন, ভার্গব! যেমন মহিষাসুরসংগ্রামে জগদম্বিকা জগদ্ধাত্রী কখন অট্টহাস কখন ঘণ্টানাদ করিতে করিতে অনন্তভূজ রাজিতে জগতীতল পরিব্যাপিত করিয়া দুর্দ্দান্ত দানবদল বিমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই মদিরায়তলোচনা স্মেরাননা নবযৌবনা কামিনীও অবিকল সেইরূপে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ কখন বা অট্টহাস্য করিতে করিতে এত ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে শস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ভার্গব! সেই মধুরমূর্ত্তি রমণী রণসাগরে অবগাহন করিয়া দেখিতে দেখিতে ক্রমে এমনি ভৈরবীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন যে, তৎকালে তাঁহার সেই তেজোময় মুখমণ্ডলের-প্রতি

কেহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেও সাহস করিল না; বস্তুত তৎকালে তাঁহার বিশাল ক্রোধারক্ত নয়নযুগল হইতে অনবরত কেবল অনলকোণা উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। সেই ক্ষিপ্রকারিণী রমণী কখন্ যে অস্ত্রগ্রহণ করেন আর কখনই বা নিক্ষেপ করেন তাহা কেহই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইল না; কেবল নিরন্তর, রাশি রাশি খড়্গ, পরশ্বধ, শূল, পট্টিশ, গদা, প্রাস জলদঙ্গার উদ্গারী শতঘ্নী প্রভৃতি অগণিত অস্ত্র জাল অবতারিত হইয়া যোধবর্গ বা দর্শক-মণ্ডলীর নেত্রগোলক দগ্ধ করিতে লাগিল; বোধ হইল গগনমণ্ডল হইতে ঘোরতর অগ্নিজ্বালাসমাকুল অসংখ্যবজ্র ভৈরবনাদে যুগপৎ-নিপতিত হইয়া যবনবাহিনী রসাতলে পাঠাইতে সমুদ্যত হইয়াছে; বস্তুতঃ ক্ষণকাল পরে যখন যবনচমূ হইতে তুমুল কোলাহল ও হাহা-কার ধ্বনি সমুত্থিত হইল তখন কিঞ্চিৎ অন্ধকার অপসৃত হইলে, দেখাগেল, ভাদ্রমাসে প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিপতিত পক্বতাল ফলের ন্যায় সহস্র সহস্র যবনের মুণ্ডিতমুণ্ডে রণাঙ্গন সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৭৩—৭৮ ॥

ভার্গব! সেই প্রলয়কালবৎ ভৈরব সংগ্রামে মুক্তমূর্দ্ধজ যবন সৈন্যমধ্যে কোন কোন যবন নিহত কাহারাও বা সমরদুর্জ্জয় বরারোহার বজ্রসন্নিভ অস্ত্রজালবর্ষণে সমাহত ও বিচেষ্টমান হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। ফলকথা সেই একাকিনী কিরাততনয়া বীরা নিজ অস্ত্রপ্রভাবে শত শত শৌর্য্যশালী ভীষণ যবনের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই সমরাঙ্গন শুম্ভ-নিশুম্ভ ও চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতি দুর্দান্ত দৈত্যবধে যেরূপ রৌদ্রের ভৈরব আক্রীড়ভূমি হইয়াছিল এক্ষণে ঐ কিরাতনন্দিনী বীরাও অবিকল সেইরূপ অভিনয়ের অবতারণা করিলেন। ভৃগুনন্দন! তৎকালে তাঁহার হুঙ্কারশব্দে কখন জ্যাঘোষে কখন বা শঙ্খশব্দে কখন অট্টহাস ও কখন তলশব্দ

দ্বারা, রোদসী (আকাশ ও ভূমি) পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥৭৯-৮৩॥ ঐ সময়ে তিনি কখন ভল্ল কখন খড়্গ কখনও শিলাশাণিত গৃধ্রপত্রবিভূষিত অসংখ্য শরজাল এবং শূল মুষল, মুদ্গার প্রভৃতি অস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিয়া রথনীড়ে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৮৪—৮৫॥

সেই প্রলয় কালের মেঘের ন্যায় প্রতীয়মানা বীর্য্যশালিনী বীরা মুহু র্মুহু ঘণ্টানাদ ও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ বর্ষণ দ্বারা অসংখ্য বিপক্ষ দিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥ তিনি সজলজলদধর সদৃশ গম্ভীর রবে কোন কোন যবনকে বিমোহিত কাহাকে ও বিপাটিত কাহাকেও বা বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮৭ ॥

যবনেশ্বর যুদ্ধস্থলে এইরূপ অসংখ্য যবনসৈন্যের বিনাশ দেখিয়া মহাক্রোধে অধীর হইয়া নিজ বিকটাকার মদোৎকট সেনাপতি দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন যে, হে যবনসেনাপতিগণ! তোমরা এই ভীষণ যবনচমূ লইয়া, শত্রুদিগের ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশালহৃদয় ক্ষত্রিয়গণকে প্রচণ্ডবেগে ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেল। শবর ও কিরাতপ্রভৃতি বর্ব্বরগণকে এখনি বিনাশ কর, ঐ দুর্ব্বলদিগের মুখমণ্ডলে মুহু র্মুহু পদাঘাত দ্বারা বিতাড়িত কর; এবং পদাতি অশ্বারোহী ও নিষাদী সমন্বিত বিপক্ষ রথিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিনাশ কর, মিত্রসহিত পতঙ্গসদৃশ সৈন্ধবদিগকে গদা দ্বারা নিপাতিত করিয়া তাহাদিগের মৃণালতুল্য গৌরাঙ্গী মনোরমা রমণীদিগকে আচ্ছিন্দন পূর্ব্বক আনয়ন কর ॥ ৮৮—৯০ ॥

সূত বলিলেন, ঘোরদর্শন যবনগণ প্রভুর এইরূপ আদেশ শুনিয়া মহা কোলাহলশব্দে রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯১ ॥ তৎকালে সেই বিকটকায় লোহিতলোচন ভীমবেশধারী দুর্দ্ধর্ষ যবনগণ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় অনবরত বাণজাল বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিল ॥ ৯২ ॥ বিশেষতঃ সেই যুবতী বীরা একাকিনী

অসংখ্য যবনদিগকে নিহত করিতেছে দেখিয়া বহুতর যবন রথিগণ আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল ॥ ৯৩ ॥

কূটযোধি ভীমবল কিরাতগণে সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষিত সেই মনোহরা বিশালাক্ষী সুন্দরী হুঙ্কার ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা যবনদিগের বিধ্বংস করিতে করিতে বহ্নিতেজের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছেন দেখিয়া নরবর সিন্ধুরাজ, কিরাতেশ্বরকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমস্তসেনাব্যূহ ভেদ করিয়া সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৪—৯৬ ॥

অনন্তর, জয়শ্রীপরিশোভিত মহাবল সিন্ধু, পাঞ্চাল ও কিরাতগণের সহিত ভীষণমূর্ত্তি যবনগণের নিদারুণ সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৯৭ ॥ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণের পদভরে গিরিকাননসঙ্কুল বসুন্ধরা অতিশয় বিচালিত হইতে লাগিল ॥ ৯৮ ॥

হে ভার্গব! এই সময়ে তত্রত্য গগনাঙ্গনে মেঘসকল প্রলয় কালের ন্যায় ঘোরতর গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল, সমুদ্রসকল উদ্বেল হইয়া উঠিল ॥ ৯৯ ॥ হে মহর্ষিগণ! মদগর্ব্ব যবনরাজ, সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া নিরন্তর ভীষণ নারাচ, পরিঘপ্রভৃতি অসংখ্য শস্ত্রজাল বর্ষণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদপটলীর ন্যায় সেই রণাঙ্গন সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ॥ ১০০—১০১ ॥

সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ভীমকায় মহাভাগ ক্ষত্রিয়গণও ভীষণ জ্বলন্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় করিয়া ফেলিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই বহ্নিজ্বালাসমাকুল বজ্রনির্ঘোষ ঘোরদর্শন আগ্নেয়াস্ত্র প্রভাবে রণদুর্ম্মদ কোটি কোটি যবনগণ ক্ষণমাত্রমধ্যে যমরাজগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল ॥১০২-১০৪॥

বীর্য্যমদে উন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ যবনগণও ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় যুদ্ধে শতশত ক্ষত্রিয়দিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। এইরূপে

পরস্পর প্রহারকারী ক্ষত্রিয় ও যবনগণের শোণিত প্রবাহে তৎক্ষণাৎ সমরস্থলে ভয়াবহ নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ১০৫—১০৬ ॥

সেই বিষম সংগ্রামস্থলে মাংসাশিজন্তুগণ, মনুষ্য হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির মাংস আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১০৭ ॥ এই সময়ে মহাবল বীরবর যবনেশ্বর শস্ত্র ও অস্ত্রাদি দ্বারা পরিভূষিত চারুসর্ব্বাঙ্গী বীরাকে সন্নিধানে অবলোকন করিল। সেই লোকললামভূতা মনোহর ইন্দীবরনয়না শ্যামাললনা রণাঙ্গনে সাক্ষাৎ শ্যামার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রফুল্লিত আননে ঈষৎ হাস্য শোভা পাইতেছে, তিনি রণমদে মত্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে দুর্দ্দান্ত যবনগণকে বিনাশ করিতেছেন। সেই নবীন যৌবনাঢ্যা পীনোন্নতপয়োধরা চারুনিতম্বিনী, পদ্মগন্ধা গৌরাঙ্গী বরারোহা নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা কেশরীর ন্যায় ক্ষীণমধ্যা সুচারু চিকুরপাশে পরিশোভিতা সাক্ষাৎ রতির ন্যায় মুনিমনোহরা ম্লেচ্ছমর্দ্দিনী বালাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া বিকটমূর্ত্তি যবন কামরসে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল, হে বরবর্ণিনি! বালে! তুমি কে? কোথা হইতে এই ভীরুগণের ভয়প্রদ ঘোরতর বিষম সংগ্রামে উপস্থিত হইলে? হে শশিপ্রভে! কান্তে! তুমি কাহার নন্দিনী, হে চণ্ডি! তুমি ঈদৃশ যৌবনাঢ্যা ও সুখসেবিতা হইয়া সুখময় প্রমোদক্রীড়া বিসর্জ্জন দিয়া ক্রূরাত্মা পুরুষের ন্যায় এই অদৃষ্টচরক্রূরতর নিদারুণ ভয়ঙ্কর শস্ত্রক্রীড়ায় কিজন্য প্রবৃত্ত হইয়াছ? হে শুচিস্মিতে! তুমি আমার সন্নিধানে আগমন কর; হে চপলনয়নে! আমি সত্যবাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তোমাকে সমস্ত অন্তঃপুরচারিণী দিগের মধ্যে প্রধানা মহিষী করিয়া রাখিব ॥ ১০৮—১০৯ ॥

সূত বলিলেন, দুরাত্মা নারীলম্পট যবন সেই সাধ্বীর প্রতি মুমূর্ষু ব্যক্তির বাতোল্বণবিকার-জনিতপ্রলাপের ন্যায় বৃথা কাম-রসাশ্রিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছে শ্রবণ করিয়া রণদুর্ম্মদ মহাবীর

ক্ষত্রিয়গণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা ভয়ঙ্কর বাত্যা সংক্ষুভিত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ ও ধৈর্য্যহীন হইয়া ক্রোধভরে ওষ্ঠপুট দংশন করিতে করিতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই ভীমকায় ক্ষত্রিয়গণ রক্তচন্দনে চর্চ্চিত পরিঘতুল্য বাহুযুগল বিধূনিত করিয়া অসুরদিগকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন শত্রু-বিদারী কালানল তুল্য ব্রাহ্ম ও ঐন্দ্রাদি অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! তাহাদিগের কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সকল দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া প্রলয়কালের ন্যায় পৃথিবীকে অন্ধকারাবৃত করিয়া তুলিল॥ ১১০—১২৩॥

অনন্তর শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ মহাত্মা সিন্ধুরাজ যজ্ঞস্থলে দেবভোগ্য হবি লেহনেচ্ছুক কুক্কুরের ন্যায় সেই কামার্ত্ত যবনাধমকে দিব্যরূপা পবিত্রাত্মা কিরাতরাজতনয়ার গ্রহণে ইচ্ছুক দেখিয়া রোষাগ্নিপরীত নেত্র দ্বারা যবনকে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্তই যেন বিধুম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন॥ ১২৪—১২৬॥

অনন্তর মহাবীর্য্য সিন্ধুনাথ বীরসেন অশ্বযন্তাকে আদেশ করিলেন, মহাবাহো! যে স্থলে কমনীয়কান্তি কিরাতরাজনন্দিনীর অবমাননাকারী দুরাত্মা যবনাধম অবস্থিত রহিয়াছে তুমি এখনি সেই স্থলে আমার রথ লইয়া চল। আমি ক্ষণমাত্রেই ঐ মদমত্ত দুর্ম্মতির দর্প চূর্ণ করিব। এই বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যবন-ব্যূহ বিলোড়িত করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। ভীমবল যবন-সৈন্যে পরিবেষ্টিত যবনপতি কালজঙ্ঘ সিন্ধুনাথকে সবেগে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রধাবিত হইল। অনন্তর সে ঘোরসঙ্কাশ এক বিপুল পরিঘ উদ্ভ্রামিত করিয়া অসুর-বিমর্দ্দী শক্রের প্রতি বৃত্রাসুরের ন্যায় মহাত্মা সিন্ধুনাথের প্রতি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু শৌর্য্যশালী মহারথ সৈন্ধবেশ্বর তৎক্ষণাৎ নিজ গদাঘাতে সেই প্রচণ্ড পরিঘাস্ত্রকে বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন॥১২৭—১৩২॥

তদ্দর্শনে কুটযোধী যবনগণ একত্র মিলিত হইয়া ঘোরতর মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক অদ্ভুত সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ১৩৩ ॥

হে ভার্গব! শক্রজয়াভিলাষী মদোৎকট ঘোরসঙ্কাশ দুষ্ট যবনগণ বিষ-শাণিত অস্ত্র, নাগপাশ, বায়ব্য, বারুণ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলোক ক্ষেপণাদি বিবিধ দ্রব্যগুণ সমন্বিত বহ্নিকুট যন্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে করিতে ক্ষত্রিয়-সেনাব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১৩৪—১৩৬ ॥

যবনদিগের সেই সমস্ত কার্য্য অবলোকনে বীরকেশরী সিন্ধুরাজ মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। হে ভৃগুকুলভূষণ! দৈত্যবিধ্বংসী সেই দিব্যাস্ত্র বহ্নিজ্বালা উদ্গিরণ করিতে করিতে ক্ষণমাত্রেই যাবনিক মায়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। নিদাঘকালে বৈদ্যুতাগ্নি যেমন ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে পার্ব্বত্য তরুরাজিকে দগ্ধ করিয়া থাকে সেই ব্রহ্মাস্ত্র ও সেইরূপে যবনসেনা সমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারথ সিন্ধুনাথ এইরূপে যবনচমূ সমূহ ভস্মসাৎ করিয়া যবনপতিকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অশ্বচালনা করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে ম্লেচ্ছ-পতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩৭—১৪১ ॥

রে ম্লেচ্ছাপসদ! এই সিন্ধুপতি তোর কালস্বরূপ হইয়াই অদ্য এই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াছে, খগপতি যেমন স্বীয় নখরদ্বারা ভুজঙ্গগণের রত্নবিভূষিত মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সেইরূপ অদ্য আমিও তোর এই শিরোরত্ন বিভূষিত মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব। আজ্ আমি তোকে সম্মুখে পাইয়াছি, আর পলাইতে পারিবি না; রে অজ্ঞানান্ধ! সিংহ যেমন মহাকায় মত্ত গজযূথ পতিকে বিনাশ করে, সেইরূপে অদ্য আমিও সংগ্রামস্থলে দস্যুকুল নির্মূল করিবার নিমিত্তই এখানে উপস্থিত হইয়াছি;

অতএব স্বীয় প্রচণ্ড বীর্য্যবলে পশুরন্যায় তোর প্রাণ বিনাশ করিব। আজ সমস্ত লোক দেখিবে তুই এখনি মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হস্তপদাদি বিক্ষেপ করিতে থাকিবি ॥ ১৪২—১৪৩ ॥

সূত বলিলেন, সমস্ত ধনুর্দ্ধারিগণের শ্রেষ্ঠ মহাবল সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্যের অধীশ্বর বীরবর্য্য বীরসেন ক্রোধে লোহিত নেত্র হইয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী বন্ধন ও মুহুর্মুহুঃ অধর দংশন পূর্ব্বক কটকট শব্দে দন্তঘর্ষণ ও ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া তখন ধনুকে জ্যা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তাহারপর যমদণ্ড তুল্য শর সংযোজন করিয়া কহিলেন। "রে মহাপাপ! তুই হত হইয়াছিস্ অতঃপর আর মুহূর্ত্ত-মাত্রও জীবিত থাকিতে পারিবি না।" এই বলিয়া সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ঘোর দর্শন সেই সিন্ধুপতি কালানল তুল্য, শত্রুনাশন, অমোঘ দিব্য শর অভিমন্ত্রিত করিয়া আকর্ণ চাপ আকর্ষণ পূর্ব্বক যবন পতিরপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪৪—১৪৮ ॥

এই সময়েই সাধ্বী বীর্য্যবতী কিরাতনন্দিনী বীরাও ও যবন-রাজের কটুবাক্যে অবমানিত হইয়া ক্রোধভরে তাহার প্রতি ভীষণ উগ্রতর কালকল্প ব্রহ্মশির নামক আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেই সিন্ধুরাজ এবং বীর্য্যবতী বীরা কর্তৃক যুগপৎ নিক্ষিপ্ত বহ্নিশিখাজালে পরিব্যাপ্ত বাণদ্বয় প্রথমতঃ আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া কল্পান্তকালে জলধরের ন্যায় ভীমশব্দে গর্জ্জন পূর্ব্বক সবিদ্যুৎ বজ্রের ন্যায় রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করিতে লাগিল। তদনন্তর, উগ্রতর অস্ত্রযুগল শ্যেনবৎ মহাবেগে সৈন্যসহিত যবনরাজের উপরি নিপতিত হইল। প্রলয় পবনবেগে নিক্ষীপ্ত সেই প্রচণ্ড অস্ত্রযুগল, সর্ব্বলোক প্রপীড়নকারী, ঘোরদর্শন বিপুল ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে প্রমত্ত প্রফুল্লবদনমণ্ডল-পরিশোভিত যবন পতিকে বজ্রাহত তরুবরের ন্যায় ক্ষণমাত্রে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তদীয় সহচর অপরাপর শৌর্য্যশালী যবন সৈন্যগণ ও

সেই অস্ত্রানলে প্রদগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শমন সদনে গমন করিল। সেই ভৈরব রৌদ্রাস্ত্রের কল্পান্তকালীন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহস্ফোটনের ন্যায় সর্ব্ব ভূতসংহারক কঠোরতর ভয়ঙ্কর গর্জ্জনশব্দ প্রভাবে বহু সংখ্যক যোধবীরগণ বধির, ভয়বিহ্বল ও হতচেতন হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল। কেহ কেহ বা শরাগ্নিশিখায় সমাচ্ছন্ন হইয়া অশ্বপ্রভৃতি বাহনসমেত ভস্মীভূত হইয়া গেল, কেহ কেহ বা অর্দ্ধদগ্ধ পিপাসিত ও বিব্রতাস্য হইয়া "জল জল" শব্দে কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই বিষম সময়ে রথিগণ, পদাতি সমূহের সহিত নিষাদীগণ অশ্বারোহীর সহিত উগ্রতর অস্ত্রের ভৈরব রবে ভয় বিভ্রান্ত হইয়া সমরাঙ্গন হইতে মহাবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ বা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন যোদ্ধা হা পিতঃ! হা ভ্রাতঃ! এই বিষম সঙ্কটস্থলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুরের ন্যায় কোথায় পলায়ন করিতেছ!! ম্লেচ্ছ সৈনিকগণ এইরূপে ভীত ও বিমূঢ় চিত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূরিভূরি রুধির বমন পূর্ব্বক মহাবেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। এদিকে দুর্দ্ধর্ষ যবনপতিও অস্ত্রতেজে প্রদগ্ধ হইয়া সমস্ত যোদ্ধৃবর্গের সমক্ষে বিদ্যুদ্দগ্ধস্থাণুর ন্যায় হইয়া গেল। সে যাহা হউক, এইরূপে যবনরাজের হতাবশিষ্ট সেই দুর্দ্ধর্ষ মহতীসেনা প্রবল বাত্যাপ্রভাবে মেঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! এই সময়ে যবনরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল শৌর্য্যশালী ধর্ম্মমর্দ্দ মহাক্রোধে আশ্বারোহী এবং অন্যান্য ভীমদর্শন উদ্যতাস্ত্র যবনসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া বৈরিনির্য্যাতন বাসনায় সংগ্রামস্থলে আগমন করিল। তদনন্তর, মহাক্রূর স্বভাব, ধর্ম্মের মর্ম্ম বিঘাতক নিয়ত অমর্ষপরায়ণ ভীমকায় কর্কশমূর্ত্তি ক্ষিপ্রহস্ত দুর্দ্ধর্ষ যবন সৈন্য সমূহ পুনরায় একত্র মিলিত হইয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপরি অস্ত্রজাল

বর্ষণ করিতে লাগিল। নরশ্রেষ্ঠ শত্রুদুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়সমূহ উদ্বেল সাগরের ন্যায় যবনদিগকে পুনর্ব্বার সমুত্থিত হইতে দেখিয়া ক্রোধ-ভরে হুতহুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রকারী মহারথ ক্ষত্রিয়গণ, ক্রোধে তাম্রনেত্র হইয়া এই ক্রূরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ যবনকে বিনাশ কর বিনাশ কর এইরূপ বলিতে বলিতে ভীষণ যবনসেনা ব্যূহ ভেদ করিয়া সংগ্রামস্থলে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ মহৎ ঔদ্ধত্য দর্শন করিয়া যবনেশ্বরের কনিষ্ঠভ্রাতা বীর্য্যমদে অত্যন্ত উন্মত্ত মহাবীর ধর্ম্মমর্দ্দ হাসিতে হাসিতে অভেদ্য ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক জ্যাশব্দে লোকসমূহের বিস্ময় উৎপাদন করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে লাগিল। সাক্ষাৎ কালতুল্য ঘোরদর্শন সেই যবন ঐরাবততুল্য, এক প্রমত্তবারণে আরোহণ পূর্ব্বক সচল পর্ব্বতের ন্যায় সেই গজেন্দ্রকে অঙ্কুশাঘাতে সঞ্চালিত করিতে করিতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ সহকারে সিন্ধুরাজের প্রতি প্রধাবিত হইল। কিরাতরাজ, দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্ষত্রিয়প্রবর বীর্য্যবান্ বীরসেনের জীবন রক্ষার বাসনায় সসৈন্যে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া যবনদিগের সেনাপতি বীর্য্যবান্ শত্রুমর্দ্দন ক্রোধে অধীর হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া এক ভয়ঙ্করী গুর্ব্বীগদা গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। মহাবীর শবরপতি সেই গদা দেখিয়া ক্রোধভরে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক এক হস্তদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহা ধারণ করিলেন ; এবং সেই গদাদ্বারাই সেই ম্লেচ্ছ সেনাপতিকে বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য সমস্ত যোধগণের অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে কিরাতনন্দিনী বীরারও কোপভরে অধরযুগল কম্পিত হইতে লাগিল, হে দ্বিজগণ! তদনন্তর তিনি, মহামুনি ভার্গবের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই রুদ্রাধিদৈবত সাক্ষাৎ কাল তুল্য অমোঘ জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায়

ঘোরদর্শন ত্রিশিখাবিশিষ্ট মহাশূল যবনরাজের অনুজেরপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবেগে নিক্ষিপ্ত সেই অত্যুগ্র বজ্রনিস্বন মহাশূল নভোমণ্ডল হইতে তেজোরাশি দ্বারা প্রজ্বলিত রবিবিম্বের ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া ঘোরশব্দে পাপাত্মা যবনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। সেই কালমূর্ত্তিশূল দ্বারা সমাহত হইয়া যবনানুজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর সে অস্থির হইয়া গজোপরি অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিল। সৈন্ধবরাজ বীরবর বীরসেন ও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শিতধার খড়্গাঘাতে সেই দুরাত্মা যবনের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি সেই এক আঘাতেই যবনবাহন গজরাজকেও শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। যবনপতি নিহত হইলেপর এই সময়ে মহাবল-বীরবর দুর্দ্ধর্ষ বীরভদ্র নিদাঘ-দাবানলের ন্যায় সেই সমস্ত নাথবিহীন যবনসেনাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রিয়তম প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যূহভঙ্গ করিয়া মুক্তকেশে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪৯—১৮৯ ॥

যাহারা সেই ভীষণ সংগ্রাম স্থলে গতাসু হইয়া নিপতিত হইয়াছিল মাংসাশিবিহঙ্গমগণ ও শিবাগণ মাংসলোভে ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে আসিয়া তাহাদিগের চারিদিক বেষ্টন করিল। ভীষণ রাক্ষস ও পিশাচগণ হর্ষভরে রণস্থলে বিচরণ করিতে করিতে বিকট হাস্য করিয়া সমর নিপতিত যোধগণের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে মাংসলোলুপ বিরূপাকৃতি ভীমদর্শন বিহঙ্গমগণ মাংসের নিমিত্তে বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া পরস্পর বিবাদ বরিতে লাগিল। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! এইরূপে তখন বিকৃতাকার ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেত ও নিশাচরগণ সেই ভীরুগণের ভয়-প্রদ ভীষণ সংগ্রামস্থলে মাংসশোণিতকর্দ্দমের উপরি বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাদুষ্ট কুলপাংসন যবনেশ্বর সমস্ত

সৈন্য ও অনুজের সহিত বিনষ্ট হইলে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, অপ্সরোগণ আনন্দভরে নৃত্য করিতে লাগিল, মেঘগম্ভীর স্বর্গদুন্দভির মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দে সুমধুর সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল, দিক্ সকল সুপ্রকাশিত হইল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় উদ্‌ভাসিত হইল, সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিবাকর আপনার পূর্ব্ব প্রভা ধারণ করিলেন, অগ্নি পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া শান্তভাবে আনন্দ সহকারে আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯০—১৯৮ ॥

এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া মহারাজ সিন্ধু-সৌবীরেশ্বর অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্ত হইলেন। তিনি, যবনরাজের করাল-গ্রাস নিপতিত পৈতৃকসাম্রাজ্য লক্ষ্মীর উদ্ধার করিয়া হাস্য-বদনে সম্মুখস্থিত পরম মিত্র পাঞ্চালেশ্বরও কিরাতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া সুমধুর বাক্যে তাঁহাদের উভয়কেই অভিনন্দিত করিলেন। সমস্ত নৃপতিগণের পরিপূজিত প্রচণ্ডবিক্রম বৈরিবিনাশী সিন্ধুরাজ, এইরূপে বিধর্ম্মী যবনগণের কুলকানন স্বকীয় জ্বলন্ত ভুজবীর্য্যবহ্নিতে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া শত্রুসমুদ্র হইতে উত্থিত হইলেন। মহাবল নরপতি সৈন্ধব যখন স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন সেই অমর প্রভাব নৃপতির প্রতি সূর্য্যাত্মজ শনৈশ্চর প্রসন্ন হইলেন। সিন্ধুরাজ শত্রু সমূহ বিনাশ করিলে পর যখন তাঁহার মনোব্যথা বিদূরিত হইল, তখন তিনি বৈরিগণের মুখবিবরগত প্রকৃতিপুঞ্জকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গস্থলে দেবারিগণের পুরবিদারী পুরন্দরের ন্যায় তাহাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ বৈরিবিমর্দ্দন কারী মহীশ্বর দয়াসিন্ধু সিন্ধুরাজ জিতেন্দ্রিয়তা সহকারে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দুর্দ্দান্ত দানব প্রপীড়িত প্রজাদিগকে বিবিধ ধনাদি প্রদান করিয়া শান্তিগুণাবলম্বনে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯৯—২০৩ ॥

তদনন্তর, প্রচণ্ডবিক্রম কিরাতাধিপতি বীরভদ্র নিজ আত্মজা মহিলাপ্রবরা বীরার সমরাঙ্গণে লোকবিস্মাপন অলৌকিক প্রভাব দর্শনে একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া বিমল অশ্রুবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক অভিষিক্ত করিতে করিতে কহিলেন, বৎসে! অদ্য সংগ্রামস্থলে তুমি যেরূপে যবনকুল বিধ্বংস করিয়াছ এরূপ অতিমানুষকার্য্য, মনুষ্যবীর্য্যসম্ভূত বালিকার পূর্ব্বে আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই। অয়ি কল্যাণি! অধিক কি বলিব, আমি তোমার পিতা হইলেও সাক্ষাৎ হরমোহিনী বিশ্বমাতা অম্বিকাসদৃশ তোমার ঈদৃশ অদ্ভুত রণনৈপুণ্য ইতঃপূর্ব্বে আর কদাচ জানিতে পারি নাই!! ॥ ২০৪—২০৭ ॥

বিশেষত আজ তোমায় সিন্ধুসৌবীরেশ্বর মহাসত্ত্ব মহারাজ বীরসেনের প্রতি অনুরক্তা দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দার্ণবে ভাসমান হইয়াছি। অতএব, বৎসে! অদ্যই আমি এই মহাত্মা পাঞ্চাল, সৈন্ধব ও কিরাতগণ সমক্ষে তোমাকে তোমার অভীষ্ট বরে সম্প্রদান করিব ॥ ২০৮—২০৯ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! শৌর্য্যশালী মহামনা কিরাতেশ্বর এই কথা বলিয়াই অতীব প্রসন্নভাবে নিজ দুহিতা বীরার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বীরবর্য্য সিন্ধুনাথের করে সংযোজিত করিয়া বলিলেন, বীরবর! আমার এই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা বীরা আপনাতেই নিতান্ত অনুরাগিণী অতএব আপনি ইহাঁকে গ্রহণ করুন্। বোধ করি এই সাধুশীলা শ্যামা কোন প্রকারেই আপনার অযোগ্যা হইবেন না। কেন না; এই প্রশান্তস্বভাবা বালা কেবল রূপবতী মাত্র নহেন ইহাঁতে বহুতর অমানুষ গুণগ্রামও বিদ্যমান আছে। ইনি শাস্ত্রাদি জ্ঞানেও অতিশয় সুপণ্ডিতা; আর ইহাঁর সমর পারদর্শিতা অদ্য মহারাজ নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ে আমার আর অধিক বলিবার নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে,

অদ্য ইঁহার অদ্ভুত সমরপাণ্ডিত্য ইঁহার নামের অনুরূপই হইয়াছে। ফলকথা এই স্মেরাননা একমাত্র আপনাতেই অনুরতা। দেখুন্, ইনি আপনার রাজ্যের উদ্ধারকামনায় স্বয়ংই এই ভীষণ সংগ্রামস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ! ইহ সংসারে নিতান্ত প্রণয়মুগ্ধ না হইলে কেহই আত্মপ্রাণোৎসর্গে প্রবৃত্ত হয় না। রাজন্! আমি এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াই এই প্রাণসম-প্রিয়তমা পতিপ্রাণা কন্যাটী আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেছি। মহারাজ! আপনি পাত্রবিশেষে সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন; বোধ হয়, অদ্য আপনি এই প্রিয়দর্শন উপহারটি গ্রহণ পূর্ব্বক আমারও মনোরথ পূরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না?

সূত কহিলেন, শৌনক! মহারাজ বীরসেন কিরাতেশ্বর মতিমান্ বীরভদ্রের এতাদৃশ অনুনয়পূর্ণ সুললিত বাক্যাবলী শ্রবণে বলিলেন, মহাভাগ! আপনি যাহা আদেশ করিলেন আমি অবিচারিতচিত্তে তাহা পালন করিব। এই সৈন্ধবকে সেরূপ কৃতঘ্ন মনে করিবেন না। অদ্য আমি এই মুহূর্ত্তেই ললনাকুলভূষণস্বরূপা প্রিয়দর্শনা সিমন্তিনী বীরাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিব। এই বলিয়াই ধর্ম্মাত্মা সিন্ধুনাথ যেমন বিশ্বাত্মা ভগবান্ অচ্যুত ভৃগুতনয়া কমলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তাহাই হউক বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে বরারোহা বীরাকে পত্নীত্বে স্বীকার করিলেন ॥ ২১০—২১৫ ॥

নবম অধ্যায়।

তদনন্তর, সিন্ধুসৌবীরাদি প্রদেশপ্রশাসিতা সমস্ত রাজগুণগ্রাম-পরিভূষিত মহারাজ বীরসেন দেব-ব্রাহ্মণকণ্টক দুরাত্মা যবনা-সুর-কবলীকৃত পিতৃপৈতামহ-পরম্পরাধিষ্ঠিত সাম্রাজ্যসিংহাসন মিত্ররাজ পাঞ্চালেশ্বর আর সম্বন্ধী কিরাতাধিপতির সাহায্যে স্বহস্তে শত্রুসংহার পূর্ব্বক তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া গুরুজনের অনুমতি লইয়া শুভক্ষণে তাহাতে অধিরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে সূত মাগধ বন্দিগণ ধর্ম্মাত্মা বীরসেনের বিবিধ গুণাবলী সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অশেষ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। সেই অবসরে জিতেন্দ্রিয় সংশিতব্রত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও হস্তে দূর্ব্বাক্ষত লইয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগি-লেন এবং পুরনারীগণও পরমানন্দসহকারে চতুর্দ্দিকে লাজবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই মহোৎসব সময়ে অশেষ মহীপাল-বর্গের মুকুটস্থ সমুদ্ভাসিত মণিনিচয়সংস্পর্শ-প্রতিবিম্বিত বিমল-স্ফটিকমণিসদৃশ সমুজ্জ্বল পদনখরমণিশ্রেণী-পরিশোভিত-পাদপদ্ম অনন্তগুণসিন্ধু সৈন্ধবেশ্বর বীরসেনের সম্মুখে বচনরচনাচতুর বাগ্মী অসংখ্য দীনদরিদ্রগণ কিঞ্চিৎ ধনাদি পাইবার লালসায় তদীয় পরাক্রম ও বংশাবলীমাহাত্ম্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা বা স্তুতিবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, মহারাজ বীরসেন আত্মীয়বন্ধুবর্গ সমক্ষে মহাসমৃদ্ধি-সহকারে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিধিমত বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ তপস্যার আধার স্বরূপ তপস্তেজাঃ কর্দ্দমপ্রজাপতি

যেমন ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুপ্রদত্ত দিব্যরূপা দেবহূতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইরূপ কিরাতরাজপ্রদত্ত বীরাকেও পরিগ্রহ করিলেন। সেই অবধি রাজপ্রবর সৈন্ধবেশ্বর বীরসেন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সংশিতব্রত-তত্ত্বজ্ঞ কুলাচার্য্যকে লইয়া প্রতি শনিবাসরে মহাগ্রহ ভগবান্ সূর্য্যনন্দনের যথাবিধি সমর্চ্চনা এবং বাচস্পতিমিশ্র পরিষ্টুত মধুরাক্ষর স্তবাদি দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলে তিনি সুপ্রসন্ন হইলেন। ফলতঃ মহাত্মা সিন্ধুরাজ সম্বৎসরকাল এইরূপে আরাধনা করিলে পর গ্রহরাজ ভগবান্ শনৈশ্চর তাঁহার প্রতি সম্যক্ পরিতুষ্ট হইয়া গগনমণ্ডল হইতে জলদগম্ভীর স্বরে প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, সিন্ধুনাথ! বৎস বীরসেন! সংপ্রতি আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। আমার প্রসাদে তুমি অচিরকাল মধ্যে সার্ব্বভৌমপদে অধিষ্ঠিত হইবে এবং যত দিন এই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিবে তাবৎকাল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ক্ষণিক সুখদুঃখাদি বা অন্যপ্রকার কোনও বিপদ্‌রাশি তোমাকে কখনই আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না; অধিক কি, তোমার অধীনস্থ প্রজাগণও সর্ব্বদা আধিব্যাধি কি অকালমৃত্যু বা দরিদ্রতা প্রভৃতি দুঃখজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম সুখে কালাতিবাহিত করিবে। বৎস! এই পৃথিবীমণ্ডলে অপর যে কোন মানব তোমার ন্যায় প্রতি শনিবাসরে ভক্তিভাবে আমার পূজা করিবে বাচস্পতি-মিশ্র এবং তোমার সহিত সংঘটিত আমার এই সংবাদাবলী পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিবে আমি নিরন্তর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইব অর্থাৎ বাচস্পতিমিশ্র এবং তুমি যেরূপ অনন্ত বিপজ্জাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ সেইরূপ তাহারাও আমার প্রসাদে সহস্র ক্লেশরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে।

সূত কহিলেন, ভার্গব! এইকথা বলিয়াই গ্রহপ্রবর মহাত্মা সৌরি সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ তত্রত্য সমবেত

জনগণের মুখনিঃসৃত তুমুল জয়শব্দে ভূমি এবং অন্তরীক্ষ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। এদিকে কিরাতরাজ এবং পাঞ্চালেশ্বর একত্র সহবাসজন্য ক্রমশ বদ্ধমূলপ্রণয় হওয়ায় কিছুদিন তথায় থাকিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে, সিন্ধুনাথ বীরসেন অতিকষ্টে মনোবেগ দমন করিয়া গলদশ্রুলোচনে শ্বশুর এবং মিত্রকে বিসর্জ্জনের অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে উভয় নরপতিই জামাতা এবং মিত্রের নিকট বিদায় লইয়া নিজ নিজ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারেদ বিদায় গ্রহণের কিছুকাল পরে ক্ষত্রিয় প্রবীর সত্যপরাক্রম সৈন্ধবেশ্বর বীরসেন অখিল অবনীমণ্ডলের আধিপত্য কামনায় অগণিত সেনা সংযোজন করিয়া সম্বন্ধি ও মিত্রবর্গবলে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট হইয়া সাজ্যসমিদ্দ্বারা সুরগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট অভীষ্ট বরলাভ করিলেন। তদনন্তর, স্বাদু অন্নব্যঞ্জন ও প্রভূত বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের তুষ্টিসম্পাদন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিমান্ পরম মঙ্গলময় ভগবান্ বাসুদেবকে অন্তরে স্মরণ করিতে করিতে সেই মহতী চতুরঙ্গিণী অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে শুভমুহূর্ত্তে দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। পরে, সেই প্রচণ্ডপ্রভাব মহাত্মা বীরসেন পবনবেগগামী তুরঙ্গ সংযোজিত একমাত্র জৈত্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রমে ভারত, হরি, কিং পুরুষ ও ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষবাসি নরপতিবর্গ এবং আরণ্য ও পার্ব্বত্য যবন, খশ, বর্ব্বরাদি দুর্জ্জয় দস্যুপতিদিগকে পরাজিত করিলেন। শৌনক! অধিক কি বলিব মহীশ্বর সিন্ধুনাথ অচিরকাল মধ্যে সমস্ত নরপালগণকে স্ববশে আনিয়া বিপুলধনরত্ন এবং নানা দেশীয় হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্যজাত উপার্জন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ফলকথা মহারাজ সৈন্ধবেশ্বর নিজ অখণ্ড ভুজদণ্ডপ্রতাপে অখিল অরাতিমণ্ডলকে নির্বিষ ভুজঙ্গের

ন্যায় হতদর্প করিয়া সকলের নিকট হইতেই বলি আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি সুযোগ্য ঋত্বিগ্‌বর্গ লইয়া ভূরি ভূরি রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর, সেই জিতাত্মা প্রশান্তমূর্ত্তি মহাবীর বীরসেন বিষয়ে অনাসক্ত হইয়াও কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভের জন্য লক্ষ্মীসরস্বতীসহ বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ অচ্যুতের ন্যায় নিজ অন্তঃপুর মধ্যে রমণীরত্নরূপা কিরাতরাজনন্দিনী ও সৌবীর-সামন্তনন্দিনীর সহিত প্রতিপাল্যবর্গকে যথাবিধি প্রতিপালন পূর্ব্বক ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বীরসেন মূর্ত্তিমান্ যোগের ন্যায় বশিপ্রবর চন্দ্রসূর্য্যকুলাচার্য্য তীব্রতপা ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে সহসা সমাগত দেখিয়া বাসুদেবজ্ঞানে প্রণাম ও পাদ্যার্ঘ প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে সুখাসনে উপবেশন করাইলেন। কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার পথশ্রান্তি বিদূরিত হইলে, পুনরায় প্রণাম করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যাহারা এই বিষম বিষময় সংসার-কারাগার পরিত্যাগে অসমর্থ তাহাদের কোন গতি আছে কি না? সিন্ধুনাথের এতাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণে ব্রহ্মপুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাজন্! তোমার এই জীবহিতকর মহান্ প্রশ্নে আজ্ আমার সর্ব্বাঙ্গ আহ্লাদে পুলকিত হইল; আমি সংক্ষেপে ইহার উত্তর করিতেছি অবহিত হও। বৎস! যদিচ এ বিষয়ে তত্ত্বদর্শিমহর্ষিগণের চরমসিদ্ধান্ত ফল একই তথাপি স্থূল দৃষ্টিতে আপাতত বহু প্রকার বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। যাহাহউক্ এইরূপ বিষয় লইয়া কোন তাপসাশ্রমে একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য কোন মহাত্মা ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং সেই ব্রহ্মর্ষি তাহাতে যেরূপ প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন সেই বিষয় বলিতেছি তুমি সস্ত্রীক হইয়া তৎসমস্ত শ্রবণ কর। পবিত্রাত্মা সিন্ধুনাথ গুরুদেবের এইরূপ

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উভয় মহিষীকে নিকটে আনাইয়া বিশুদ্ধ কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! স্থির হইয়া শ্রবণ কর। প্রথমে সেই উল্লিখিত শিষ্য জিজ্ঞাসিলেন, দয়াসিন্ধো! গুরুদেব! যে সমস্ত জীব এই অপার ভবসাগর মধ্যে পড়িয়া সর্ব্বদা হাবুডুবু খাইতেছে তাহাদের কুল পাইবার উপায় কি? গুরু কহিলেন, বৎস! একমাত্র বিশ্বেশ্বর পাদপদ্ম রূপ অমোঘ নৌকাই তাহাদের আশ্রয় জানিবে।

শিষ্য। দেব! জীবের প্রকৃত বন্ধ কি?

গুরু। একমাত্র বিষয়ানুরাগই জীবের নিগড়বন্ধ স্বরূপ।

শিষ্য। গুরুদেব! মুক্তি কাকে বলে?

গুরু। রে বৎস! বিষয় বৈরাগ্যকেই মুক্তির সোপান বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। দেব! ভীষণ নরক কাহাকে বলে?

গুরু। রে বৎস! দেহাভিমানই ঘোর নরক।

শিষ্য। গুরো! স্বর্গের সোপান কি?

গুরু। বাসনাক্ষয়ই স্বর্গের সোপান স্বরূপ।

শিষ্য। দেব! কি উপায়ে সর্ব্বোতোভাবে ভবযাতনা তিরোহিত হয়?

গুরু। রে বৎস! গুরুমুখে নিরন্তর বেদান্তশ্রবণ-জনিত আত্মতত্ত্ববোধই জন্মমৃত্যুপ্রবাহসঙ্কুল সংসারপারাবার নিরসনের উপায়ীভূত।

শিষ্য। ভাল, দেব! মোক্ষের প্রকৃত উপায় কি?

গুরু। বৎস! আমি তোমায় যে আত্মবোধের কথা বলিলাম উহার দৃঢ়তাই একমাত্র মুক্তির মুখ্য কারণ।

শিষ্য। নরকের প্রধান দ্বার কোন্‌টী?

গুরু। একমাত্র কামিনী প্রসক্তিই নরকের মুখ্য দ্বার বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। আচ্ছা, তবে প্রকৃত স্বর্গ কাহাকে বলে?

গুরু। অহিংসার নামই প্রকৃত স্বর্গ।

শিষ্য। দেব! এই শোকমোহসঙ্কুল সংসারে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে এমন লোক কে?

গুরু। রে বৎস! একমাত্র সমাধিনিষ্ঠ যোগী পুরুষই নির্বিঘ্নে বিরাজ করিতে পারে।

শিষ্য। সদা জাগরিত পুরুষ কে?

গুরু। সদসদ্ বিবেকী।

শিষ্য। এই সংসারমধ্যে প্রাণিগণের প্রকৃত শত্রু কে?

গুরু। নিজের ইন্দ্রিয়গণই পরম শত্রু।

শিষ্য। আচ্ছা, দেব! এরাই যদি শত্রু তবে মিত্র কাহার নাম?

গুরু। রে বৎস! ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই যদি বশীভূত হয় তাহা হইলে পরম মিত্রের কার্য্য করে।

শিষ্য। এই ভূমণ্ডলে প্রকৃত দরিদ্র কে?

গুরু। সর্ব্বদা বাসনাজর্জ্জরিত প্রাণীই ঘোর দরিদ্র।

শিষ্য। তবে শ্রীমান্ পুরুষ কে?

গুরু। যাহার অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ সন্তোষ বিরাজমান।

শিষ্য। জীবন্মৃত কে?

গুরুঃ। সর্ব্বদা পুরুষকারবিরহিত পুরুষই জীবন্মৃত বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। এই বিশাল বিশ্বমধ্যে প্রকৃত অমৃত কাহাকে বলে?

গুরু। নিয়ত সুখপ্রদা নিরাশা।

শিষ্য। সংসারের পাশ কাহাকে বলে?

গুরু। স্ত্রীপুত্রাদি মমতাই মহাপাশ।

শিষ্য। মোহজনিকা সুরা কি?

গুরু। রমণী।

শিষ্য। অন্ধ অপেক্ষাও মোহান্ধ কে?

গুরু। কামান্ধ।

শিষ্য। মৃত্যু কাহাকে বলে?

গুরু। নিজের অপযশই মৃত্যু।

শিষ্য। গুরু কাহার নাম?

গুরু। যিনি সর্ব্বদা অকপটে উপদেশ প্রদান করেন।

শিষ্য। শিষ্য কাহাকে বলে?

গুরু। যিনি কপটতাশূন্য হইয়া গুরুভক্তি করেন।

শিষ্য। এই সংসারের চিররোগ কি?

গুরু। বৎস! এই ভবই দীর্ঘরোগ।

শিষ্য। দেব! তবে ইহার প্রকৃত ঔষধ কি বলুন?

গুরু। সমস্ত বস্তুতত্ত্ব বিচারই প্রধান ঔষধ।

শিষ্য। ভূষণের ভূষণ কি?

গুরু। শীলতা।

শিষ্য। প্রকৃততীর্থ কি?

গুরু। মনের বিশুদ্ধি।

শিষ্য। ইহসংসারে কোন্ কোন্ পদার্থ পরিহেয়।

গুরু। কামিনী আর কনক।

শিষ্য। ভবসংসারে প্রাণিগণের সর্ব্বদা শ্রোতব্য কি?

গুরু। পরমভক্তিভাবে গুরুমুখে বেদান্ত উপদেশই নিরন্তর শ্রবণ করা উচিত।

শিষ্য। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি?

গুরু। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়দমন, তত্ত্ববিচার ও চিত্তসন্তোষ।

শিষ্য। সাধু কাহাকে বলে?

গুরু। যাহারা অবিদ্যাজনিত সমস্ত মোহ নিরাকৃত করিয়া বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া নিয়ত পরম-মঙ্গলময় পরব্রহ্মে পরিনিষ্ঠ হইয়াছেন তাঁহারাই জগতে প্রকৃত সাধুপদবাচ্য।

শিষ্য। মনুষ্যের নিত্যজ্বর কি?

গুরু। সংসার চিন্তা।

শিষ্য। মূর্খ কে?

গুরু। তত্ত্ববিবেক-বিহীন।

শিষ্য। দেব! এই যাতনাময় সংসারে আমার কর্ত্তব্য কি?

গুরু। অভেদে শিববিষ্ণুভক্তি।

শিষ্য। সুখের জীবন কাহাকে বলে?

গুরু। নিষ্পাপ জীবনই সুখের আধার।

শিষ্য। প্রকৃত বিদ্যা কাহাকে বলে?

গুরু। যে বিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

শিষ্য। বোধ কাহার নাম?

গুরু। ভববিমুক্তির উপায়কেই প্রকৃত বোধ বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। প্রকৃত লাভ কাহাকে বলে?

গুরু। আত্মতত্ত্বের অবগতিই প্রকৃত লাভ।

শিষ্য। জগৎজয়ী কে?

গুরু। যে নিজ মনকে জয় করিয়াছে সেই বিশ্বজয়ী।

শিষ্য। প্রকৃত বীর কে?

গুরু। যাহার মন কন্দর্পবাণে ব্যথিত না হয়।

শিষ্য। ইহ জগতীতলে প্রকৃত ধীর সমদর্শী প্রাজ্ঞ কে?

গুরু। যে মহাত্মা কখন ললনা-কটাক্ষে বিমোহিত না হয়েন।

শিষ্য। বিষ অপেক্ষাও মহাবিষ কি?

গুরু। বিষয়ই মহাবিষস্বরূপ।

শিষ্য। সদা সুখী কে?

গুরু। বিষয়বিরাগী।

শিষ্য। লোকে ধন্য কে?

গুরু। পরোপকারী পুরুষই ধন্যবাদপাত্র।

শিষ্য। ভূমণ্ডলে পূজনীয় কে?

গুরু। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বদা বিশ্বপূজনীয়।

শিষ্য। জ্ঞানীদিগের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কি? অকর্ত্তব্যই বা কি?

গুরু। কোন অবস্থাতেই স্নেহ বা পাপকার্য্য কর্ত্তব্য নহে কিন্তু ধর্ম্ম আর জ্ঞান সর্ব্বদাই অনুশীলনীয়।

শিষ্য। সংসারের মূল কে?

গুরু। অবিদ্যা।

শিষ্য। প্রকৃত বিজ্ঞতম পুরুষ কে?

গুরু। যিনি কখন পিশাচী কামিনীর প্রতারণাজালে পড়িয়া প্রতারিত না হয়েন।

শিষ্য। দিব্য ব্রত কি?

গুরু। অহঙ্কার ত্যাগ।

শিষ্য। সহস্র চেষ্টা করিলেও জানিতে পারা যায় না কি?

গুরু। রমণী চরিত্র বা মনঃ।

শিষ্য। জীবের দুস্ত্যজ্য কি?

গুরু। দুরাশা।

শিষ্য। ইহলোকে পশুশ্রেষ্ঠ কে?

গুরু। বিদ্যাবিহীন পুরুষ।

শিষ্য। কাহার সঙ্গ পরিত্যজ্য?

গুরু। মূর্খ, পাপী, খল এবং নীচের।

শিষ্য। মুমুক্ষুব্যক্তির আশু কর্ত্তব্য কি?

গুরু। মমতা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ আর পরমেশ্বরে ভক্তি।

শিষ্য। লঘুত্বের মূল কি ?

গুরু। যাচ্ঞা।

শিষ্য। এই ভূমণ্ডলে সার্থকজন্মা কে আর প্রকৃত মৃতই বা কে?

গুরু। যাহাকে আর গর্ভযাতনা ভোগ করিতে হয় না সেই সার্থকজন্মা; ঐরূপ, যাহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না সেই পুরুষই প্রকৃত মৃত অর্থাৎ মুক্ত।

শিষ্য। মূক (বোবা) বধির (কালা) কে ?

গুরু। যে ব্যক্তি সভাস্থলে উপযুক্ত সময়ে উত্তর করিতে অসমর্থ সেই প্রকৃত মূক আর যে ব্যক্তি সুহৃদ্‌বর্গের হিততথ্য বাক্য শ্রবণ না করে সেই যথার্থ বধির।

শিষ্য। বিশ্বাসের অপাত্র কে ?

গুরু। নারী।

শিষ্য। জগতের অদ্বিতীয় তত্ত্ব কি ? উত্তম কি ? আর কি কর্ম্ম করিলেই বা শোকগ্রস্ত হইতে হয় না ?

গুরু। শিবতত্ত্বই অদ্বিতীয় তত্ত্ব, সচ্চরিত্রতাই উত্তম, আর শিববিষ্ণুর অভিন্ন জ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে কদাচ শোক মোহের অধীন হইতে হয় না।

শিষ্য। সত্য কি ?

গুরু। যাহা প্রাণিহিতকর তাহাই সত্য।

শিষ্য। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কি ?

গুরু। অভয় দান।

শিষ্য। মনের আত্যন্তিক নাশ কি ?

গুরু। মোক্ষ।

শিষ্য। কোন্‌স্থান প্রাপ্ত হইলে কোন প্রকার ভয় থাকে না ?

গুরু। স্বরূপমুক্তি পাইলে সমস্ত ভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

শিষ্য। মহাশল্য কি ?

গুরু। নিজের মূর্খতাই মহাশল্যস্বরূপ।

শিষ্য। কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপাসনা করা উচিত?

গুরু। গুরু এবং জ্ঞানবৃদ্ধের।

শিষ্য। প্রাণসংহারক কৃতান্ত উপস্থিত হইলে, মতিমান্ ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য কি?

গুরু। সর্ব্বমমতানাশক নিত্যসুখপ্রদ মুরারির পাদপদ্ম কায়-মনোবাক্যে চিন্তা করা।

শিষ্য। দস্যু কাহারা?

গুরু। কুবাসনা।

শিষ্য। মাতার ন্যায় সর্ব্বদা হিতকারিণী কে?

গুরু। পরমসুখপ্রদা তত্ত্ববিদ্যা।

শিষ্য। কাহা হইতে সর্ব্বদা ভয় করা উচিত?

গুরু। ভবকানন হইতে নিয়ত ভীত থাকিবে।

শিষ্য। কোন্ পদার্থ জানিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না?

গুরু। নিত্যসুখস্বরূপ প্রশান্ত শিবতত্ত্ব।

শিষ্য। কোন্ বস্তু বিদিত হইলে আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না?

গুরু। সর্ব্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ পূর্ণবোধানন্দ পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না।

শিষ্য। লোকে দুর্লভ কি?

গুরু। সদ্গুরু।

শিষ্য। দুর্জ্জয় কে?

গুরু। মনোভব।

শিষ্য। পশু হইতেও পশু কে?

গুরু। যে ধর্ম্মপথে বিচরণ করে না আর বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও যাহার তত্ত্ব বোধের উদয় হয় না।

শিষ্য। স্থূলদৃষ্টিতে মিত্র বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত শত্রু কাহারা ?

গুরু। পুত্রদারাদিই মিত্রসংজ্ঞক শত্রু।

শিষ্য। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল বস্তু কি ?

গুরু। ধন, যৌবন, আয়ুঃ।

শিষ্য। কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও কি করা কর্ত্তব্য নহে আর কর্ত্তব্যই বা কি ?

গুরু। কোন অবস্থাতেই পাপকার্য্য কর্ত্তব্য নহে কিন্তু পুণ্য-কার্য্য সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

গুরু। যাহাতে মুরারিপ্রীতি জন্মে তাহারই নাম কর্ম্ম।

শিষ্য। কোন্ কোন্ বস্তুতে আস্থা করা উচিত নহে ?

গুরু। সাংসারিক বস্তুমাত্রেই অসার সুতরাং তাহাতে আস্থা করিলেই বদ্ধ হইতে হয়।

শিষ্য। অহোরাত্র চিন্তনীয় কি ?

গুরু। সংসারের অসারত্ব আর মঙ্গলময় আত্মতত্ত্ব।

সম্রাট্ সৈন্ধবেশ্বর কুলাচার্য্য বশিষ্ঠমুখে এইরূপ গুরু শিষ্য-চ্ছলে উপদেশ সুধাপান করিয়া আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া পরম সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন; দেব! আপনি যে সদ্‌গুরুর কথা বলিলেন সেই সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি কৃপা করিয়া বলুন্। বশিষ্ঠ বলিলেন, রে বৎস! সাক্ষাৎ পরব্রহ্মই সদগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া অকপট ভক্তকে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণে কৃতার্থ করেন; সুতরাং তাহার লক্ষণ আর কি বলিব! তথাপি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যিনি পরমসুখপ্রদ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ সমস্ত উপাধিশূন্য সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববর্জ্জিত আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী একমাত্র তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষ্য এবং নিরন্তর নির্ম্মল

স্থিরস্বভাব জীববুদ্ধির সাক্ষিরূপে বিরাজিত অপি চ, যিনি প্রকৃতি-বিকারময় বস্তুজাতের অতীত সতত সত্ত্বাদিগুণত্রয় হইতে পৃথক্ সেই সদ্গুরুকে প্রণাম করি। বৎস বীরসেন! এই নমস্কার লক্ষণ দ্বারাতেই সদ্গুরুতত্ত্ব মনে অবধারণ কর। এই কথা শুনিয়া মহীপাল সৈন্ধবেশ্বর পুনরায় গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সমীপে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনার এই মহান্ উপদেশের মর্ম্মটি বুঝিতে পারিয়াছি। ইহ সংসারে ভবাদৃশ মহাত্মারাই সদ্গুরুরূপে বিচরণ পূর্ব্বক অবিদ্যাপ্রবাহ-পতিত অজ্ঞ জীবনিবহের নিস্তার করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্কে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কৃপা করিয়া সদুত্তরদানে চরিতার্থ করুন। এই বিশাল মহীমণ্ডলে জীবনিস্তারের নিমিত্ত ভক্তি আর জ্ঞান এই দুইটী পথ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহার মধ্যে মাদৃশ সংসারান্ধকূপ-নিমগ্ন বিমূঢ়চেতাদিগের কোন্‌টির সমাশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য?

নরপতির এতাদৃশ বিনয়গর্ভ লোকহিতকর প্রশ্ন শ্রবণে মুনি-প্রবর বশিষ্ঠ কহিলেন, রে বৎস! এতদুভয় পথের একতর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অবিদ্যান্ধজীব ভবযাতনা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। তথাপি, কিন্তু, তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিমূলক অর্থাৎ বিনা ভগবদ্ ভক্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না এইটীই শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের স্থির সিদ্ধান্ত!! যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে “ভগবান্ বাসুদেবে নিরন্তর অকপটে ভক্তিযোগ প্রয়োগ করিলে, অচিরকাল মধ্যে ভবপাশ নিকৃন্তন বৈরাগ্য সহ অহৈতুক তত্ত্বজ্ঞানভাস্করের উদয় হয় ॥ ১ ॥

রাজা কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! আপনারা সর্ব্বদাই কালত্রয়দর্শী এই জন্য আর একটি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নিবেদিতেছি অনু-কম্পা বিতরণে এই সংশয়টি ছেদ করুন। শাস্ত্রে কোন স্থলে বলিয়াছেন যে একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলেও প্রত্যবায় ঘটে না, তথাপি তাহারা যাহা কিছু করেন সে কেবল

লোকশিক্ষার জন্য মাত্র। আবার কোথাও বা এরূপও উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য কর্ম্মাদির অকরণে মহাত্মাকেও প্রত্যবায়ী হইতে হয়; এই উভয়বিধ মত শ্রবণে নিরন্তর দোলায়মান চিত্ত হইয়া প্রকৃত কোনটি স্থির করিতে পারিতেছি না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস সিন্ধুনাথ! সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। কেন না, অজ্ঞলোকে মহতের দৃষ্টান্তানুসারেই চলিয়া থাকে; কিন্তু, না করিলেও জড়দেহে অভিমান বিরহিত আত্মারামদিগের প্রত্যবায় হয় না। এই বিষয়ে ভগবান্ বাসুদেব শঙ্কিতমনা অর্জ্জুনকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, বলিতেছি শুনিয়া মনের সংশয় দূর কর। যথা, "অর্জ্জুন! সমস্ত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম পরিহার করিয়া একমাত্র আমার (বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের) শরণাগত হও; নিত্য কর্ম্মাদি অকরণ জন্য তোমার যে সকল দোষ ঘটিবে তাহাতে ভীত হইও না কেন না, সে সমস্ত পাপরাশি হইতে আমি তোমায় রক্ষা করিব। অতএব, বৎস বীরসেন! তুমিও সেই সজাতীয় বিজাতিয় স্বগত ভেদশূন্য নিত্যানন্দৈকরসময় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবের একান্ত শরণাগত হও তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। মহাত্মা বশিষ্ঠ মুনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বিরত হইলেন।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! এইরূপে সেই সম্রাট্ বীরসেন কুলগুরু মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ দেবের উপদেশানুসারে প্রতিদিন শ্রবণ মনন, ও নিদিধ্যাসনাদির অনুষ্ঠান প্রভাবে জীবন্মুক্ত হইয়া সুচির-কাল সাম্রাজ্য সুখ অনুভব করিয়া চরমে নিজ ঔরসপুত্রে পৃথিবীর গুরুতর ভার দিয়া পরমগতি লাভ করিলেন। অনন্তর, কিরাত-রাজনন্দিনী বীরাও সৌবীর-সামন্তনন্দিনী নিজপতি পৃথ্বীপতি বীরসেনের জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া অনুগামিনী হইলেন। শৌনক! যে মানব প্রতিদিন বিশেষত শনিবারে গ্রহরাজ সূর্য্যনন্দন

শনৈশ্চরের পূজা করিয়া বাচস্পতি ও সিন্ধুরাজ সংঘটিত চরিত মাহাত্ম্য পাঠ কিম্বা গুরুমুখে শ্রবণ করিবেন এবং পূজা পাঠান্তে ব্রাহ্মণগণে প্রসাদ বিতরণ পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, তিনি শনৈশ্চর প্রসাদে ইহলোকে দিব্য ভোগের অধিকারী হইয়া অন্তিমে ব্রাহ্মীগতিলাভে সমর্থ হইবেন। ভার্গব! আমার এই বাক্যে কোন সংশয় করিও না ইহা ভগবান্ সূর্য্যাত্মজের স্থিরাজ্ঞা বলিয়া জানিবে। এইরূপ মহদাশ্চর্য্য চরিত শ্রবণে ঋষিপ্রবর শৌনক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সমাধিসাধনের উপায় এবং জীবন্মুক্তের লক্ষণাদি জানিবার বাসনায় সূতকে পুনরায় অনুরোধ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৌরাণিকতত্ত্ববেত্তা সূত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ! অদ্য আপনারা এবিষয়ে ক্ষমা করুন। সময়ান্তরে আমি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আশ্রয় করিয়া বীরসেনের গন্ধর্ব্বনগর গমন, কিরাতরাজদুহিতা বীরার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রভৃতি যাহা কিছু বক্তব্য রহিল সে সমস্ত এবং জীবন্মুক্তাদির লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণনা করিব; এক্ষণে, আমায় অনুমতি করুন্, আমি নরনারায়ণের চরণ দর্শনের নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিব। এই কথা বলিয়াই সূত মুনিগণের নিকট বিদায় লইয়া চরাচরগুরু হরিকে অন্তরে স্মরণ করিতে করিতে বদরীকাননাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।